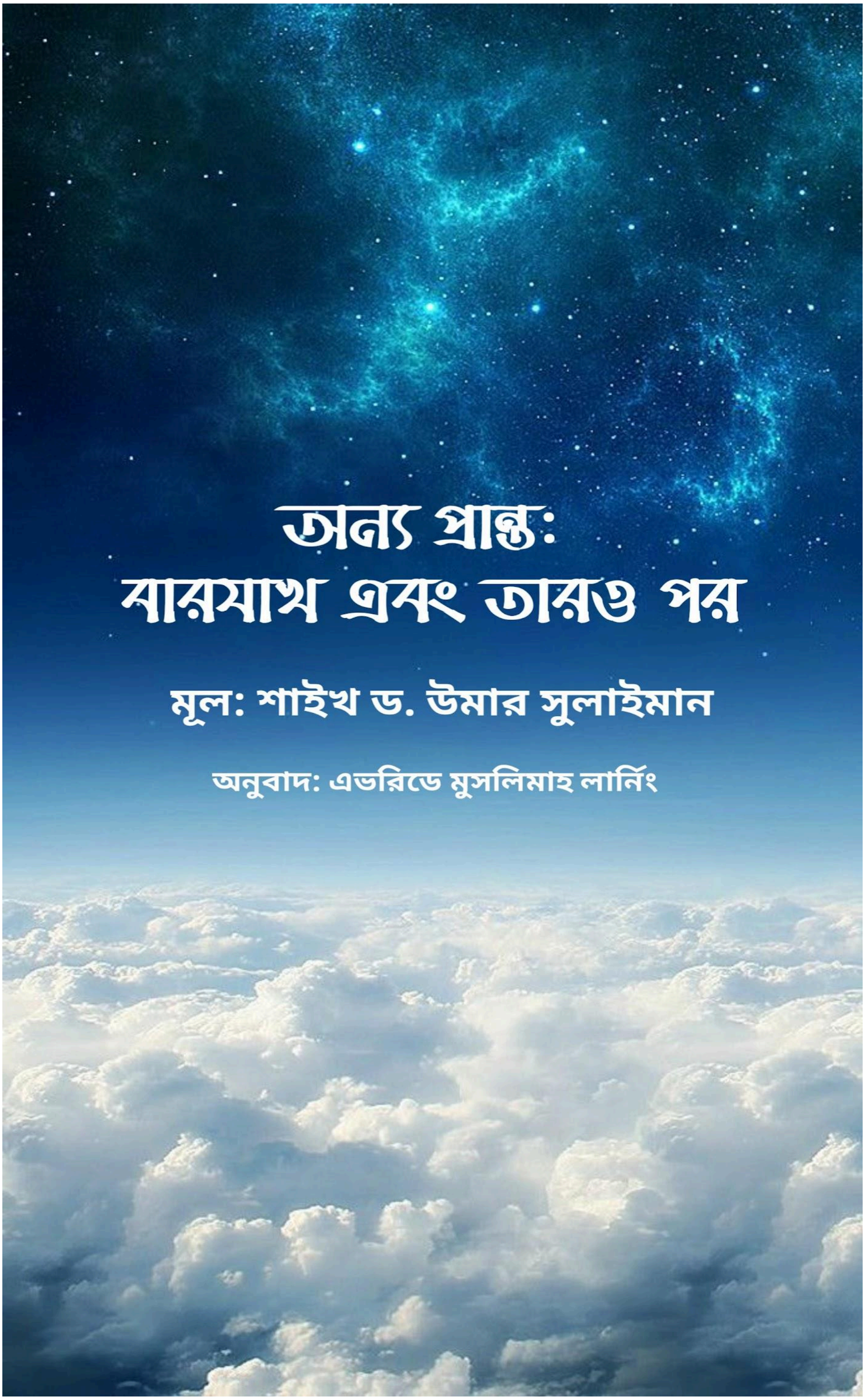


# অন্য প্রান্ত: বারযাখ এবং তারও পর

## মূল: শাইখ ড. উমার সুলাইমান

### অনুবাদ: এভরিডে মুসলিমাহ লার্নিং

# প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে এ সিরিজ শুরু করার তৌফিক হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। কিভাবে, কেন এই সিরিজ?

রমাদান ১৪৪৬ হিজরি তে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হঠাৎ করে কিভাবে যেন The Other Side; Barzakh and Beyond সিরিজটি সামনে নিয়ে আসেন। সিরিজটি দেখতে গিয়ে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জানার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ যা আমার চিন্তার জগতকে নাড়া দিয়ে যায়। তখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করছিলাম এই সিরিজের বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। সিরিজের কথাগুলো মানুষ বাংলা ভাষায় জানুক।

কিভাবে কি হবে তখনও জানতাম না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এজন্য দুআ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সিরিজটি মূলত ইয়াকিন ইন্সটিটিউট এর। তাদের ওয়েবসাইট এ গিয়ে দেখলাম সিরিজের কিছু তথ্য লিখিত আকারে আছে আলহামদুলিল্লাহ। তবে সবগুলো পর্বের নেই। যতটুকু আছে ততটুকু সেখান থেকে নিয়েই এই অনুবাদ এর কাজ শুরু করা আলহামদুলিল্লাহ। সিরিজে শায়েখ বলেছিলেন এ সম্পর্কে অন্যদের জানাতে। এজন্য সাথে ডিসকাশন গাইড তাদের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদের কাজগুলোকে কবুল করুন। আরো অনেক বারাকাহ দান করুন। সকল আলেম উলামাদের দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করুন। তাকওয়াবান ও অগ্রগামী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

এই সিরিজ চলাকালীন সময়ে ১৭ রমাদান, ১৪৪৬ হিজরিতে আমার এক ভাতিজি মারা যায়। মেয়েটা আমার অনেক ছোট। ছোটবেলায় একসাথে খেলেছি, কোলে নিয়েছি। অথচ সে আমার আগেই আখিরাতে চলে গেলো। মৃত্যুর সময় মেয়েটা রোজা অবস্থায় ছিল। তার রোজা ভাঙ্গতে হয়নি। ডাক্তারের কাছে নেয়ার পরে ওষুধ খেতে দিলে রোজা ভাঙ্গতে হতো, সে সুযোগ হয়নি। তার সর্বশেষ আমল ছিল নামাজ। খুব সম্ভবত ওযু অবস্থায় ছিল। আল্লাহ ভাল জানেন। উত্তম মৃত্যুর লক্ষন তার মৃত্যুতে ছিল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। আমিন।

মৃত্যু কত নিকটে। রামাদানের শুরুতেও মেয়েটা সবার সাথে ছিল অথচ রামাদান শেষ পর্যন্ত হায়াত পেলো না। এটাই হলো হায়াতের জিন্দেগীর বাস্তবতা। প্রতিটা মুহূর্ত চলে যাচ্ছে মানে আমার হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার সময় ততই ফুরিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার দরজা গুলো ততই বন্ধ হচ্ছে। আমি কত বেখবর। আমরা কত বেখবর। আল্লাহুম্মাগফিরলি।

রমাদান কি সেটা মৃত্যুর পরে বুঝতে পারব আমরা। ইয়া রব, আপনি মাটির উপরে থাকতেই রমাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রমাদান শেষ করার তৌফিক দিন, রমাদানের হক আদায় করার তৌফিক দিন। রামাদানে নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার সুযোগ দিন। আগামী রামাদানে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে পৌঁছে দিন। রামাদানের হক আদায় করার তৌফিক দিন।

রামাদানের শুরুতেও কি মেয়েটা জানতো যে ও রামাদান মাস টা শেষ ও করতে পারবে না? আমি কি পারব রামাদানের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে যার গুনাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মাফ করে দিবেন? আমরা কি পারব? ইয়া রব! আপনি মাফ করুন আমাদের গাফেলতিগুলো। আপনি মাফ করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।তার কবরের আযাব মাফ করে দিন।তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন। কবরের সওয়াল জবাব সহজ করে দিন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে ওর জন্য দুআ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই সিরিজের মাধ্যমে একটা বিষয় জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের বারঝাখের দুনিয়ায় আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। যাদের জন্য আমরা দুআ করি, যারা আমাদের জন্য দুআ করেন তাদের প্রত্যেকের সাথে বারঝাখের দুনিয়ার দেখা হবে। সিরিজটা লিখিতভাবে আনার ইচ্ছা তখন আরো বেড়ে যায়।

কবরবাসীর জন্য দুআ করলে তারা সেই দুআর প্রভাব খুব ভাল ভাবে বুঝতে পারে। তাদের কাছে এই দুআ গিফট আকারে প্রেজেন্ট করা হয়। দুনিয়ার যেকোন দামী গিফট এর চেয়েও দামী গিফট হলো কবরবাসীর জন্য দুআ করা। সুবহানাল্লাহ।

এ নিয়ে একটা পর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যখন জানার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকেই আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরছিল। আমি খুব করে জানতে চাই আমার এই ভাতিজি যখন মারা গেলো, আমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যে তার জন্য দুআ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ, এর মাধ্যমে তার সাথে কি হয়েছিল। আমি খুব করে জানতে চাই আমার ভাতিজির সাথে আমার যেদিন দেখা হবে সেটা বারঝাখের দুনিয়ায় হোক বা স্বপ্নে, যখনই হোক আমি জানতে চাই আমার দুআর কারনে আমার ভাতিজির সাথে কি হয়েছিল। আমার আল্লাহর প্রতি প্রবল সুধারনা যে আমার, আমাদের দুআর কারনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমার সেই ভাতিজি সহ সকল কবরবাসীকে যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের অনেক ভাল রেখেছেন।

আমার, আমাদের ভাল কাজগুলোকে আল্লাহ পাক আমার নিজের কবরসহ যার দিকে আমি সহ আমরা প্রত্যেকেই খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের প্রত্যেক কবরবাসীকে পৌঁছে দিন। যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের কবরকে আপনি নূরে পূর্ন করে দিন।

যারা জীবিত, আমাকে চিনেন বা আমার সাথে সম্পর্কিত তাদের প্রত্যেককে আপনি মর্যাদাবান করে দিন। এই মর্যাদা অবশ্যই যেন হিদায়ত এর সাথেই হয়। আমার যত উস্তাদ আমাকে ইলম শিক্ষার জন্য লেখার মাধ্যমে বা দারসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন (যাদের লেখা পড়েছি, পড়ছি এখনো কিতাবে বা বিভিন্ন মাধ্যমে, যাদের কাছ থেকে সরাসরি আল্লাহ পাক শেখার তৌফিক দিচ্ছেন তারাই আমার উস্তাদ। তারা নির্দিষ্ট সংখ্যক না, বরং অগণিত) তাদের প্রত্যেককেই যেন আল্লাহ পাক এই ভাল কাজের নেকী পৌঁছে দেন। তাদেরকে এবং তাদের পরিবারকে মর্যাদাবান করুন। তাদের ভুল ত্রুটি আল্লাহ পাক রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে তাদেরকে শুধরানোর তৌফিক দিন। আগে আল্লাহ পাক আমার নিজেকে,আমার পরিবারকে শুধরানোর তৌফিক দিন। আমিন।

সিরিজের একটা পর্বে কুরআন নিয়ে কিছু অন্তর নাড়িয়ে দেয়ার মত কথা আছে। এই কুরআন আমাদের দুনিয়ার সর্বোত্তম বন্ধু, কবরের ও সর্বোত্তম বন্ধু। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এই কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাত থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে কবরেও। কবরেও এই কুরআন তাকে একা ছেড়ে যাবে না। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

এই সিরিজ আমার রবের তরফ থেকে এবার আমার জন্য রমাদানের গিফট ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই গিফট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তৌফিক অনুসারে সবার জন্য একমাত্র আল্লাহ পাক এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই উন্মুক্ত করা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদ নিয়ে কিছু কথা। এখানে অনেক ভুল আছে, থাকতে পারে। শরয়ী সম্পাদনা সহ আরো কোন কিছু যদি করার প্রয়োজন থাকে সেসবের কোনকিছুই করা সম্ভব হয়নি। ভুল ত্রুটি আল্লাহ পাক মাফ করুন। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যে ভাষায় মূল সিরিজটি সে ভাষায় যদি কভার করতে পারেন সেটা সবচেয়ে ভাল। অনুবাদ আর মূল বিষয় কখনোই একই ধরনের হয়না। এ বিষয় টা এ সিরিজের কারনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যে কুরআন পড়ি, কুরআনের অনুবাদ পড়ি সেটা উপলব্ধি করা এক ধরনের বিষয়। আর যে আরবি ভাষা জানে, বুঝতে পারে তার উপলব্ধি যে কোন পর্যায়ের হবে সুবহানাল্লাহ। এজন্য কুরআন যে ভাষায় নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ আরবিতে আমাদের সেই ভাষা শেখার প্রতি মনযোগী হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ পাক আমাকে সহ আমাদের সবাইকে কুরআনের ভাষা শেখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে।

আমাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন সবার নিকট উপকারী বিষয় পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করেন,আফিয়াহ দান করেন, বদ নজর থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই ভুল ত্রুটিপূর্ন টুটাফাটা প্রচেষ্টা কবুল করে নেন, আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আস্তাওদিউল্লাহ। আস্তাওদিয়ুল্লাহ অর্থ আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার লক্ষ্যে সোপর্দ করা। আমিন। ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

EVERYDAY MUSLIMAH
LEARNING
LET'S LEARN TOGETHER

তারিখ: ১৩ জিলহজ্জ,১৪৪৬ হিজরি || ৯ জুন,২০২৫
Everyday Muslimah Learning

# সূচীপত্র

পর্ব ১ কবরের মধ্যে মৃতরা জীবিত
পর্ব ২ তারা আপনার জগৎ সম্পর্কে জানে
পর্ব ৩ আপনার হয়ত আরেকটি নাম আছে
পর্ব ৪ আমার স্বপ্ন গুলো আসলে কি বুঝায়
পর্ব ৫ স্বপ্নে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখার উপায়

পর্ব ৬ আল্লাহ কি আপনার সাথে কথা বলছেন?
পর্ব ৭ আপনার সত্যিই কতগুলো জীবন আছে?
পর্ব ৮ মৃত্যুর অনুভূতি
পর্ব ৯ গাজার আল্লাদের। সাথে যখন আপনার দেখা হবে
পর্ব ১০ নির্দোষ শিশুদের কি হবে?

পর্ব ১১ কিভাবে কবর বড় হবে?
পর্ব ১২ এখন আপনি উড়তে পারেন
পর্ব ১৩ আল্লাহ কি আপনাকে এই তালিকায় রেখেছেন?
পর্ব ১৪ কবরের শাস্তি থেকে বাঁচায় এমন কাজসমূহ
পর্ব ১৫ আমরা আপনার নষ্ট করা জিনিস ঠিক করব না

পর্ব ১৬ আপনার জবানের দিকে খেয়াল রাখুন
পর্ব ১৭ এটা কি এত বড় ব্যাপার ছিল? আপনার ওযু গুরুত্বপূর্ণ
পর্ব ১৮ সুদ ও ঋন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন
পর্ব ১৯ যিনার বহু রূপ
পর্ব ২০ কুরআন যখন আপনার কবরে উপস্থিত হবে

পর্ব ২১ আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা
পর্ব ২২ কষ্টের মাঝে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা: জান্নাতের উচ্চ স্তরের চাবিকাঠি
পর্ব ২৩ আপনার প্রিয়জনেরা আপনাকে কখনো ছেড়ে যান নি
পর্ব ২৪ বারযাখে আপনার সঙ্গী নির্বাচন
পর্ব ২৫ বারযাখ: মানুষের সাথে অদৃশ্য সংযোগ
পর্ব ২৬ দোয়া ও ভালো কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব
পর্ব ২৭ লাইলাতুল কদর আকাশমণ্ডল ও কবরে
পর্ব ২৮ আপনার তাহাজ্জুদ আপনাকে জান্নাত এনে দিয়েছে
পর্ব ২৯ প্রত্যেকেরই আফসোস থাকবে
পর্ব ৩০ বারযাখ: জীবনের শেষ নয়, নতুন শুরুর প্রবেশদ্বার

# কবরের মধ্যে মৃতরা জীবিত | পর্ব ১

আপনার দৈনন্দিন জীবনের পৃষ্ঠতলের নিচে লুকানো রয়েছে অদৃশ্য বাস্তবতার স্তর: গায়েব, বারযাখ এবং আখিরাত। আপনার প্রতিটি কাজ এবং কর্ম এই রাজ্যগুলির মাধ্যমে তরঙ্গায়িত হয়, আপনার ভবিষ্যতকে ছায়া বা আলো, পুরস্কার বা শাস্তি দিয়ে পূর্ণ করে। আপনার নামাজের প্রতি নিষ্ঠা কি আপনার কবরে বাগান ফোটাবে, নাকি কুরআন পরিত্যাগ আপনার সমাহিত আত্মাকে চূর্ণ করবে? আপনি কি নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করেছেন নাকি শয়তান এবং আপনার আকাঙ্ক্ষার কাছে? ড. ওমর সুলেইমানের সাথে যোগ দিন এবং আপনার জীবন্ত আত্মা এবং অদৃশ্য জগতের মধ্যে গভীর সংযোগ আবিষ্কার করুন।

আমাদের প্রিয়জনরা মারা গেলে কী ঘটে? কবরে এবং এর চারপাশের জগতে আপনার জীবন কেমন হবে? যাদের আমরা কবর দিয়েছি তারা আসলে মৃত নয়। তারা বারযাখে প্রবেশ করেছে, একটি সমান্তরাল অস্তিত্ব যেখানে এখন আপনার মতোই জীবিত মানুষ রয়েছে। দুনিয়ায় তাদের কাজকর্মের দ্বারা তাদের জীবনের সবকিছু নির্ধারিত হয়। তারা কি আশীর্বাদপ্রাপ্ত নাকি দুর্ভাগা? সুখী নাকি আতঙ্কিত? এটা তাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে, এবং যা আমরা প্রতিদিন করি।

অন্য প্রান্তে দেখা হবে। আপনি নিশ্চিত? কোথায় যাচ্ছেন? এবং আমি কীভাবে জানব যে আমি সেখানে পৌঁছাব? ওপাশের জগৎ কেমন? আপনি কি আমাকে এটি সম্পর্কে বলতে পারেন? সেখানকার লোকেরা কি আমাকে চেনে? আপনি কি আমার বাড়ি দেখেছেন? আমাকে কি ধার্মিক না পাপিষ্ঠদের মধ্যে গণ্য করা হয়? আমার চারপাশে এখন যা আছে তার মধ্যে কোনটা বাস্তব? এখানে আপনি যে জগতে আছেন এবং একই সাথে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান যা আপনি দেখতে পান না, তবে এটি আপনাকে দেখে। আল্লাহ, ফেরেশতা এবং অদৃশ্যের অন্যান্য উপাদান আপনাকে দেখছে। এবং আপনার চারপাশের জিনিসগুলি তাদের চেহারার চেয়ে গভীর এবং সম্ভবত আপনার চেয়ে সেই জগৎকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এবং আপনি কেবল এক ধাপ দূরে। এটি একটি মৌলিক সত্য দিয়ে শুরু হয়। যাদের আমরা কবর দিয়েছি তারা আসলে মৃত নয়। তারা বারযাখে প্রবেশ করেছে, একটি সমান্তরাল অস্তিত্ব যেখানে এখন আপনার মতোই জীবিত মানুষ রয়েছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ সবুজ পাখি দেখছে যা শহীদদের দেহে ছিল তাদের উপর দিয়ে উড়ছে। অন্যরা রক্তের নদীতে ডুবে যাচ্ছে। কেউ কেউ কয়েক দশক ধরে মৃত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুন্দর বাড়িতে বসবাস করছে। অন্যরা বহু মাথাওয়ালা পশুদের দ্বারা ভক্ষিত হতে ব্যস্ত। তাহলে এই জগৎটি কী? এবং আমরা এতে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্কে কী জানি? এবং সেই জগৎ সম্পর্কে জানা আমাদের আজকের পৃথিবীতে কীভাবে সাহায্য করতে পারে যা আমরা এখন বাস করি? এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত যাত্রায় এর অর্থ কী?

কয়েক শতাব্দী আগে, ইরাকের কুফার কাছে মরুভূমিতে একজন সৈনিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং সে শহরের কেন্দ্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। এবং সে যখন শহর খোঁজার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন সে তার সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের একজন ইব্রাহিম ইবনে আদহামের সাথে দেখা করে, কিন্তু সে জানত না সে কে।

তাই সে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি দাস? ইব্রাহিম বলেন, হ্যাঁ। সে বলে, যা ভাষাগতভাবে বোঝায়, শহরের বাসস্থান কোথায়? সবাই কোথায় আছে? তাই ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বললেন, আমার অনুসরণ করুন। এবং তারপর সে তাকে একটি কবরস্থানে নিয়ে যায়। এবং লোকটি বলল, আমি আপনাকে শহরের বাসস্থানে নিয়ে যেতে বলেছিলাম। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বললেন, এটা এখানেই। এবং সে আবার কবরস্থানের দিকে ইঙ্গিত করল। তাই লোকটি শেষ পর্যন্ত তার মাথায় আঘাত করে এবং লোকেরা ছুটে এসে বলে, আপনি কী করছেন? ইনি ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। সে বলল, কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে দাস কিনা, যেন তার কাজ ঠিক ছিল। তাই তারা ইব্রাহিম ইবনে আদহামকে বলল, হে আমাদের শিক্ষক, আপনি কেন তাকে বলেননি আপনি কে? তিনি বললেন, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি দাস কিনা, তবে সে বলেনি কার, মানে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দাস। তারা বলল, যখন সে আপনাকে আঘাত করেছিল, তখন আপনি কী বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য জান্নাতের দোয়া করেছি। তারা বলল, আপনি কেন তা করলেন? তিনি বললেন, কারণ আমি জানতাম তার কারণে আমি পুরস্কৃত হব এবং আমি চাইনি আমার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। তারা বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আপনি তাকে প্রথমে কবরস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? সে আপনাকে আল-ইমরান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল শহরের কেন্দ্র কোথায়। এবং ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে লোকেরা যখন তাদের কবরে চলে যায়, তখন তারা সেখানে স্থায়ী হয়, কিন্তু সেখান থেকে কেউ এখানে ফিরে আসে না। মানে কবরস্থানই প্রকৃত জীবিতদের স্থান।

তারা বলে যে সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি হল এক ধাপ এগিয়ে থাকা। ধার্মিক পূর্বসূরীদের জন্য, গোপন চাবিকাঠি ছিল এক ধাপ এগিয়ে থাকা। তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিল, পরবর্তী জীবনে বসবাস করতে। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের কবরের কাছে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারতাম যে তাদের এখন কেমন লাগছে?

জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একটি বর্ণনায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, অতীতে বনী ইসরাইলের একটি দল ভ্রমণ করছিল, এবং তারা যখন ভ্রমণ করছিল, তখন তারা একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যায়। এবং তারা যখন সেখানে পৌঁছায়, তখন তারা একে অপরকে বলে, আসুন আমরা দুই রাকাত সালাত আদায় করি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই লোকদের মধ্যে কিছু লোককে ফিরিয়ে আনেন যাতে তারা আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে এবং কবরের জীবন সম্পর্কে বলতে পারে। তাই তারা সবাই দুই রাকাত সালাত আদায় করে, এবং তারপর তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এবং ঠিক তার

পরেই, এই লোকটি কবর থেকে উঠে ধুলো ঝেড়ে ফেলে। এবং সে বলে, হে লোকেরা, তোমরা কেবল এটাই দেখলে। আমি একশ বছর আগে মারা গেছি, এবং আমার মৃত্যুর মুহূর্তের উত্তাপ এখনও ঠান্ডা হয়নি। তাই তোমরা কি আল্লাহকে আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে বলতে পারো?

আসল কথা হল, আমাদের মৃত্যুর বাস্তবতা এবং আমরা সবাই একদিন বারযাখে শেষ হব তা বলার জন্য মৃতদের দরকার নেই। এবং পৃথিবীর বুকে হেঁটে যাওয়া এবং মারা যাওয়া প্রতিটি আত্মাই এখন সেখানে রয়েছে। একটু চিন্তা করুন। এখন, পৃথিবীর বিশ্ব জনসংখ্যা প্রায় আট বিলিয়ন মানুষ। কিন্তু বারযাখে, আমরা প্রায় ১১৭ বিলিয়ন মানব আত্মার অনুমান নিয়ে কথা বলছি। এবং যেহেতু নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব, তাই আল্লাহ যখন বলেন, এবং তাদের মধ্যে অনেক মানুষ এবং জাতি। তোমরা সেখানে কত বছর বাঁচবে? বিচার দিবস পর্যন্ত। এর মানে হল, মানবতার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই পৃথিবীতে থাকার চেয়ে বারযাখে দীর্ঘ জীবন যাপন করবে। এবং আপনি আগামীকাল সেখানে চলে যেতে পারেন এবং সেখানে এক হাজার বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করতে পারেন।

এটিকে বারযাখের জীবন বলা হয় একটি কারণে। আপনার একটি পূর্ণ জীবন আছে, আপনার পরিবার আছে, বন্ধু আছে, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু আছে, আপনার একটি বাড়ি আছে এবং আপনার প্রতিবেশী আছে, আপনার খাদ্য এবং পানীয় আছে এবং এমনকি সেই জগতে নিজস্ব প্রাণীও রয়েছে। জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেখানে রয়েছে, তবে এর নিজস্ব অনন্য মাত্রা এবং সময় এবং স্থান রয়েছে। তাই এটি দুনিয়ার মতো নয় যে আপনি বৃদ্ধ হন, বা জান্নাতের মতো নয়, যেখানে আমরা সবাই একই বয়সের। আপনি দৃশ্যত একবারে দুটি জায়গায় থাকতে পারেন, অথবা অন্তত অসাধারণ গতিতে তাদের মধ্যে স্থানান্তর করতে পারেন।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ভাবুন, এক মুহূর্তে মসজিদুল আকসায় নবীদের ইমামতি করছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাত আসমান জুড়ে তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলছেন। আপনি যদি এক মুহূর্তে আপনার কবরে থাকতে পারতেন, এবং পরের মুহূর্তে আল্লাহর আরশের নীচে থাকতে পারতেন? দেখুন, আপনি যত বেশি ধার্মিক হবেন, তত বেশি পরিসর আপনার থাকবে সেই জগতে আপনার পছন্দ মতো প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বারযাখ এখন ঘটছে। মুসা এবং ফেরাউন সেই জগতে জীবিত আছেন বলে ভাবুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাকে তার কবরে একা নামাজ পড়তে দেখেছেন। লোকেরা যখন মুহূর্তটি সম্পর্কে পড়ে, তখন তিনি নীল নদের দোলনায় একা ছিলেন। তারপর আমরা যখন ফেরাউনকে এখানে আগুনের গর্তে লোকদের নিক্ষেপ করার কথা পড়ছি, তখন আল্লাহ তাকে সেখানে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করছেন। এই সব আমাদের সামনে যা আছে তার মতোই বাস্তব। এবং যদিও আমরা এখনও শারীরিকভাবে এটি উপলব্ধি করতে পারি না, তবে বারযাখের সমৃদ্ধ মাত্রাগুলির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে

বারযাখের এই প্রবেশদ্বারগুলি রয়েছে। আমরা কখনও কখনও ঘুমের মাধ্যমে আমাদের স্বপ্নে এতে প্রবেশ করতে পারি। এবং যখন আমরা জেগে থাকি, তখন কবর আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে নতুন বাস্তবতার জগতের এই দরজার মতো, যা আপনার বর্তমান বাস্তবতায় পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হওয়ার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এবং আমরা সবাই এই মাত্রায় প্রবেশ করা থেকে মাত্র একটি মুহূর্ত দূরে।

ইমাম হাসান আল-বসরি আমাদের সবার সম্পর্কে বলেছেন, হে আদম সন্তান, তুমি কিছু দিনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নও। যখনই একটি দিন চলে যায়, তখন তোমার একটি অংশ চলে যায়। আমাদের অত্যাচারীদের জন্য, আমরা এটাও মনে রাখি যে তারাও কিছু দিনের সমষ্টি। আল্লাহ বলেন, তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। নিশ্চয়ই, আমরা তাদের দিনগুলো গুনে রাখছি। ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর মানে হলো আমরা এই জীবনে তাদের প্রতিটি শ্বাস গুনে রাখছি। এবং যখন আপনি সেই জগতে জেগে উঠবেন, তখন আপনি কি সত্যিই জানেন আপনি কোন বিভাগে থাকবেন?

আপনি কি শহীদদের সাথে উড়বেন যারা আল্লাহর জন্য একটি পুরো জীবন উৎসর্গ করার কারণে আর কখনও ব্যথা অনুভব করে না? নাকি আপনি পৃথিবীতে যে জীবনগুলোকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন তার জন্য অত্যাচারীদের সাথে ব্যথায় পঁচে যাবেন? আপনি কি আন্তরিক বিশ্বাসীদের সাথে একত্রিত হবেন যারা সত্যিই শান্তি এবং আনন্দে বিশ্রাম নিচ্ছে এবং একটি বৃহত্তর আনন্দের প্রত্যাশায় আছে? নাকি আপনি অবিশ্বাসীদের এবং কপটদের সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির পূর্বরূপ দেখবেন? নাকি আপনি ভালো এবং মন্দের মিশ্রণে ত্রুটিযুক্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে কোথাও আছেন যারা সেখানে আপনার পাপের জন্য মূল্য পরিশোধ করবে বা আশা করবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ক্ষমা করবেন? এই স্টেশনেই সবকিছু স্পষ্ট করা হবে।

যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন তিনি কাঁদতেন যতক্ষণ না তার দাড়ি ভিজে যেত। এবং তাকে বলা হয়েছিল, যখন জান্নাত এবং জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন আপনি এভাবে কাঁদেন না। কিন্তু যখন আপনি একটি কবরের পাশে দাঁড়ান, তখন আপনি এত কাঁদেন কেন? তিনি বলেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই কবর হল আখিরাতের প্রথম স্টেশন। যদি এটি ভালো হয়, তবে এর পরে সবকিছু আরও ভাল হবে। এবং যদি এটি খারাপ হয়, তবে এর পরে সবকিছু আরও খারাপ হবে। এবং আমি কবরের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু দেখিনি। কিন্তু কবরকে শুধু ভীতিজনক অজানা জায়গা হতে হবে এমন না। এটি বিশ্রাম এবং পুরস্কারের জায়গাও হতে পারে। কিছু লোকের জন্য কবর হলো বিশ্রামের জায়গা।

মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একজন মুমিনের জন্য তার কবরের চেয়ে ভালো কোনো ঘর নেই। তিনি এই দুনিয়ার বিষয় বা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এবং আমাদের মধ্যে যারা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের উৎস কাউকে হারিয়েছে, তাদের জন্য কবর

এমন একটি জায়গা হতে পারে যেখানে আমরা অবশেষে আমাদের প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হতে পারি।

উসমান ইবনে সাওদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তার মা রাহিবা রাহিমাহুল্লাহ, যিনি একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন, তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর সময় তাকে বলেছিলেন, আমার পুত্র, জীবন বা মৃত্যুতে আমাকে পরিত্যাগ করো না। এবং তাই তিনি তার বাড়িতে যেতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। এবং তারপর তিনি তাকে স্বপ্নে দেখেন যেখানে তার মা সুন্দর দেখাচ্ছে এবং রেশমী পোশাক এবং সুগন্ধির এই অন্তহীন উপহার পাচ্ছেন। এবং তারপর তিনি স্বপ্নে তার দিকে ফিরে বলেন, আপনি যখন আমার কবর জিয়ারত করতে আসেন তখন আমি আপনাকে পেয়ে আনন্দিত হই। তাই আমার জিয়ারত করা বন্ধ করবেন না। কিন্তু এখন, আপনার কবর সম্পর্কে চিন্তা করুন, যা আপনি একদিন জিয়ারত করবেন এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করবেন। সেই কবরটি দেখতে কেমন? এর অনুভূতি কেমন? এর গন্ধ কেমন?

যখন আবদুল্লাহ ইবনে গালিব রাহিমাহুল্লাহ মারা যান, তখন তাকে দাফনের ঠিক পরেই তার কবর থেকে আশ্চর্যজনক গন্ধ বের হয়। তারপর তাকে স্বপ্নে দেখা যায় এবং সেই গন্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এবং তিনি বলেন, এটি ছিল আমার তেলাওয়াতের শ্বাস এবং আমার তৃষ্ণা। তাই যখন আপনি রমজান শুরু করেন, তখন আমি চাই আপনি আপনার রোজা রাখার শ্বাস দিয়ে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার কবর শ্বাস নিচ্ছে। এটি একটি নির্মাণাধীন বাড়ি এবং এমন একটি বাস্তবতার দরজা যার দিকে বেশিরভাগ মানুষ মনোযোগ দেয় না, যদিও এটি একেবারে অনিবার্য। তাহলে আপনার অন্য দিকটি কেমন দেখাচ্ছে? আপনি কী তৈরি করেছেন যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে? এবং আমরা পৃষ্ঠের নীচে কী উত্তর পাব যা আমাদের উপরের নিষ্ঠুর বিশ্বকে কিছুটা বোধগম্য করার জন্য যথেষ্ট স্পষ্টতা দেবে?

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) বর্ণিত আছে যে, একদিন ইব্রাহিম ইবনে আদহাম মরুভূমিতে বের হলে এক সৈনিকের সাথে তার দেখা হয়। সৈনিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি দাস?" ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" সৈনিক আবার জিজ্ঞাসা করল, "নিকটতম বসতি কোথায়?" ইব্রাহিম একটি

কবরস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "সেখানে।" বিরক্ত হয়ে সৈনিক বলল, "আমি বসবাসের জায়গার কথা বলেছি!" ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "এটিই প্রকৃত বাসস্থান।" তার জবাবে ক্ষুব্ধ হয়ে সৈনিক তাকে চাবুক দিয়ে মাথায় আঘাত করে আহত করে এবং তাকে শহরে ফেরত পাঠায়। ইব্রাহিম প্রবেশ করলে তার সঙ্গীরা তার আঘাত দেখে জিজ্ঞাসা করল কী ঘটেছে। সৈনিক যা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করল, এবং তারা তাকে বলল, "এই ইব্রাহিম ইবনে আদহাম!" নিজের ভুল বুঝতে পেরে সৈনিক তৎক্ষণাৎ নেমে ইব্রাহিমের হাত ও পা চুম্বন করে ক্ষমা চাইতে শুরু করল। পরে কেউ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কেন বললেন, 'আমি একজন দাস'?" তিনি জবাব দিলেন, "সে জিজ্ঞাসা করেনি, 'আপনি কার দাস?' সে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি দাস?' তাই আমি সত্য উত্তর দিয়েছিলাম—হ্যাঁ, আমি আল্লাহর দাস।" তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আর যখন সে তোমাকে আঘাত করল, তখন তুমি কী করলে?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য জান্নাত প্রার্থনা করেছি।" লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সে যখন তোমার ক্ষতি করল, তখন তুমি তার জন্য কীভাবে প্রার্থনা করলে?" ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "কারণ আমি জানতাম যে সে আমার যে ক্ষতি করেছে তার জন্য আমি পুরস্কৃত হব, তাই আমি চাইনি তার অংশ আমার কাছ থেকে ভালো হোক, আর আমার অংশ তার কাছ থেকে মন্দ হোক।" [আল-গাজ্জালী, ইহয়া উলুম আদ-দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৭০]

২) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বনী ইসরাইলের কাছ থেকে বর্ণনা কর, এতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ তাদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল।" তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গল্প বলতে শুরু করলেন, বললেন: "বনী ইসরাইলের একটি দল একবার বের হয়ে তাদের একটি কবরস্থানের কাছে এসে পৌঁছাল। তারা বলল, 'আমরা দুই রাকাত সালাত আদায় করি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে মৃতদের মধ্য থেকে একজন মানুষকে বের করে আনার জন্য প্রার্থনা করি, যাতে আমরা তাকে মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।' তাই তারা তাই করল। তারা যখন এতে মশগুল ছিল, তখন হঠাৎ একজন মানুষ একটি কবর থেকে মাথা তুলল। সে ছিল কালো বর্ণের এবং তার চোখের মাঝখানে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, 'হে লোকেরা! তোমরা আমার কাছে কী চাও? আমি একশ বছর আগে মারা গেছি, কিন্তু মৃত্যুর উত্তাপ এখনও আমার থেকে দূর হয়নি। সুতরাং, আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাকে আগের মতো ফিরিয়ে দেন।" [ইমাম আহমদ, আজ-জুহদ, নং ৮৮]

৩) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আকসায় নবীদের ইমামতি করেন, তারপর সাত আসমান জুড়ে তাদের সাথে কথা বলেন। [সহীহ মুসলিম #১৭২]

৪) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আকসায় নবীদের ইমামতি করেন, তারপর সাত আসমান জুড়ে তাদের সাথে কথা বলেন। [সহীহ মুসলিম #১৭২]

৫) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  মুসাকে তার কবরে একা নামাজ পড়তে দেখেন। [সহীহ মুসলিম #২৩৭৫]

৬) হাসান আল-বসরি আমাদের সম্পর্কে বলেছেন: "হে আদম সন্তান, তুমি কিছু দিনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নও। যখনই একটি দিন চলে যায়, তখন তোমার একটি অংশ চলে যায়।" [আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া]

৭) তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। নিশ্চয়ই আমি তাদের দিনগুলো গুনে রাখছি। [কুরআন, ১৯:৮৪]

৮) ইবনে আব্বাস বলেছেন: আমরা এই জীবনে তাদের প্রতিটি শ্বাস গুনে রাখছি। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

৯) উসমান ইবনে আফফান যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন তিনি কাঁদতেন যতক্ষণ না তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হলো, "আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করেন এবং কাঁদেন না, কিন্তু আপনি এর কারণে কাঁদেন?" তিনি বললেন: "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন, 'নিশ্চয়ই, কবর হলো আখিরাতের প্রথম স্তর। যদি কেউ এখান থেকে রক্ষা পায়, তবে এর পরে যা আসবে তা তার জন্য সহজ হবে। যদি কেউ এখান থেকে রক্ষা না পায়, তবে এর পরে যা আসবে তা তার জন্য কঠিন হবে। আমি কবরের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু দেখিনি।" [জামি' আত-তিরমিযী #২৩০৮]

১০) মাসরুক বলেছেন: "একজন মুমিনের জন্য তার কবরের চেয়ে ভালো কোনো ঘর নেই। তাকে দুনিয়ার বিষয় বা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।" [ওয়াকী ইবনে জাররাহ, কিতাব আজ-জুহদ]

১১) উসমান ইবনে সাওদা বলেছেন যে, তার মা রাহিবা, যিনি একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন, মৃত্যুর সময় আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন: "হে আমার চূড়ান্ত ধন এবং আমার একমাত্র প্রকৃত সঞ্চয়! হে তিনি, যার উপর আমি জীবন ও মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণ আস্থা রাখি! মৃত্যুর মুহূর্তে আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, এবং আমার কবরের মধ্যে আমাকে একা ছেড়ে যাবেন না।" তারপর, তিনি মারা যান। উসমান বলেন: "আমি প্রতি শুক্রবার তার কবর জিয়ারত করতাম, তার জন্য এবং কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। একদিন রাতে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখি এবং জিজ্ঞাসা করি, 'হে আমার মা, আপনি কেমন আছেন?' তিনি জবাব দিলেন: 'হে আমার পুত্র, মৃত্যু সত্যিই একটি কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু, আল্লাহর অনুগ্রহে, আমি এখন বারযাখের একটি আশীর্বাদপূর্ণ অবস্থায় আছি, যেখানে আমরা সুগন্ধি তুলসীর উপর হেলান দিয়ে থাকি এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত রেশম ও ব্রোকেডের উপর বিশ্রাম করি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কিছু প্রয়োজন?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ। তুমি যা করছ তা বন্ধ করো না—আমাদের জন্য তোমার জিয়ারত এবং প্রার্থনা। কারণ প্রতি

শুক্রবার যখন তুমি আমাদের জিয়ারতের জন্য তোমার বাড়ি থেকে বের হও, তখন আমি সুসংবাদ পাই। আমাকে বলা হয়: "হে রাহিবা, তোমার পুত্র তোমাকে দেখতে আসছে।" এটি আমাকে আনন্দ দেয় এবং আমার চারপাশের মৃতদের আনন্দ দেয়।" [ইবনে আল-জাওযী, সিফাত আস-সাফওয়া]

১২) যখন আবদুল্লাহ ইবনে গালিব (রাঃ) মারা যান, তখন তাকে দাফনের ঠিক পরেই তার কবর থেকে আশ্চর্যজনক গন্ধ বের হয়—তারপর তাকে স্বপ্নে দেখা যায় এবং সেই গন্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটি ছিল আমার তেলাওয়াতের শ্বাস এবং তৃষ্ণা। [ইবনে রজব, লাতাইফ আল-মা'আরিফ]

# তারা আপনার জগৎ সম্পর্কে জানে | পর্ব ২

আপনি কখনই একা নন। জীবনের এই মঞ্চে, দর্শক আপনার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। ফেরেশতারা উল্লাস করছে, শয়তানরা বিদ্রূপ করছে, অদৃশ্য প্রাণীরা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের সাক্ষী। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষক হলেন আল্লাহ। আমরা হয়তো এই জগতে মনোযোগ কামনা করি, তবে সত্যিকার অর্থে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমাদের চোখ যা দেখতে পারে তার বাইরে কে দেখছে।

ফেরেশতারা আপনার সম্পর্কে কী বলে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে কী ভাবেন? আপনার সম্পর্কে কোন খবর আগে চলে যাওয়া আত্মাদের কাছে পৌঁছায়? আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার সময় এসেছে—কারণ আপনার আত্মা সর্বদা প্রদর্শিত হচ্ছে।

সে শ্যুট করে, গোল করে, আর দর্শক আনন্দে ফেটে পড়ে। আপনি কি কখনো হাজার হাজার মানুষকে একটা বড় খেলার জন্য স্টেডিয়ামে জড়ো হতে দেখেছেন? ভাবুন তো, কীভাবে দর্শক তীব্র মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখে, মাঠের বা কোর্টের খেলোয়াড়দের প্রতিটি নড়াচড়ায় চিৎকার করে, উল্লাস করে বা বিদ্রূপ করে। আর যখন অসাধারণ কিছু ঘটে, যেমন শেষ মুহূর্তে বাজানো শট, তখন তারা আনন্দে ফেটে পড়ে, আপনার নামে স্লোগান দেয়। এটা তো সব বাচ্চার স্বপ্ন, তাই না? আপনি যদি খালি জিমে কাল্পনিক জয়সূচক শট মারেন, বা ধনী ও বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, বা সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত হয়ে বড় হন, আপনার পোস্টে লাইক ও মন্তব্য দেখে বৈধতা খোঁজেন, তবে এটা কোনো না কোনোভাবে মনোযোগের ব্যাপার। আমরা মনোযোগের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি। থেরাপিতে এই সাধারণ থিমটার কথা ভাবুন। "আমি দৃশ্যমান হতে চাই, আমি শোনা যেতে চাই, আমি অনুভূত হতে চাই।" কিন্তু কার দ্বারা? আর কীভাবে?

আমি যদি আপনাকে বলি যে, আপনার এমন দর্শক আছে, যার সাথে কোনো স্টেডিয়াম, সিনেমার পর্দা, বা সামাজিক মাধ্যমের অনুসরণকারীরা পাল্লা দিতে পারবে না? সবকিছু আপনাকে দেখছে, আপনার উপরে, চারপাশে, নিচে, আপনার বাইরে। আপনার আত্মা কোটি কোটি প্রাণীর দর্শককে নির্দেশ দেয়। আর আপনার পুরো পৃথিবী আসলে একটা মঞ্চ। হয়তো আপনি মন্তব্যগুলো বুঝতে পারেন না, কারণ আপনি আপনার দর্শককে দেখতে পান না।

আর এর কারণ হলো, আপনি মানুষ এবং আপনি এখনো দুনিয়ায় আছেন। মানুষ হিসেবে আমাদের উপলব্ধি আসলে আমাদের চারপাশের সৃষ্টির তুলনায় খুবই সীমিত। একটা ঈগলের কথা ভাবুন, যারা আমাদের চেয়ে ৮ গুণ ভালো দেখতে পারে, মানে তারা ৩ কিলোমিটার দূর থেকে একটা খরগোশ দেখতে পারে। মৌমাছিরা অতিবেগুনি আলোতে দেখতে পারে, যার মানে তারা ফুলের এমন নকশা দেখতে পারে, যা আমরা জানিও না। বিড়ালেরা মানুষের

শনাক্ত করার চেয়ে ৬ গুণ কম আলোতেও দেখতে পারে। আর হাঙররা ২৫ গ্যালন পানিতে এক ফোঁটা রক্তের গন্ধও শুঁকতে পারে। যদি আমরাও সেই প্রাণীদের মতো দেখতে, গন্ধ নিতে ও শুনতে পারতাম? আর নবী ﷺ যখন বলেন, "যখন তোমরা মোরগের ডাক শোনো, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, কারণ সেই মোরগ এইমাত্র একজন ফেরেশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শোনো, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ সেই গাধা এইমাত্র একজন শয়তানকে দেখেছে।" তিনি আরও বলেছেন, "এই সমস্ত প্রাণী কবরের শাস্তি শোনে, শুধু আমরা ছাড়া। আল্লাহ আমাদের দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছেন।"

আমি চাই আপনি ভাবুন, এখন যখন আমরা আমাদের স্ক্রিনে মৃত্যুর আর্তনাদ শুনি, তখন আমাদের কাজ করা কতটা কঠিন হয়ে যায়। কল্পনা করুন, যদি আমরা কবরস্থান থেকে মৃতদের প্রকৃত আর্তনাদ শুনতে পেতাম। ভাবুন, যদি আমরা আমাদের মৃত পরিবার ও বন্ধুদের চিৎকার শুনতে পেতাম, হয়তো তাদের কবর থেকে। আমরা সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যেতাম। আর আল্লাহর সেই দয়া শুধু বারযাখের জন্য নয়। আমরা কি সত্যিই সামাজিক পরিবেশে বসতে পারতাম, যদি আল্লাহ আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দিতেন, যাতে কেউ হাঁচি দিলে বাতাসে ভাসমান কণাগুলো দেখতে পেতাম? বা আমাদের চারপাশে পোকামাকড়ের মতো হামাগুড়ি দেওয়া ধুলোর মাইটগুলো দেখতে পেতাম? তাই আল্লাহ আমাদের তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য নিখুঁত ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, নিখুঁত রেজোলিউশনে। আর তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহর কাছে লজ্জা পাও, যেমন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের একজন ধার্মিক ব্যক্তির কাছে লজ্জা পাও।"

আপনি মানুষকে দেখতে পান এবং আপনি জানেন, যদি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ২৪/৭ ক্যামেরা নিয়ে আপনাকে দেখতেন, বা বিশেষ করে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতেন, তবে আপনি কতটা ভিন্ন আচরণ করতেন। কিন্তু আল্লাহ, যিনি যেকোনো ধার্মিক মানুষের চেয়ে মহান, তিনি সর্বদা আপনাকে দেখেন। আর তাই, যখন আপনি আপনার মঞ্চের দর্শকদের কথা ভাবেন, তখন আপনার অদৃশ্য দর্শকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহকে ভুলবেন না। ভিড়ের বাকি সবার আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকা উচিত। এখন এই মহান প্রদর্শনীতে আপনার শরীর বা আপনার ক্রীড়া দক্ষতা প্রদর্শিত হচ্ছে না। প্রদর্শিত হচ্ছে আপনার আত্মা এবং এটি কিসের দিকে ঝুঁকে আছে।

ভিড়ের মধ্যে ফেরেশতারা আছেন, যারা আপনাকে দেখছেন এবং উল্লাস করছেন, পাশাপাশি শয়তানরা আছেন, যারা আপনাকে বিদ্রূপ করছেন। হয়তো ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার একজন ভক্তও আছে, কিন্তু তাদের উল্লাস শুধু চিৎকার ও হাততালি নয়, বরং তারা আপনার জন্য ক্ষমার দোয়া করে। "আর তারা পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" তবে জ্বীনদের মধ্যেও প্রাণী রয়েছে, তাদের মধ্যে শয়তানও রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার ঠিক পাশেই জোরে কথা বলে, যা আপনি মোটেও শুনতে পান না। আর আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সে ও তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে, যেখান

থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।" আর সেই শয়তানরা শুধু বাইরে থেকে আপনাকে বিদ্রূপ করে না। আপনি তাদের কতটা প্রবেশাধিকার দেন, তার ওপর ভিত্তি করে তারা আপনার মধ্যে প্রবাহিত হয়। এটা আপনার জন্য এক নিরলস যুদ্ধ। আর আপনাকে প্রতিদিন সেই কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে রাখতে শিখতে হবে। দেখুন, আপনি যত বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্ধান করবেন, শয়তানের আওয়াজ তত কমে যাবে এবং আপনি ফেরেশতাদের প্ররোচনা শুনতে পাবেন।

সুবহানাল্লাহ, কল্পনা করুন মুহদাথ হওয়া, এমন একজন, যার সাথে ফেরেশতারা কথা বলে, যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যেখানে বেশিরভাগ মানুষ মুতাওয়াসওয়াস, যার মানে তারা ক্রমাগত শয়তানের ফিসফিসের শিকার হয়। কারণ আপনার সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম যেমন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তেমনি আপনার আত্মার অ্যালগরিদমও পরিবর্তিত হয়। তাই আপনি যদি আল্লাহর সন্ধান করেন, তবে আপনি সেই অনুযায়ী দেখতে ও শুনতে শুরু করবেন এবং এর বিপরীতও ঘটবে। আর তখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা শুধু ফেরেশতা ও শয়তান নয়। স্থলভাগে হাতি ও পিঁপড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত পুরো জগৎ আপনার ক্ষমার জন্য স্লোগান দেয়, যখন আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধান করেন। কিন্তু আল্লাহ যেমন বলেন, "তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না।" আপনি বুঝতে পারেন না কীভাবে তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে বা সম্ভবত কীভাবে তারা আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্যদিকে, আপনি এটাও বুঝতে পারেন না যে, আপনার কোনো পাপ বা পাপ করার ইচ্ছার কারণে ফেরেশতা থেকে শুরু করে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সবকিছু কীভাবে প্রাকৃতিকভাবে আপনার প্রতি বিরূপ হতে পারে।

এর মানে এই নয় যে, যে প্রাণী আপনাকে পছন্দ করে না, তারা আপনার পাপের ভিত্তিতে আপনাকে ঘৃণা করে। এর মানে হলো, বারযাখের মতো, যেখানে সবাই আপনার শরীরের বাইরে আপনার আত্মাকে দেখতে পায়, তেমনি এই পৃথিবীতেও অদৃশ্য উপাদান রয়েছে, যা আপনার আত্মার সাথে আপনার প্রাথমিক সংস্করণ হিসেবে যোগাযোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার আত্মার একটি গন্ধ আছে, যা অন্যান্য প্রাণীর কাছে নির্গত হয়।

সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ফেরেশতারা কীভাবে বোঝে যে, একজন মানুষের খারাপ বা ভালো উদ্দেশ্য আছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যখন একজন মানুষ ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন ফেরেশতারা তার থেকে কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করে। আর যদি সে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে, তবে তারা তার থেকে এই জঘন্য গন্ধ পায়। এমনকি পৃথিবীও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদেনি।"

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, মুমিনের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে, কারণ তারা ভালো প্রভাব রেখে যেত। তিনি বলেছেন, "পৃথিবী মুমিনের জন্য ৪০ দিন কাঁদে।"

অন্যদিকে, নবী ﷺ যখন মৃত্যুর পর মন্দ ব্যক্তির পৃথিবীর স্থান থেকে আসা দুর্গন্ধের বর্ণনা দেন, তখন তিনি আক্ষরিক অর্থে একটি কাপড় নিয়ে তার নাকের ওপর রাখেন, যাতে বোঝানো যায় সেই আত্মার গন্ধ কতটা খারাপ হবে। কিন্তু মুমিনের সুগন্ধ আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যেও কৌতূহল জাগাবে। তারা বলবে, এই সুন্দর গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

আর হ্যাঁ, তারাও পৃথিবীতে অত্যাচারের সাক্ষী। ইব্রাহিম ﷺ যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হন, তখন ফেরেশতারা কি আগুন নেভানোর আদেশের জন্য মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করেনি? আর এমনকি ব্যাঙগুলোও কি তাদের মুখে পানি নিয়ে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেনি? কিন্তু আল্লাহর একটি পরিকল্পনা ছিল, তিনি আগুনকে ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্ত হতে বলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি যে, ফেরেশতাদের ডানা আশ-শামের ওপর বিস্তৃত, যা বর্তমানে অত্যাচারের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল? আর ফেরেশতাদের কাছে আমরা শুধু সংখ্যা নই। সুবহানাল্লাহ, আমি ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সেই বর্ণনার কথা ভাবি, যখন তাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। একজন মানুষ বলেছিলেন, আমি ইমাম আহমদের কথা ভাবছিলাম, তার ধৈর্য যখন তাকে চাবুক মারা হচ্ছিল এবং কীভাবে তিনি তার শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সমস্ত শক্তি দেখিয়েছিলেন। তারপর আমি কেঁদেছিলাম। আর সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একটি কণ্ঠ আমাকে ডেকে বলছে, যদি তুমি দেখতে পেতে, ফেরেশতারা আকাশে তার সম্পর্কে গর্ব করছে, যখন তাকে মারধর করা হচ্ছিল।
আমি বললাম, ফেরেশতারা কি আহমদের মারধরের কথা জানত? কণ্ঠটি উত্তরে বলেছিল, আকাশে এমন একজন ফেরেশতাও ছিল না, যে তাকে মারধর করার সময় তার ওপর সাক্ষী ছিল না। গাজার শাবান নামের তরুণ হাফিজের আগুনে পোড়ার কতজন ফেরেশতা সাক্ষী ছিল? তারা জানে আমরা কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের চারপাশের সবাই জানে।

কিন্তু আপনি কি জানেন, আমাদের খবর আর কে পায়? বারযাখের আমাদের প্রিয়জনরা। সাদাকা ইবনে সুলাইমান আল-জাফারি বলেছেন, আমি একবার এমন কিছু জঘন্য কাজ করেছিলাম, যা আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার অনুশোচনা হয়েছিল। আমি একটি পাপ করেছিলাম এবং তারপর স্বপ্নে আমার মৃত বাবাকে দেখেছিলাম, যেখানে তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার ছেলে, আমরা যখন তোমার কাজগুলোকে ধার্মিকদের কাজ হিসেবে বিবেচনা করতাম, তখন আমি আর বেশি খুশি হতে পারতাম না। তবে, একবার তোমার জন্য আমি খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। তাই মৃত অন্যান্য মুমিনদের সামনে আমাকে আর অপমান করো না।

তার প্রতিবেশীরা বলেছেন, এরপর থেকে প্রতিদিন রাতে আমরা সাদাকাকে তার বাড়িতে কিয়াম-এ দোয়া করতে শুনতাম, "হে ধার্মিকদের সংশোধনকারী, হে বিপথগামীদের পথপ্রদর্শক এবং হে পাপীদের প্রতি দয়ালু, আমাকে তোমার কাছে সুন্দর প্রত্যাবর্তন দান করো, যেখান থেকে আমি আর কখনো লজ্জাজনক কাজের দিকে ফিরে না যাই।"

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায়, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কাজ তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয়দের কাছে উপস্থাপন করা হয়। যদি তোমাদের কাজ ভালো হয়, তবে তারা উদযাপন করে, আর যদি ভালো না হয়, তবে তারা বলে, "হে আল্লাহ, তাদের মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পথ দেখাও, যেমন তুমি আমাদের পথ দেখিয়েছিলে।" এটা আমাদের পূর্ববর্তী ধার্মিকদের ইচ্ছা এবং শয়তানের অপপ্রচার ছাড়াই আমাদের খবর তাদের কাছে পৌঁছায়।

আর আমি ভাবি, ফিলিস্তিন ও আল-আকসার মুক্তির খবর ইনশাআল্লাহ সমস্ত শহীদদের কাছে কীভাবে পৌঁছাবে। আমি ভাবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা বিজয়ের খবর শুনে কতটা খুশি হয়েছিলেন এবং আমি এটাও ভাবি, আমাদের আজকের প্রচেষ্টা বা প্রচেষ্টার অভাব সম্পর্কে নবী ﷺ কেমন অনুভব করেন। বর্ণিত আছে, আবাদ ইবনে আবাদ একবার ইব্রাহিম ইবনে সালিহ রাহিমাহুল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, যখন তিনি ফিলিস্তিনের আমির ছিলেন এবং ইব্রাহিম তাকে বলেছিলেন, আমাকে উপদেশ দিন। তখন আবাদ তাকে বলেছিলেন, "তোমার কাজ মৃতদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মধ্যে নবী ﷺ-ও রয়েছেন।" এই কথা শুনেই ইব্রাহিম কেঁদেছিলেন, যতক্ষণ না তার দাড়ি তার অশ্রুতে ভিজে যায়।

আমি ভাবি, ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর যখন তিনি হয়তো নবী ﷺ-এর সাথে দেখা করেছিলেন, তখন কেমন অনুভূতি হয়েছিল। দেখুন, বারযাখে প্রবেশ করা হলো সব শেষ হওয়ার পর মঞ্চের পেছনে যাওয়ার মতো বা দর্শকদের সাথে দেখা করে তারা আপনার সম্পর্কে এতক্ষণ কী বলছিল, তা শোনার মতো। কিন্তু এটা জানার জন্য আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে চান না। এখনই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, যারা আপনাকে দেখছে, তাদের কাছে আপনি কে? নবী ﷺ এখন আপনার সম্পর্কে কী ভাবেন? আমাদের উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন? ফেরেশতারা কি আপনার সম্পর্কে গর্ব করে, নাকি শয়তানরা গর্ব করে যে তারা আপনার সাথে কী করেছে? আর মৃতরা আপনার সম্পর্কে কী বলে? বারযাখে আপনার আগে যাওয়া আপনার প্রিয়জনরা আপনার কাজ সম্পর্কে কী শুনেছে? এখন আপনার চারপাশের সবার থেকে কি তাদের আপনার সম্পর্কে ভিন্ন মতামত আছে? এমন একটি রাজ্যে আপনার খ্যাতি কী, যেখানে আপনি এখনো প্রবেশ করেননি? এমন একটি রাজ্যে আপনার খ্যাতি কী, যেখানে আপনি এখনো প্রবেশ করেননি?

- لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

# তথ্যসূত্র

১) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা মোরগের ডাক শোনো, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, কারণ এটি ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার চিৎকার শোনো, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ এটি শয়তান দেখেছে।" [সহীহ আল-বুখারী #৩৩০৩, সহীহ মুসলিম #২৭২৯]

২) কবরে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারা ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তার কানের মাঝে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে, যা একটি চিৎকার বের করবে যা মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া তার চারপাশের সবাই শুনতে পাবে।" [সহীহ আল-বুখারী #১৩৩৮]।

৩) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন ধার্মিক ব্যক্তির মতো আল্লাহর কাছে লজ্জা বোধ করো।" [ইবনে হাম্বল, কিতাব আজ-জুহদ]

৪) সেই ফেরেশতারা যারা আরশ বহন করে এবং যারা এর চারপাশে থাকে তারা তাদের রবের প্রশংসা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। [কুরআন, ৪০:৭]

৫) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আকাশ কেঁপে ওঠে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাই, কারণ চার আঙুলের প্রস্থের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে একজন ফেরেশতা নেই, যিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় তার কপাল রাখেন।" [জামি' আত-তিরমিযী #২৩১২]

৬) আল্লাহ শয়তান সম্পর্কে বলেন: "নিশ্চয়ই সে এবং তার দল এমন জায়গা থেকে তোমাদের দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না।" [কুরআন, ৭:২৭]

৭) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই শয়তান রক্তের মতো শরীরে চলাচল করে।" [সহীহ মুসলিম #২১৭৪]

৮) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আদম সন্তানের উপর শয়তানের প্রভাব রয়েছে এবং ফেরেশতারও রয়েছে। শয়তানের প্রভাব হল মন্দের দিকে আহ্বান এবং সত্যের অস্বীকার, আর ফেরেশতার প্রভাব হল কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং সত্যের স্বীকৃতি।" [জামি' আত-তিরমিযী #২৯৮৮]

৯) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন একজন মানুষ বিছানায় যায়, তখন একজন ফেরেশতা এবং একজন শয়তান তার দিকে ছুটে আসে। ফেরেশতা বলে: ভালো দিয়ে তোমার দিন শেষ করো! শয়তান বলে: মন্দ দিয়ে তোমার দিন শেষ করো! যদি সে আল্লাহকে

স্মরণ করে এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়ে, তবে ফেরেশতা তার দেখাশোনা করার জন্য রাত কাটাবে।" [আন-নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা]

১০) "সাত আসমান, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যারা আছে সবাই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসার উৎসব করে না, যদিও তোমরা তাদের প্রশংসা বোঝো না।" [কুরআন, ১৭:৪৪]

১১) সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "ফেরেশতারা কীভাবে জানতে পারে যে একজন ব্যক্তির খারাপ বা ভালো উদ্দেশ্য আছে?" তিনি জবাব দিলেন: "যখন একজন ব্যক্তি ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন ফেরেশতারা তার থেকে কস্তুরীর গন্ধ বের হতে অনুভব করে, যেখানে তার উদ্দেশ্য খারাপ হলে তারা একটি খারাপ গন্ধ পায়।" [ইবনে তাইমিয়া, মাজমু' আল-ফাতাওয়া]

১১) আল্লাহ বলেন: "তাদের জন্য না আকাশ কেঁদেছিল, না পৃথিবী..." [কুরআন, ৪৪:২৯]

১২) ইবনে আব্বাস বলেছেন: "আগে এমন হতো যে পৃথিবী একজন মুমিনের জন্য চল্লিশ দিন কাঁদত।" [তাফসীর আত-তাবারী; তাফসীর ইবনে কাসীর]

১৩) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  যখন মৃত্যুর সময় খারাপ ব্যক্তির পৃথিবীর স্থান থেকে দুর্গন্ধের বর্ণনা দেন, তখন তিনি তার কাপড়টি তার নাকের উপর রাখেন, যাতে তিনি বর্ণনা করতে পারেন যে এটি কতটা খারাপ গন্ধ হবে। কিন্তু মুমিনের সুগন্ধ আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যেও কৌতূহল জাগিয়ে তুলত, তারা বলত সেই সুন্দর গন্ধ কোথা থেকে আসছে? [সহীহ মুসলিম #২৮৭২]

১৪) আল্লাহ আগুনকে বলেছিলেন: "ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হও।" [কুরআন, ২১:৬৯]

১৫) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন: "আর-রহমানের ফেরেশতারা এর উপর তাদের ডানা মেলে রেখেছে (অর্থাৎ শাম)।" [জামি' আত-তিরমিযী #৩৫৯৪]

১৬) আবু বকর আল-মাররুযী বর্ণনা করেছেন: তারসুসের একজন লোক আমাকে বলেছিল: "এক রাতে, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলের কথা ভাবছিলাম এবং কীভাবে তিনি তার দুর্বলতা সত্ত্বেও চাবুকের আঘাত সহ্য করেছিলেন। আমি আবেগে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেললাম। সেই রাতে, আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যেখানে কেউ আমাকে বলল: 'তাকে আঘাত করার সময় আপনি যদি আকাশের ফেরেশতাদের দেখতেন তবে কী হতো? তারা নিজেদের মধ্যে তার সম্পর্কে গর্ব করছিল!'
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফেরেশতারা কি সত্যিই আহমদের পরীক্ষা সম্পর্কে জানত?'

কন্ঠটি জবাব দিল, 'আকাশে এমন কোনো ফেরেশতা ছিল না যারা তাকে মারধর করার সময় তাকে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়েনি।" [আল-মাকদিসি, আল-মিহনা আলা ইমাম আহল আস-সুন্নাহ]

১৭) সাদাকা বিন সুলায়মান আল-জাফরী বলেছেন: আমি এমন একটি ঘৃণ্য কাজ করেছি যা আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি অনুতপ্ত হই। আমি একটি পাপ করেছিলাম, তারপর আমি আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখি যেখানে তিনি আমাকে বলেছিলেন: আমার পুত্র, আমরা যখন আপনার কাজগুলিকে ধার্মিকদের কাজ বলে মনে করতাম তখন আমি এর চেয়ে বেশি খুশি হতে পারিনি। যাইহোক, একবার আমি আপনার জন্য খুব লজ্জিত হয়েছিলাম, তাই অন্যান্য বিশ্বাসীদের সামনে আমাকে আর অপমান করবেন না যারা মৃত। তার প্রতিবেশীরা প্রতিদিন বলত যে আমরা প্রতিদিন রাতে তার বাড়ি থেকে সাদাকাকে দোয়া করতে শুনতাম: "হে ধার্মিকদের সংশোধনকারী, হে পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক এবং হে পাপীদের প্রতি দয়াবান। আমাকে আপনার কাছে একটি সুন্দর প্রত্যাবর্তন দান করুন যা থেকে আমি আর কখনও সেই কারণে ফিরে না যাই যা আমাকে লজ্জিত করেছিল।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

১৮) আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আপনার কাজগুলি আপনার নিকটাত্মীয়দের কাছে উপস্থাপন করা হয় যারা মারা গেছে—যদি আপনার কাজগুলি ভাল হয় তবে তারা উদযাপন করে এবং যদি সেগুলি ভাল না হয় তবে তারা বলে: হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যেভাবে পথ দেখিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাদের পথ না দেখানো পর্যন্ত তাদের মৃত্যু ঘটাবেন না।" [মুসনাদ আহমদ]

# আপনার হয়তো আরেকটি নাম আছে | পর্ব ৩

আপনি কি জানেন যে আপনার আরেকটি নাম আছে—একটি আধ্যাত্মিক পরিচয়? আমরা আমাদের জীবনে স্বীকৃতি এবং প্রশংসার আশায় নিজেদের জন্য একটি নাম তৈরি করতে ব্যয় করি, কিন্তু যে নামটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সেই নাম নয় যা লোকেরা আপনাকে এখানে ডাকে। এটি সেই নাম যা দ্বারা আপনি স্বর্গলোকে পরিচিত।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে প্রতিটি বান্দার আকাশে একটি খ্যাতি রয়েছে। কিছু নাম কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়, কিছু আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং কিছু কপটতার কারণে হারিয়ে যায়। পৃথিবী আপনাকে এক নামে ডাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনার নাম কী? ফেরেশতাদের মধ্যে কি আপনার স্মরণ আছে নাকি যে জগৎটি প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আপনি সম্পূর্ণরূপে অজানা?

এখানে আমার নাম কী? আর অন্য পাশে আমাকে কী নামে ডাকে? আমরা আমাদের জীবনের অনেকটা সময় নিজেদের জন্য একটি নাম তৈরি করতে ব্যয় করি। অল্প বয়স থেকেই স্মরণীয় হওয়ার, এটা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, মানুষ যখন আমাদের কথা বলবে, তখন যেন প্রশংসার সঙ্গে বলে। মনোবিজ্ঞানও আমাদের বলে যে, আপনার নাম আসলে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপক। সবাই তাদের নাম শুনতে চায়। ভাবুন তো, মানুষ তাদের প্রিয় তারকার কাছ থেকে বা তাদের প্রিয় শোতে বা কোনো ফলক বা সার্টিফিকেটে তাদের নাম সম্মানের সঙ্গে দেখলে কতটা উত্তেজিত হয়। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবেছেন, আল্লাহর কাছে আমার নাম কী? আমার চারপাশের সমস্ত ফেরেশতা এবং আমার আগে চলে যাওয়া আত্মাদের মধ্যে আমার খ্যাতি কেমন? এখানে আমাদের যে নাম, সেখানে কি তার চেয়ে ভিন্ন নাম থাকা সম্ভব? আমার প্রথম নামের আগে কি কোনো উপাধি আছে? নাকি আমার শেষ নামের পরিবর্তে কোনো গুণ আছে, যা দিয়ে তারা আমাকে ডাকে? আর কখন আমি এসব জানতে পারব?

নবী ﷺ-এর দোয়াগুলোর মধ্যে একটিতে তিনি আল্লাহর নাম সম্পর্কে বলেন, "আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, তোমার প্রতিটি নামের মাধ্যমে, যা তুমি নিজেকে দিয়েছ, বা তোমার কিতাবে প্রকাশ করেছ, বা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ, বা তোমার কাছে অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে রেখেছ, যা শুধু তোমার কাছেই আছে।" অর্থাৎ, আল্লাহর এমন নাম আছে, যা হয়তো তিনি আমাদের ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন। হয়তো তাঁর ফেরেশতারা তাঁকে অন্য নামে চেনে, আর আল্লাহর এমন নামও আছে, যা তিনি অদৃশ্যের মধ্যে রেখেছেন, যা আমাদের এখনো জানার সুযোগ হয়নি। তাই আমরা আর-রহমান আর-রহিম জানি, কিন্তু কল্পনা করুন, এমন অনেক সুন্দর নাম আছে, যা আমরা এখনো শুনিনি। আমাদের নবী ﷺ-এরও অনেক নাম ছিল। তিনি বলেছেন, "আমার কয়েকটি নাম আছে। আমি মুহাম্মদ। আমি আহমদ। আমি আল-মাহি, যার মাধ্যমে আল্লাহ অবিশ্বাস মুছে দেন। আর আমি আল-হাশির, যার পায়ের কাছে কিয়ামতের দিন মানুষকে জড়ো করা

হবে। আর আমি আল-আকিব, শেষজন, যার পরে আর কোনো নবী আসবে না।" আর অন্য বর্ণনায় তিনি ﷺ বলেছেন, "আমি তওবার নবী, আর আমি দয়ার নবী।" এখন এই নামগুলোর মধ্যে কিছু নাম সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছেন, যেমন মুহাম্মদ ও আহমদ, কিন্তু অন্য নামগুলো, যেমন আস-সাদিক, সত্যবাদী, বা আল-আমিন, বিশ্বাসযোগ্য, তাঁর বরকতময় চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ জীবনে অর্জিত হয়েছে।

আল্লাহ ইয়াহইয়া, যাকারিয়ার পুত্র ﷺ সম্পর্কে বলেন, "ইসমুহু ইয়াহইয়া লাম নাজ'আল লাহু মিন কাবলু সামিয়া।" "আমি তার নাম রেখেছি ইয়াহইয়া, আর তার আগে এই নাম কাউকে দেওয়া হয়নি।" এটা ইয়াহইয়ার চরিত্রের একটি সুসংবাদ ছিল, যা হায়য়া, শালীনতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে, সেইসঙ্গে এটা সুসংবাদ ছিল যে, তিনি শহীদ হবেন, যেহেতু ইয়াহইয়া মানে জীবন, আর শহীদরা আহইয়া, শহীদরা জীবিত। কিন্তু তাঁরা তো নবী। আমাদের বাকিদের কী হবে?

নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর এমন কোনো বান্দা নেই, যার আকাশে একটি নাম বা খ্যাতি নেই।" এখন সেই হাদিসের প্রথম প্রকাশ অবশ্যই আপনার খ্যাতির কথা বলছে, কারণ নবী ﷺ আরও বলেছেন, যদি আকাশে আপনার ভালো খ্যাতি থাকে, তবে তা পৃথিবীতে নেমে আসে, আর যদি খারাপ খ্যাতি থাকে, তবে তাও পৃথিবীতে নেমে আসে। কিন্তু যদি সেই খ্যাতি শুধু আপনার বাবা-মায়ের দেওয়া নামের সঙ্গে না আসে, বরং আপনার কাজের মাধ্যমে অর্জিত নামের সঙ্গে আসে?

উমর ইবনে আবদুল আজিজের একটি সুন্দর গল্প আছে, যা আমাদের কিছু অবিশ্বাস্য অন্তর্দৃষ্টি দেয়। উমর বলেন, "এক রাতে আমি স্বপ্নে নবী ﷺ-কে সবুজ তৃণভূমিতে দেখি, আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার উম্মতের কাজকর্মের দায়িত্ব নেবে, আর যখন সেই সময় আসবে, তখন মানুষের রক্তপাত ঘটাবে না। কারণ মানুষের মধ্যে তোমার নাম উমর, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমার নাম জাবির, অর্থাৎ যে জোড়া লাগায় ও আরাম দেয়।" আর সুবহানাল্লাহ, মানুষের নামের ক্ষেত্রে, জাবির হওয়া, অর্থাৎ একজন নেতা হিসেবে আরাম দেওয়া, জাব্বার হওয়ার বিপরীত, অর্থাৎ অত্যাচারী। কিন্তু আমাদের জন্য এই স্বপ্নের তাৎপর্যগুলো ভাবুন।

উমরের দাদার নামে তাঁর নাম উমর রাখা হয়েছিল, যাতে তিনি তাঁর মতো হন, আর তিনি তাই ছিলেন। কিন্তু তারপর আল্লাহ তাঁকে এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলেন, যেখানে তিনি আরেকটি নাম উন্মোচন করতে পারেন। আর কখনো কখনো আল্লাহ আপনাকে এমন এক জায়গায় ফেলবেন, যেখানে আপনি নিজের জন্য একটি নতুন স্তর বা নতুন নাম উন্মোচন করতে পারবেন, তবে আপনাকে তা অর্জন করতে হবে। আপনার বাবা-মায়ের দেওয়া নাম ততটাই ভালো বা খারাপ, যতটা আপনি আসলে তা দিয়ে করেন। আজকের পৃথিবীতে কতজন মুহাম্মদের মতো নামে পরিচিত মানুষ তাঁর ﷺ সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে?

আপনার নাম আবদুল্লাহ, আল্লাহর দাস হতে পারে, কিন্তু আসলে আপনি নবী ﷺ-এর বলা আবদ আদ-দিরহাম বা আবদ আদ-দিনার, সম্পদের দাস হিসেবে পরিচিত হতে পারেন। অতীতে মদিনায় একজন অত্যাচারী ছিল, যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, আর তার নাম ছিল মুসলিম ইবনে উকবা। কিন্তু জানেন, লোকেরা আসলে তাকে মুসলিমের পরিবর্তে মুজরিম বলত, অর্থাৎ অপরাধী। আবু আল-হাকাম, জ্ঞানের পিতা, সেই ব্যক্তির আসল নাম ছিল, যিনি তাঁর প্রত্যাখ্যানের কারণে আবু জাহল, অজ্ঞতার পিতা হিসেবে পরিচিত হন। অন্যদিকে, আপনার আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আছেন, যিনি ইসলামের কারণে আস-সিদ্দিক, সত্যের মানুষ উপাধি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই নাম নিজের জন্য অর্জন করতে হলে আপনাকে সিদ্দিকের বিদ্যালয়ে, সত্যবাদিতার বিদ্যালয়ে নিজেকে রাখতে হবে। তাই নবী ﷺ বলেছেন, "একজন মানুষ সত্য প্রকাশ করতে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে সিদ্দিক হিসেবে লেখা হয়।"

ভাবুন, পৃথিবীতে পিএইচডি, এমডি বা অন্য কোনো উপাধি অর্জনের জন্য আপনি কতদিন কাজ করেন। আকাশে একটি নাম বা উপাধি অর্জনের জন্যও সময় ও প্রচেষ্টা লাগে। আর আকাশে আপনার নাম প্রশংসার সঙ্গে এত ঘন ঘন উচ্চারিত হওয়া কতটা সুন্দর। তাই নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করো, বেশি বেশি জিকির করো।" তিনি বলেছেন, "আপনি আল্লাহকে যা দিয়ে স্মরণ করেন, তা হলো তাঁর তাসবিহ, তাঁর মহিমা, তাঁর তাহলিল, তাঁর একত্বের ঘোষণা, আর তাঁর তাহমিদ, অর্থাৎ প্রশংসা।" আর সেই আযকারগুলো তখন আরশের চারপাশে ঘোরে, মৌমাছির মতো গুনগুন করে, যারা সেগুলো বলেছে, তাদের কথা বলে। আপনাদের মধ্যে কেউ কি এভাবে ক্রমাগত স্মরণীয় হতে চাইবে না? দেখুন, আপনি যত বেশি ভালো কাজ করবেন, আল্লাহ তাঁর সমস্ত নিখুঁত সুন্দর নাম দিয়ে আপনাকে তত বেশি স্মরণ করবেন, আপনার সবচেয়ে সুন্দর নাম ধরে ডাকবেন।

আল্লাহ বলেন, "আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।" আর যদি আপনি নিজের মনে তাঁকে স্মরণ করেন, তবে তিনি নিজের মনে আপনাকে স্মরণ করেন। আর যদি আপনি কোনো সমাবেশে তাঁকে স্মরণ করেন, তবে তিনি বৃহত্তর সমাবেশে আপনাকে স্মরণ করেন। আর আল্লাহ যদি সেখানে প্রশংসার সঙ্গে আপনার নাম উল্লেখ করেন, তবে আপনার অপছন্দকারীরা এখানে যতই ঘৃণাভরে আপনার নাম উল্লেখ করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তারা যতই তাঁকে মুযাম্মাম বলুক না কেন, তিনি সর্বদা মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন, সর্বদা প্রশংসিত, যাই হোক না কেন। আর পৃথিবীতে যেমন ঈর্ষা আছে, তেমনি আকাশে ঈর্ষাও আছে। ইবলিস আইয়ুব ﷺ-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। কেন? কারণ পৃথিবীতে তিনি কতটা ধার্মিক ছিলেন, তার জন্য আকাশে তাঁর নাম ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল। কিন্তু এটা সবসময় নবী বা বিখ্যাত কেউ হতে হবে এমন নয়। পৃথিবীতে কত বিখ্যাত মানুষ আকাশে নগণ্য? আর পৃথিবীতে কত অজানা মানুষ আকাশে বিখ্যাত? কিন্তু যদি এখানে আপনার কথা না হয়? যদি আপনি তথাকথিত কেউ না হন? জানুন, এখানে কে আপনাকে চেনে, তাতে কিছু যায় আসে না, যদি সেখানে আপনাকে চেনে।

উমর একজন যোদ্ধার কাছে বলেছিলেন, যে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হতাহতদের নাম বলতে শুরু করেছিল, সেই লোকটি বলে, "এই সমস্ত বিখ্যাত নামের পরে এমন অনেক লোক আছে, যাদের আমিরুল মু'মিনীন চেনেন না।" আর উমর কেঁদে বললেন, "আর আমিরুল মু'মিনীন তাদের না চিনলে কী আসে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ তাদের চেনেন।" তাহলে আকাশে আপনার নাম কী? আর সেই জগতে এখন আপনার কথা কতটুকু হয়? আপনার নাম যদি ফারুক হয়, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, কারণ আপনি অপপ্রচারের যুগে সত্য আনছেন? আপনার নাম যদি আদিল হয়, ন্যায়বিচারের মানুষ, কারণ আপনি অত্যাচারের জগতে ন্যায়বিচারের জন্য চেষ্টা করছেন? অথবা তারা যদি আপনাকে তাহিরা বলে ডাকে, অর্থাৎ পবিত্র, কারণ আপনি অশ্লীলতা ও অত্যাচারের পাপ দ্বারা কলঙ্কিত হতে অস্বীকার করেন? বারযাখে আপনার সম্পর্কে কী শিরোনাম পড়া হয়?

এটা জানা অসম্ভব নয়। কুরআনের প্রতিটি ভালো ও খারাপ গুণ দেখুন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, কোনটি আপনাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করে। ঠিক আছে, আমাদের নিজেদের আত্মদর্শনের বাইরে, আমরা কখন জানতে পারব যে, সেখানে আমাদের নাম ও খ্যাতি কী? প্রথমত, আপনি বেঁচে থাকার সময় জানতে পারবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছিল, "আপনি এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কী ভাবেন, যে ভালো কাজ করে এবং লোকেরা সেই ভালো কাজের জন্য তার প্রশংসা করে?" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারা মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ।" আর তারপর আপনার জানাজা আসে, যেখানে পৃথিবীর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি এখানে কে ছিলেন। যদি আজ আপনার জানাজার দিন হতো এবং লোকেরা আপনার সম্পর্কে কথা বলত, তবে সবাই আপনার কোন গুণটির কথা বলত, যা আসলে আপনার মধ্যে সত্য? কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।"

তারপর আপনার জানাজার পরে, আপনার আত্মা নিজেই তা শুনতে পায়। যখন আমরা মারা যাই, তখন আমাদের সেই ডাকনামগুলো দিয়ে ডাকা হবে, যা আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে জানতেন এবং আকাশকে জানিয়েছিলেন। আর আকাশের সাক্ষীরা, অর্থাৎ ফেরেশতারা সেই নামগুলো দিয়ে কথা বলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো আত্মা সম্পর্কে বলেছেন, যখন তা উপরে ওঠে, "তারা ফেরেশতাদের কোনো দলের পাশ দিয়ে যাবে না, যতক্ষণ না ফেরেশতারা বলবে, সেই সুগন্ধি আত্মাটি কী?" আর যে ফেরেশতা আপনাকে বহন করবে, সে বলবে, "অমুক, অমুকের সন্তান।" আর তারা আপনাকে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ডাকনাম দিয়ে ডাকবে। অন্যদিকে, যদি তা খারাপ হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারা বলবে, সেই দুর্গন্ধযুক্ত গন্ধটি কী?" আর ফেরেশতা বলবে, "অমুক, অমুকের সন্তান," আর তারা তাকে তার সবচেয়ে খারাপ ডাকনামগুলো দিয়ে ডাকবে। তাহলে আপনি আসলে কে?

যখন আপনার জন্ম হয়েছিল, তখন আপনার একটি আধ্যাত্মিক জন্মসনদ ছিল। আর পুরুষ বা মহিলার পরিবর্তে, সেখানে লেখা ছিল আপনি সাঈদ বা শাকি, আশীর্বাদপ্রাপ্ত বা হতভাগ্য

হবেন। আর এখন আপনার একটি আধ্যাত্মিক মৃত্যুসনদ আছে এবং সেখানে লেখা আছে তাইয়্যিবা বা খাবিসা, পবিত্র বা নোংরা, পৃথিবীতে আপনার আত্মা যা সংগ্রহ করেছে তার উপর ভিত্তি করে। আর সেই মুহূর্তে সেই নামটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সমাধির পাথরের নাম নয়, বরং সেই পাথরের অন্য পাশে আপনার নামে রিজার্ভেশন। কিন্তু আপনার আত্মা পুরোপুরি কবরে প্রবেশের আগে, সেই রিজার্ভেশনে আপনার জন্য অন্য পাশে কী আছে, তার একটি আভাস পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে?

لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) “আমি আপনার কাছে সেই প্রতিটি নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করি যা আপনি নিজেকে দিয়েছেন, আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন অথবা আপনার অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে নিজের কাছে রেখেছেন...” [মুসনাদ আহমদ]

২) আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল-মাহি (মুছে ফেলা), যার মাধ্যমে আল্লাহ অবিশ্বাস মুছে দেন, আমি আল-হাশির (সংগ্রহকারী), যার পদতলে লোকদের একত্রিত করা হবে এবং আমি আল-আকিব (শেষ), যার পরে আর কেউ থাকবে না।” [সহীহ মুসলিম #২৩৫৪]

৩) অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন: “তওবার নবী এবং দয়ার নবী।” [সহীহ মুসলিম #২৩৫৫]

৪) আল্লাহ যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া সম্পর্কে বলেন: “আমি তার নাম রেখেছি ‘ইয়াহিয়া’ এবং তার আগে এই নাম আর কাউকে দেওয়া হয়নি।” [সূরা মারিয়াম, ১৯:৭]

৫) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর এমন কোনো বান্দা নেই যার আকাশে নাম বা খ্যাতি নেই।” [আত- তাবারানি, আল-মু’জাম আল- আওসাত]

৬) উমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছেন: এক রাতে, আমি স্বপ্নে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে একটি সবুজ তৃণভূমিতে দেখলাম এবং তিনি আমাকে বললেন: “তুমি আমার উম্মতের কাজকর্মের দায়িত্ব নেবে, এবং যখন তা আসবে, তখন মানুষের রক্তপাত করো না, কারণ মানুষের মধ্যে তোমার নাম উমর ইবনে আবদুল আজিজ, কিন্তু আল্লাহর কাছে

তোমার নাম জাবির (যে জোড়া লাগায় এবং আরাম দেয়)।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

৭) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দিনার ও দিরহাম এবং কোয়ান্টিফাই ও খামিসার (অর্থাৎ টাকা ও বিলাসবহুল পোশাক) দাস ধ্বংস হোক, কারণ এই জিনিসগুলো তাকে দেওয়া হলে সে খুশি হয়, আর না হলে সে অসন্তুষ্ট হয়!" [সহীহ আল-বুখারী #২৮৮৬]

৮) অতীতে মদিনায় একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, যার নাম ছিল মুসলিম ইবনে উকবা, কিন্তু লোকেরা তাকে মুসলিমের পরিবর্তে মুজরিম বলে ডাকত, যার অর্থ অপরাধী। [ইবনে হাজম, জাওয়ামি' আস-সিরাহ]

৯) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: একজন ব্যক্তি সত্য প্রকাশ করতে থাকে যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর কাছে সিদ্দিক হিসেবে লেখা হয়। [সহীহ মুসলিম #২৬০৭]

১০) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই, তোমরা আল্লাহর স্মরণ যা দ্বারা কর, তার মধ্যে রয়েছে তাঁর মহিমা, তাঁর একত্বের ঘোষণা এবং তাঁর প্রশংসা, এবং সেই জিকিরগুলো আরশের চারপাশে মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে, যে তাদের বলেছে তার উল্লেখ করে ঘোরে। তোমাদের কেউ কি এভাবে ক্রমাগত স্মরণ করা পছন্দ করবে না?" [সুনান ইবনে মাজাহ #৩৮০৯]

১১) আল্লাহ বলেন: "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।" [আল বাকারা, ২:১৫২]

১২) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন: 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি ঠিক তেমনই (অর্থাৎ, সে আমার কাছে যা আশা করে আমি তা করতে সক্ষম), এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে আমার মধ্যে স্মরণ করি; এবং সে যদি একদল লোকের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম একদল লোকের মধ্যে স্মরণ করি; এবং সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; এবং সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দুই হাত প্রসারিত দূরত্বের চেয়ে এগিয়ে যাই; এবং সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" [সহীহ আল-বুখারী #৭৪০৫; সহীহ মুসলিম #২৬৭৫]

১৩) ইবলিস আইয়ুব (আ.)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল, কারণ পৃথিবীতে তিনি কতটা ধার্মিক ছিলেন, সেই কারণে আকাশে তার উল্লেখ ছিল। [ইবনে আল-জাওযী, আত-তাবসিরা]

# আমার স্বপ্নগুলো আসলে কী বোঝায়? | পর্ব ৪

আপনার স্বপ্নগুলোর কি কোনো অর্থ আছে? আপনার স্বপ্নগুলো কি কেবল আপনার চিন্তার প্রতিফলন, নাকি অদৃশ্যের ফিসফিসানি? প্রতি রাতে আপনার আত্মা প্রস্থান করে—কখনও মৃতদের সাথে মিলিত হয়, কখনও জান্নাতের ঝলক দেখে, কখনও আপনার জন্য বিশেষ বার্তা বহন করে। গাজার এক আহত ব্যক্তি তার বন্ধুরা শহীদ হওয়ার আগে স্বর্গীয় ভোজের স্বপ্ন দেখেছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে এক মহিলা স্বপ্নে পুরুষদের জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেন—জেগে দেখেন তারা সবেমাত্র শহীদ হয়েছেন। স্বপ্নের মধ্যে সত্যতা থাকে, তবে সব স্বপ্ন সত্য নয়। তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব যে এটা স্বপ্ন নাকি দিব্যদৃষ্টি?

আপনি কী স্বপ্ন দেখেন? এবং আপনার স্বপ্নগুলো কী দিয়ে তৈরি? আপনার স্বপ্নগুলো কি আপনাকে সতর্ক করেছে, পথ দেখিয়েছে, নাকি বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে? আপনার স্বপ্নগুলো আপনার সম্পর্কে কী বলে? এগুলো কি আপনার চিন্তার প্রতিফলন, নাকি অদৃশ্যের বার্তা? যখন আপনি আপনার মৃত প্রিয়জনদের স্বপ্ন দেখেন, তখন কি তারা আপনার সাথে দেখা করতে আসে, নাকি আপনার আত্মা তাদের জগতে ভ্রমণ করে? আপনার স্বপ্নগুলো আপনার অবচেতনের জানালা হতে পারে, অথবা অন্য জগতের দরজা হতে পারে যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এবং প্রতি রাতে আপনার আত্মা আপনার শরীর থেকে প্রস্থান করে আপনার পরবর্তী গন্তব্যে যায়, কেবল ফিরে এসে আপনাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আরেকটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, দেরি হওয়ার আগে। গাজার আমির নামের ২৮ বছর বয়সী এক যুবক নাসির হাসপাতালে ছিল। এবং ভিডিওতে দেখা যায় যে তার একটি চোখ নেই এবং তার অনেকগুলো অপারেশন হয়েছে। এবং তার ডাক্তার, যিনি তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী হচ্ছে? এত নির্মমভাবে আঘাত পাওয়ার পরেও আপনি এত খুশি কেন? তখন সে বলে, দেখুন, আমার বয়স ২৮ বছর এবং আমি ৪০ দিন ধরে হাসপাতালে আছি। আর এটাই ছিল আমার জীবনের সেরা পাঁচ সেকেন্ড।

এটি আমাকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে আনাস (রা.) বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো স্বপ্ন পছন্দ করতেন। তাই তিনি প্রতিদিন তার সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করতেন, গত রাতে তোমাদের মধ্যে কে ভালো স্বপ্ন দেখেছ? আনাস (রা.) বলেন, যদি কেউ ভালো চরিত্রের বলে পরিচিত হতো, তবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের স্বপ্নের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন। তাই এক মহিলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি। এবং তারপর তিনি ১২ জন পুরুষের নাম বললেন, যাদের তিনি সেখানে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, তারা রক্তে ঢাকা ছিল। এবং তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একদল ফেরেশতাকে বলেন, ইযহাবু

বিহিম ইলা নহর আল-বারযাখ, তাদের বারযাখের নদীতে নিয়ে যাও। তাই তারা সেই নদীতে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে, ওয়া উজূহুহুম কালকামার, এবং তাদের মুখ পূর্ণিমার মতো ছিল। তারপর তাদের সোনার চেয়ার এবং তাজা খাবার ও খেজুরের থালা ছিল। এবং তিনি বলেন, আমি তাদের সাথে বসে খেয়েছিলাম। এবং মহিলাটি যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তার স্বপ্ন বলা শেষ করেন, ঠিক তখনই একজন লোক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সেই ১২ জন পুরুষের শাহাদাতের খবর নিয়ে আসেন, যাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  আগে একটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তাহলে এখানে কী ঘটল? এই লোকেরা কি সত্যিই জান্নাতে প্রবেশ করছে? তারা কি বারযাখে প্রবেশ করছে? তারা কি বাস্তবে অন্য আত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে?

মনোবিজ্ঞানে স্বপ্নগুলোকে অবচেতনের রাজকীয় প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। স্বপ্নগুলো আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে, আমাদের অবচেতনে কী আছে, বাস্তবে আমরা কী নিয়ে উদ্বিগ্ন, আমাদের হৃদয় কোথায় সংযুক্ত। এবং আপনি যদি ধার্মিকদের স্বপ্ন দেখেন, তবে তারা সর্বদা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বা জান্নাতের দর্শন বা অন্যান্য ধার্মিক লোকদের স্বপ্ন দেখে, কারণ তাদের স্বপ্নগুলো তাদের হৃদয়, মন এবং আত্মাকে যা পূর্ণ করে তা প্রতিফলিত করে। এবং আপনার স্বপ্নগুলোও আপনাকে যা পূর্ণ করে তা প্রতিফলিত করে। তাই হ্যাঁ, আমাদের স্বপ্নগুলো অর্থপূর্ণ, এমনকি যেগুলো আমাদের নিজেদের থেকে আসে সেগুলোও। এখন ইসলামে তাদের গুরুত্বের জায়গা রয়েছে, তবে আমরা তাদের এত বেশি বাড়িয়ে তুলি না যে আমরা আমাদের স্পষ্ট বাস্তবতা উপেক্ষা করতে শুরু করি। মূলত আপনার স্বপ্নে এমনভাবে বাঁচবেন না যে আপনি কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন না।

আপনার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  ঘুমন্ত উম্মত চাননি। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি, আলাইহি সালাতু ওয়াস সালাম, যার চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তার হৃদয় কখনো ঘুমায়নি। এবং যখন আপনার হৃদয় জাগ্রত হয়, তখন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে পারে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী, তারাই সবচেয়ে সত্য স্বপ্ন দেখে। তাই সিদ্দিক, যাদের কথা আমরা বলেছি, তাদের সত্য পথনির্দেশনার স্বপ্ন থাকবে, কারণ তারা সত্যবাদী হৃদয়। এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন যে সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা। এবং যখন কেয়ামত নিকটবর্তী হবে এবং সময় আরও প্রতারণামূলক হয়ে উঠবে, যেখানে আমাদের সামনে যা সত্য বলে মনে হয়, তা আসলে মিথ্যা এবং কখনও কখনও এর বিপরীত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন যে আল্লাহ আমাদের এমন স্বপ্ন দিয়ে পুরস্কৃত করবেন যা খুব কমই মিথ্যা হবে। এবং স্বপ্নের মধ্যে সর্বদা সত্যের একটি উপাদান ছিল, যা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  তাদের নবুওয়তের ১/৪৬ অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।"

এখন আপনি হয়তো বলবেন, এই সংখ্যাটি কীভাবে যুক্তিযুক্ত? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ২৩ বছরের ওহীর মধ্যে, প্রথম ছয় মাস আল্লাহ একচেটিয়াভাবে সত্য স্বপ্নের

মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আর আপনি যদি ২৩ বছরের ছয় মাস নেন, তবে তা ১/৪৬ অংশ হয়। অবশ্যই পার্থক্য হলো, আমরা আমাদের স্বপ্নের মাধ্যমে নবী হই না। এবং নবীদের স্বপ্ন সবসময় সত্য হওয়ার বিপরীতে, আমাদের বাকিদের কিছু স্বপ্ন সত্য এবং কিছু স্বপ্ন সত্য নয়। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছেন, তিনি বলেছেন তিন ধরনের স্বপ্ন আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য দর্শন রয়েছে। তারপর তিনি বলেছেন শয়তানের পক্ষ থেকে আসা কষ্টদায়ক দুঃস্বপ্ন রয়েছে। এবং তারপর রয়েছে হাদীসুন-নাফস, আর এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যা কেবল আমাদের পুনরাবৃত্ত চিন্তা।

তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন, যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে তার ব্যাখ্যা জানতে চাইবে না। বরং, সে যেন উঠে নামাজ পড়ে এবং অন্য লোকদের সাথে এ বিষয়ে কথা না বলে। অন্য বর্ণনায়, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  সতর্ক করেছেন যে খারাপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি পাখির পায়ের সাথে বাঁধা থাকে। তাই আমি চাই আপনি কল্পনা করুন যে এটি আপনার উপরে উড়ছে এবং তিনি বলছেন, এর ব্যাখ্যা চেয়ে এবং এটিকে আপনার উপর পতিত করে এটিকে সত্য হতে দেবেন না। বরং, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। তবে স্বপ্নের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের বাইরেও, সত্য হলো স্বপ্নগুলো এখনও অদৃশ্যের সাথে যোগাযোগের একটি দরজা। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে বার্তা হোক বা ঘটতে যাওয়া ঘটনার সরাসরি অনুপ্রেরণা হোক বা আমাদের মৃত আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ হোক। একটি বর্ণনায় যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর সম্পর্কে একটি স্বপ্ন বলা হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আত্মাগুলো মিলিত হয়। এর মানে কী? আমাদের আত্মাগুলো কি আসলে স্বপ্নে মিলিত হয় নাকি এটি প্রতীকী? এবং যদি তারা আসলে মিলিত হয়, তবে কে কোথায় যায়? আমাদের আত্মাগুলো কি বারযাখে ভ্রমণ করে নাকি মৃত আত্মাগুলো দুনিয়ায় ফিরে আসে?

প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে আত্মাগুলোকে সংযুক্ত করতে পারেন, এমনকি যখন তারা এই দুনিয়ায় বাস করে।
তাই উমর (রা.)-এর উদাহরণ দেখুন, যিনি তাঁর একজন সেনাপতি সারিয়া (রা.)-কে চিৎকার করে ডাকছিলেন, যিনি হাজার মাইল দূরে ছিলেন এবং একটি সেনাবাহিনী পাহাড়ের পেছন থেকে তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ করছিল এবং কোনোভাবে উমর মদিনায় বসে তা বুঝতে পারেন এবং বলেন, ইয়া সারিয়াতুল জাবাল, ও সারিয়া, পাহাড়ের পেছনে দেখো। এবং সারিয়া পারস্যে বসে তা শুনতে পান এবং তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

ইবনে আল-কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জীবিত আত্মাগুলো এমনভাবে মিলিত হতে পারে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, তারা ঘুমিয়ে থাকুক বা জাগ্রত থাকুক। এবং এটি কেবল দুনিয়ার মাত্রার মধ্যে আত্মার সংযোগ নয়। আল্লাহ নিশ্চিতভাবে বারযাখের পরবর্তী মাত্রায় স্থানের মধ্যে আত্মাগুলোকে মিলিত হওয়ার অনুমতি দেবেন। এবং প্রতি রাতে আপনি আপনার ঘুমের মধ্যে বারযাখের মুখোমুখি হন, কারণ প্রতি রাতে আপনি একটি ছোট

মৃত্যুর সম্মুখীন হন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, ঘুমের সময় আত্মাগুলো বের করে নেওয়া হয় এবং তারপর সেগুলো ফিরিয়ে আনা হয়। তাই হ্যাঁ, আপনার আত্মাগুলো অন্য জগতে রয়েছে তবে এখনও শরীরের সাথে সংযুক্ত, যার কারণে শরীর এখনও জীবিত, যদিও তাদের চেতনার স্তর সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। এবং ঘুম যত গভীর হয়, এই দুনিয়ার প্রতি আপনার চেতনার স্তর এবং সচেতনতা তত ম্লান হয়ে যায়। এবং এটি সম্ভবত বারযাখের দিকে তত গভীরে চলে যায়। অন্যদিকে, ঘুম যত অগভীর হয়, আপনার সত্য স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা তত কম হয়। এবং আপনার মাথায় চিন্তাগুলো পুনরাবৃত্তি করা এবং হাদীসুন-নাফসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হয়।

ইবনে আল-কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) কিতাব আর-রুহ-এ ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে আত্মা বারযাখে ভ্রমণ করে। তাই যখন আপনি আসলে মারা যান, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন, আপনার মুখ থেকে আত্মা বেরিয়ে যায় এবং চোখগুলো সেটিকে অনুসরণ করে যখন এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার শরীর থেকে প্রস্থান করে। এবং সুবহানাল্লাহ, আপনি প্রায়শই একজন শহীদের মুখে দেখতে পারেন, তাদের মুখ খোলা এবং তাদের চোখ হাসিমুখে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন তারা নিজেদের এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে দেখছে। কিন্তু ইবনে আল-কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে ঘুমন্ত আত্মা, যা এখনও শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকে, নাকের ছিদ্র দিয়ে রশ্মির মতো আংশিকভাবে বেরিয়ে আসে।"

আর সত্যবাদী আত্মা আকাশে ভ্রমণ করে এবং ফিরে আসে, যেখানে মিথ্যাবাদী আত্মা শূন্যে শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, যা তাদের দৃষ্টিকে দূষিত করে। এবং এখানেই ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে জীবিত ও মৃত মুমিনদের আত্মা স্বপ্নের জগতে মিলিত হয় এবং তারা একে অপরের কাছে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করে। আল্লাহ মৃত আত্মাগুলোকে আটকে রাখেন এবং জীবিত আত্মাগুলোকে তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেন। এখন, আপনি কীভাবে এই সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য করবেন?

আপনার দেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। যদি স্বপ্নটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে আসে, তবে এটি হয় আপনাকে ভালো কাজ করার আদেশ দেবে বা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে, কারণ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সর্বদা আপনাকে তাই করার আদেশ দেন, অথবা সেগুলো সত্য হবে, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেবল সত্যের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন, অথবা সেগুলো আপনার ঈমান বৃদ্ধি করবে, কারণ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আপনাকে এমন কিছু পাঠাবেন যা সম্ভবত আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি করবে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে আমাদের সম্পর্কের নিয়ম।

এবং অবশ্যই, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখার চেয়ে বড় আর কী হতে পারে, এবং এটি অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে, কারণ শয়তান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রূপ ধারণ করতে পারে না। এখন, যদি স্বপ্নটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, তবে ভাবুন শয়তান আপনাকে কী করাতে চায়। প্রথমত, এটি আপনাকে ভীত করে তোলে, কারণ আল্লাহ

আজ্জা ওয়া জাল বলেন, শয়তান ভয় জাগানোর চেষ্টা করে, অথবা সে কামনা জাগানোর চেষ্টা করে বা আপনাকে পাপের দিকে উৎসাহিত করে, অথবা সে আপনাকে এমন কিছু দেয় যা ওহীর বিপরীত, এমনকি যদি এটি একটি ভালো স্বপ্ন বলে মনে হয়। তাই আপনি নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে কোনো নতুন ওহী বা কোনো নতুন চিহ্ন পেতে দেখবেন না যা দ্বীনে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু যদি এটি আমাদের অবশিষ্ট স্মৃতি থেকে আসা স্বপ্ন হয় যা মস্তিষ্কে জমা থাকে, ঘুমের সময় আমাদের চেতনায় আপলোড করা হয়, তবে এটি অর্থহীন হবে, অথবা এটি আমাদের কিছু অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব বা আমাদের কিছু উত্তেজনা সম্পর্কে হতে পারে। আমাদের ফ্ল্যাশব্যাক এবং স্মৃতির মিশ্রণ থাকতে পারে। এবং কখনও কখনও আপনার সেখানে ভালো জিনিস থাকতে পারে, কারণ আপনি ক্রমাগত আপনার চিন্তায় ভালো জিনিস আপলোড করছেন। তাই আপনি হয়তো মসজিদ, কুরআন দেখতে পারেন, তবে আপনি এমন কিছু জিনিসের সংমিশ্রণও দেখতে পারেন যা একেবারেই অর্থহীন।

আর এটাই হাদীসুন-নাফস। এখন যখন সত্য স্বপ্ন এবং আত্মার মিলনের কথা আসে, তখন মৃতরা কাকে দেখতে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বা জীবিতরাও মৃতদের মধ্যে কাকে দেখবে তা নির্ধারণ করতে পারে না। এগুলো নির্দিষ্ট কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপহার। তাই আপনার যদি কোনো মৃত আত্মীয় থাকে, তবে যদি আপনি মনে করেন যে তারা স্বপ্নে আপনার চেয়ে অন্য কারো সাথে বেশি দেখা করছে তবে রাগ করবেন না। ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনার আত্মাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে পাঠাবেন কি না এবং ঘুমানোর সময় আত্মাগুলোকে একে অপরের সাথে দেখা করতে পাঠাবেন কি না, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর নির্ভর করে। তাহলে আমরা এই ধরনের স্বপ্নে কী দেখি যেখানে আমরা অন্যান্য আত্মার সাথে যোগাযোগ করি? কখনও কখনও আপনি কেবল এমন লোকদের দেখেন যাদের আপনি ভালোবাসতেন, তাদের প্রিয় পোশাকে বা সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তারা স্বপ্নে আপনার দিকে হাসছেন।

কখনও কখনও তারা উদ্বিগ্ন দেখায় কারণ অন্য স্তরে পৌঁছানোর জন্য তাদের আপনার কাছ থেকে কিছু প্রয়োজন। কখনও কখনও আপনি কাউকে আপনার কাছে উপস্থিত হতে দেখতে পারেন এমনকি আপনাকে আর্থিক ঋণ সামলাতে বলতে, যেমনটি ছিল সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর ক্ষেত্রে, যিনি ইয়ামামার যুদ্ধের পরে, আবার একজন শহীদ, তিনি স্বপ্নে উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গীকে তার একটি ঢাল খুঁজতে বলেন যা যুদ্ধক্ষেত্রে চুরি হয়েছিল এবং তিনি তাকে ঠিক সেই স্থানটি বলেন যেখানে এটি রয়েছে। এবং তিনি বলেন, তারপর আবু বকর (রা.), খলিফাকে গিয়ে আমার সেই ঢালের সাথে থাকা ঋণ পরিশোধ করতে বলুন। তাই ঢালটি ঠিক সেই স্থানে পাওয়া গিয়েছিল যেখানে তিনি বলেছিলেন এবং আবু বকর (রা.) সেই স্বপ্ন অনুসারে কাজ করেছিলেন। কখনও কখনও এটি একটি উপদেশ।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনেক ছাত্র তার মৃত্যুর পরে স্বপ্নে তাকে দেখতেন এবং তিনি তখনও তাদের উপদেশ দিতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহিমাহুল্লাহ)

বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমার শিক্ষক সুফিয়ান আস-সাওরী (রহিমাহুল্লাহ)-কে দেখেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম, আওসানি, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আপনার কম লোকের সঙ্গ রাখা উচিত। অন্যরা শুধু তাকে জান্নাতে দেখতেন এবং কিছু স্বপ্নে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন যে তিনি কীভাবে সেখানে পৌঁছেছেন। আল-জাওলী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে কেউ স্বপ্নে সুফিয়ান আস-সাওরীকে দেখেছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহ আপনার সাথে কী করেছেন? তাই তিনি বললেন, আমাকে কেবল কবরে রাখা হয়েছিল এবং এক মুহূর্তে আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে ছিলাম। আমি প্রবেশ করলাম এবং সরাসরি এমন একজনের সাথে দেখা করলাম যে আমাকে বলল, সুফিয়ান, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার কি এমন একটি দিনের কথা মনে আছে যখন আপনি আপনার ইচ্ছার চেয়ে আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এবং উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে আমাকে জান্নাতের বড় থালা খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল।

অন্য একজন মানুষ, সু'আয়র ইবনে আল-খিমস (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, স্বপ্নে, আমি কেবল সুফিয়ান আস-সাওরী (রহিমাহুল্লাহ)-কে খেজুর গাছের উপর থেকে খেজুর গাছের উপর উড়তে দেখেছিলাম এবং তিনি সারাক্ষণ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে পূর্ণ করেছেন। এবং সুবহানাল্লাহ, যখন আপনি একজন মৃত পিতামাতা বা শিক্ষক বা বন্ধুকে জান্নাতের মিষ্টতা উপভোগ করতে দেখেন তখন কত মিষ্টি লাগে।

কখনও কখনও আপনি এমন কাউকে দেখতে পারেন যিনি আপনাকে বলছেন যে আপনার সময় শীঘ্রই আসছে এবং তাই তারা আপনার আসন্ন আগমনে উত্তেজিত। এই সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আপনি আপনার স্বপ্নে বাঁচতে পারবেন না। আপনি জেগে থাকার সময় যে পছন্দগুলো করেন তার মধ্যে জীবনযাপন করেন যা আপনার পরবর্তী গন্তব্য আসলে কী হতে চলেছে তা প্রভাবিত করে। এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা তাদের খারাপ স্বপ্নগুলোকে স্ব-পূরণকারী ভবিষ্যদ্বাণী বা তাদের ভালো স্বপ্নগুলোকে ধার্মিকতার লিটমাস পরীক্ষায় পরিণত না করে। কারণ আমরা ঘুমালেও আমাদের হৃদয় কখনো ঘুমানো উচিত নয়। তবে আপনি যে সেরা স্বপ্ন দেখতে পারেন, যে সেরা আত্মার সাথে দেখা করতে পারেন, তিনি হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সেরা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং স্বপ্নে তার সাথে দেখা করা সত্যিই বিশেষ কিছু যা ভাষায় প্রকাশ করার মত না।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

আনাস (রা.) বলেছেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো স্বপ্ন পছন্দ করতেন। তাই তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলতেন: "গত রাতে তোমাদের মধ্যে কে ভালো স্বপ্ন দেখেছ?" এবং আনাস (রা.) বলেছেন, "যদি কেউ ভালো চরিত্রের বলে পরিচিত হতো, তবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের স্বপ্নের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন।"

# স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখার উপায় | পর্ব ৫

আপনি কি স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখতে চান? তাঁর হাসি দেখা, তাঁর কন্ঠ শোনা এবং তাঁর উপস্থিতিতে থাকা কেমন হবে? নবী ﷺ বিশ্বাসীদের স্বপ্নে আবির্ভূত হতে থাকেন।

গাজার সেই নারী যিনি দুঃখজনক ঘটনা দেখেছিলেন, সেই পণ্ডিত এবং যোদ্ধারা যারা তাঁর আশ্বাস পেয়েছিলেন, এই স্বপ্নগুলো প্রজন্ম ধরে উম্মাহকে বহন করে চলেছে। কিন্তু তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আপনাকে তাঁর সাথে বসবাস করতে হবে না।

আপনি আজ রাতে নবী ﷺ এর সাথে দেখা করতে পারেন। যতক্ষণ না আপনি তাঁর মতো জীবনযাপন করেন তাঁর উষ্ণতা অনুভব করা, তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা, তাঁর হাসি দেখা কেমন লাগবে? আপনার প্রিয়জন যারা নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেঁটেছেন তারা কি এখন তাঁর সাথে বসে আছেন? আর তারা কি আপনার জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্য অপেক্ষা করছেন, যাতে আপনিও তাদের সাথে যোগ দিতে পারেন? আপনি কি গাজার সেই মহিলার কথা শুনেছেন যিনি গণহত্যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ঘটার আগেই? ধ্বংসের ছবিগুলো সেই একই গ্রুপে প্রবাহিত হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তার এই স্বপ্নটি অনেক গ্রুপে ভাইরাল হয়েছিল।

এই স্বপ্নে তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে মসজিদুল আকসার উঠোনে বসে থাকতে দেখেছি, এবং সারা বিশ্ব থেকে লোকেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হতে আসছিল। কিন্তু এরা কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না, এরা ছিল নির্যাতিত মুসলমান। তাই তিনি বলেন, আমি সিরিয়ার মুসলমানদের দেখেছি, আমি ইয়েমেনের মুসলমানদের দেখেছি, আমি ইরাকের মুসলমানদের দেখেছি, আমি উইঘুর, কাশ্মীর এবং সোমালিয়ার মুসলমানদের দেখেছি এবং তারা সবাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে এসে জড়ো হচ্ছিল। তাই সমাবেশটি আরও বড় হচ্ছিল, এবং নবী ﷺ তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং বললেন, তোমরা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং তারপর তিনি তাদের বলেন, আল্লাহর সাহায্য আসছে, সুতরাং সুসংবাদ। যখন তিনি এটি বলেন, তখন কেউ নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই বিজয় কখন আসবে? এবং নবী ﷺ উত্তর দেন, এবং তিনি বলেন, শাহাদাহ شَهَادَةٌ প্রকৃত বিজয়।

তারপর নবী ﷺ মক্কায় সাহাবাদের সাথে তাঁর নিজের কঠিন দিনগুলোর কথা বলতে শুরু করেন। তিনি সেই দিনগুলোর কথা বলতে শুরু করেন যখন তাদের নির্যাতন করা হয়েছিল, যখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের হিজরতের দিনগুলো এবং সেই সমস্ত কঠিন মুহূর্তগুলোর কথা বলেন যা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা সহ্য করেছিলেন, যেন তিনি বলতে চান, আমরাও সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এবং যখন তিনি এটি বলছিলেন, তখন একটি বিশাল সৈন্যদল আসে, এবং তিনি বলেন যে তারা এত বড় দেহের এবং এত বড় সংখ্যার ছিল যে তাদের গণনা করা যায়নি। এবং তিনি বলেন তাদের মুখ ছিল পূর্ণ চাঁদের মতো। এবং নবী ﷺ এই সৈন্যদলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই সৈন্যদলের মাধ্যমে

তোমাদের বিজয় দেওয়া হবে, এই সৈন্যদলের মাধ্যমে তোমাদের বিজয় দেওয়া হবে। এবং তারপর তিনি তাদের দিকে ইঙ্গিত করলেন ﷺ এবং তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে শুরু করল যতক্ষণ না তারা সফল হয়। তাই তিনি স্বপ্নের শেষে বললেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি কি সত্যিই আল্লাহর রাসূল? এবং নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ। আমি তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ। নবী ﷺ এর এই স্বপ্নগুলো প্রজন্ম ধরে এই নবীর উম্মাহকে ধরে রেখেছে এবং কখনও কখনও ব্যক্তিদেরও।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আমি মদিনায় ১০ বছর নবী ﷺ এর সেবা করেছি এবং আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর বা বরকতময় কাউকে দেখিনি। সৃষ্টির সেরা, চরিত্রের সেরা। কিন্তু এই দুনিয়ায় তাঁর সাথে ১০ বছর বসবাস এবং তাঁর সেবা করার পর, আনাস নবী ﷺ এর পরে আরও ৯০ বছর বেঁচে ছিলেন। কল্পনা করুন তিনি তাঁকে কতটা মিস করেছেন? তিনি কতটা তাঁর সাথে আবার থাকতে চেয়েছিলেন? এবং তাই আল-মুসান্না ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন যে আমি শুনেছি, আনাস (রাঃ) বলেন,আল্লাহর কসম, এমন কোনো রাত যায় না যখন আমি আমার প্রিয়তম ﷺ কে দেখি না। এবং যখন তিনি এটি বলছিলেন, আনাস (রাঃ) কাঁদতেন। তাই ১০ বছর তিনি এখানে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং ৯০ বছর তিনি স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখতেন, এবং বি-ইজনিল্লাহি তা'আলা তিনি এখন তাঁর সাথে আছেন। এবং যখন তিনি এটি বলেন, তিনি কাঁদতে শুরু করেন (রাঃ), এবং যখন তিনি অবশেষে ১০০ বছরের বেশি বয়সে মারা যান, তখন তিনি নবী ﷺ এর কাছ থেকে তাঁর কাছে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র, তাঁর চুল এবং তাঁর লাঠি সহ তাঁর সাথে কবর দিতে বলেন। কল্পনা করুন বারযাখে সেই পুনর্মিলন কেমন ছিল, নবী ﷺ কে ৯০ বছর ধরে স্বপ্ন দেখার পর। কিন্তু এখানে কথা হলো, তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আপনাকে নবী ﷺ এর সাথে বসবাস করতে হবে না। আপনি কীভাবে এমন একজন হতে পারেন যিনি স্বপ্নে তাঁকে দেখার জন্য সম্মানিত হন? প্রথমে আসুন মূল বিষয়গুলো দিয়ে শুরু করি।

প্রতিবার যখন আপনি তাঁর উপর দরুদ পাঠান ﷺ, নবী ﷺ বলেছেন যে, যে আমার উপর সালাম পাঠায়, আল্লাহ তার আত্মা আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি। অন্য বর্ণনায় নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার। সুতরাং, এতে আমার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া কর, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে। এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের দরুদ কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে যখন আপনার পচে যাওয়া দেহ ইতিমধ্যে মাটির সাথে মিশে গেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ নবীদের দেহ মাটি খাওয়া হারাম করেছেন। সুতরাং, আপনি যদি এখনই তাঁর উপর সালাম পাঠান, তবে তাঁর আত্মা এখনই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সাড়া দিচ্ছে, সেই শরীর থেকে যা সাহাবীরা মদিনায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করার সময় যেমন ছিল তেমনই অক্ষত।

নবী ﷺ মু'আয (রাঃ) কেও বলেছিলেন, আমার নিকটতম ব্যক্তি হলো তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি, তারা যে-ই হোক এবং যেখানেই থাকুক। এখন মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে,

ধার্মিকতার মাপকাঠি স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখা নয়। এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে তাঁর অনুসরণ করা। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিরাও কখনও স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখেননি। আর কখনো কখনো কম ধার্মিক ব্যক্তিও তাঁকে দেখতে পায়। তবে সম্ভবত আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তাদের আল্লাহর দিকে যাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ওষুধ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যাই হোক, এটি নিঃসন্দেহে একটি গভীর আশীর্বাদ, কারণ যে তাঁকে দেখেছে ﷺ সে সত্যিই তাঁকে দেখেছে। নবী ﷺ বলেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যিই আমাকে দেখেছে, কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। সুতরাং এখানে দুটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক নম্বর, শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করতে পারে না এবং দুই নম্বর, তাঁকে তাঁর আসল রূপে থাকতে হবে, তবেই তা সত্যি হবে। এখন আপনি নবী ﷺ কে কীভাবে দেখেন, তাও আপনাকে বিভিন্ন জিনিস বলতে পারে।

ইমাম ইবনে হাজার (রহঃ) আবি জামরার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি আপনি নবী ﷺ কে সুন্দর রূপে দেখেন, তবে এটি স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষ থেকে ভালো ধর্মের লক্ষণ। কিন্তু যদি নবী ﷺ এর কোনো ক্ষত বা আঘাত থাকে, তবে এটি আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের দ্বীনের ঘাটতির লক্ষণ। তাই একজন ব্যক্তি ইবনে সিরিন (রহঃ) এর কাছে এসে বলেন, আমি নিজেকে আমার হাতে নবী ﷺ কে কবর দিতে দেখেছি এবং ইবনে সিরিন (রহঃ) এর ব্যাখ্যা ছিল যে, সেই ব্যক্তি বিদ'আতে লিপ্ত, অর্থাৎ তারা সুন্নাহকে কবর দিচ্ছিল।

অন্যদিকে, অনেক আলেম নবী ﷺ এর কবর খুঁড়তে দেখেন। তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন, যিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি নবী ﷺ এর কবর খুঁড়ছি এবং তারপর আমি তাঁর হাড়গুলো সাজাতে শুরু করি এবং এর ব্যাখ্যা ছিল যে, তিনি নবী ﷺ এর বর্ণনাগুলো সাজাচ্ছেন। তাই এটি আসলে একটি ভালো স্বপ্ন ছিল। নুরুদ্দিন জঙ্গি (রহঃ), সালাহউদ্দিন (রহঃ) এর পূর্বসূরী। তিনি নবী ﷺ এর একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং নবী ﷺ কে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল এবং তিনি দুইজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন এবং নুরুদ্দিনকে বলেন, এই দুটি কুকুর থেকে আমাকে বাঁচাও। তাই নুরুদ্দিন অবিলম্বে তাঁর দুইজন সৈন্যকে মদিনায় পাঠান এবং বলেন, এই দুই লোককে খোঁজ এবং তিনি তাদের সঠিক চেহারা দেন এবং তিনি তাদের দুই গুপ্ত ক্রুসেডারকে খুঁজে পান, যাদের চেহারা নবী ﷺ স্বপ্নে বর্ণনা করেছিলেন এবং তারা নবী ﷺ এর কবরে অনুপ্রবেশ করার জন্য ভূগর্ভস্থ খনন করছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ), তিনি নিজেকে রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে মাছি তাড়াতে দেখেন এবং এর ব্যাখ্যা ছিল যে, তিনি তাঁর নামে আরোপিত জাল হাদিসগুলো সরিয়ে দিচ্ছেন ﷺ। যখন ইমাম আহমদ (রহঃ) কে নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন তিনি নবী ﷺ কে তাঁর প্রতি ধৈর্য ধরতে বলতে দেখেন। এবং এমনকি তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে নবী ﷺ এর সাথে স্বপ্ন দেখত। তাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে নবী ﷺ কে বলতে দেখি, ইয়া ইবনে ইদ্রিস, হে ইবনে ইদ্রিস, এই যুবক আহমদকে সুসংবাদ দাও যে, শীঘ্রই আল্লাহর দ্বীনের পরীক্ষায় তাকে ফেলা হবে। তাকে এমন কিছু বলতে বলা হবে যা তার বলা

উচিত নয়। যখন তিনি তারা যা বলতে চায় তা বলতে অস্বীকার করবেন, তখন তাকে চাবুক দিয়ে পেটানো হবে। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য এমন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অদৃশ্য হবে না।

অন্য এক বৃদ্ধ বলেন, আমি গতকাল স্বপ্নে নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমরকে বাগদাদের খাল পার হতে দেখি এবং রাসূল ﷺ এর ডান কাঁধ থেকে তাঁর চাদর পড়ে যায়। এবং তারপর তুমি, হে আহমদ, ছুটে গিয়ে সেই চাদরটি নিয়ে এসে রাসূল ﷺ এর কাঁধে ফিরিয়ে দাও। তাই নবী ﷺ তোমার দিকে তাকালেন এবং আবু বকর ও উমরও তাকালেন এবং তোমাকে বললেন, খুশি হও, কারণ তুমি আগামীকাল জান্নাতে আমাদের সঙ্গী হবে। তারপর বৃদ্ধ লোকটি আহমদের সাথে থাকা লোকদের বলেন যে, আহমদ যে চাদরটি রাসূল ﷺ এর কাঁধে ফিরিয়ে দিয়েছিল, তা ছিল তাঁর সুন্নাহ ﷺ, যা আহমদ লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ, এটা দেখা যায় যে, নবী ﷺ স্বপ্নে আপনার সাথে দেখা করতে আসা ঠিক তেমনই, যেমন তিনি এই দুনিয়ায় আপনার সাথে দেখা করতে আসতেন। তিনি আপনাকে ধার্মিকতায় নিশ্চিত করছেন, তিনি আপনাকে একটি ভালো পথের পরামর্শ দিচ্ছেন, অথবা তিনি আপনাকে কষ্টে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এবং আজও তা ঘটে।

ডঃ আফিয়া সিদ্দিকী, যিনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত মহিলা, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, নবী ﷺ তাঁর ব্যথায় তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যখন উম্মাহ তাঁকে ভুলে গেছে। আরও অনেকে তাদের কঠিন সময়ে স্বপ্নের এই মূল্যবান উপহার পান। সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নগুলোর মধ্যে একটি হলো, শায়খ কিশক (রহঃ), যিনি ১৯৯৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শুক্রবারের দিন জেগে ওঠেন। এবং তিনি তাঁর ছেলের দিকে ফিরে বলেন, নবী ﷺ কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন? তিনি বলেন, তিনি ৬৩ বছর বয়সে মারা যান, আপনি তো জানেন। শায়খ কিশক (রহঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমার বয়স ৬৩ বছর। তিনি বলেন, গত রাতে আমি নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমরের স্বপ্ন দেখি। তারা সবাই ৬৩ বছর বয়সে মারা যান। এবং নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, উমরকে সালাম জানাও। আমি উমরকে সালাম জানাই এবং তারপর আমি মারা যাই। তারপর তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে নিজেকে দেখি, আমার শরীর নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমর দ্বারা ধৌত হচ্ছে। এবং সুবহানআল্লাহ, সেই দিনই শায়খ কিশক (রহঃ) শুক্রবার তাঁর সিজদাহ অবস্থায় মারা যান, যেমন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। কিন্তু এটা নবী ﷺ কে ভালোবাসা এবং পৃথিবীতে তাঁর আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করার পর। এটাই মূল কথা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, এই ভালোবাসা এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর বারযাখে এবং তারপর দার আল-জাযা, পরকালের ঘরে। এবং একজন ব্যক্তি তাদের সাথেই থাকবে যাদের সে ভালোবাসে, এই সমস্ত আবাসে। তাই চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন। আর যদি আপনি এখানে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য না পান, তবে আপনি বারযাখে তাঁর দ্বারা গৃহীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ। এবং এরপর চিরকালের জন্য জান্নাতে তাঁর সাহচর্য লাভ করবেন। এখন, এমনকি আপনি যদি নিজেকে অযোগ্য মনে করেন, যখন

আপনি সেই মুহূর্তের দিকে কাজ করছেন, যখন আপনার আত্মা নবীর উপস্থিতিতে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, আপনি কি কখনও তাঁর এবং আপনার উপাস্যকে দেখার স্বপ্ন দেখার সাহস করেন? কারণ আপনি যদি আপনার স্বপ্নে আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠকে দেখতে পারেন, তবে স্বয়ং আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে কী বলবেন?

- لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) আনাস ইবনে মালিক মদিনায় ১০ বছর নবী ﷺ এর সেবা করেছেন। [সহীহ বুখারী #৬০৩৮; সহীহ মুসলিম #২৩০৯]

২) এবং তিনি বলেন, আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর বা বরকতময় কাউকে দেখিনি। সৃষ্টির সেরা, চরিত্রের সেরা। [সহীহ বুখারী #২৮২০; সহীহ মুসলিম #২৩০৭]

৩) আল-মুসান্না ইবনে সাঈদ বলেন, “আমি আনাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, ‘এমন রাত খুব কমই যায় যখন আমি আমার প্রিয়তম ﷺ কে দেখি না।’ যখন তিনি এটি বলতেন, তাঁর চোখ অশ্রু ঝরাতো।” [মুসনাদ আহমদ]

৪) নবী ﷺ বলেছেন: “যে আমার উপর সালাম পাঠায়, আল্লাহ তার আত্মা আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।” [সুনান আবু দাউদ #২০৪১]

৫) নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার; সুতরাং, এতে আমার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া কর, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দরুদ কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে যখন আপনার পচে যাওয়া দেহ ইতিমধ্যে মাটির সাথে মিশে গেছে?" তিনি (ﷺ) উত্তর দেন: "আল্লাহ নবীদের দেহ মাটি খাওয়া হারাম করেছেন।" [সুনান আবু দাউদ #১০৪৭]

৬) নবী ﷺ মু'আযকে বলেছিলেন: “আমার নিকটতম ব্যক্তি হলো তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি, তারা যে-ই হোক এবং যেখানেই থাকুক।” [মুসনাদ আহমদ]

৭) নবী ﷺ বলেছেন: "যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যিই আমাকে দেখেছে, কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" [সহীহ বুখারী #৬৯৯৭]

৮) ইবনে হাজার মুহাম্মদ ইবনে আবি জামরা থেকে বর্ণনা করেন: যদি আপনি নবী ﷺ কে সুন্দর রূপে দেখেন, তবে এটি স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষ থেকে ভালো ধর্মের লক্ষণ। কিন্তু যদি নবীর কোনো ক্ষত বা আঘাত থাকে, তবে সেটি স্বপ্নদ্রষ্টার দ্বীনের ঘাটতির লক্ষণ। [ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী]

# আল্লাহ কি আপনার সাথে কথা বলছেন? | পর্ব ৬

"চোখের দেখাই বিশ্বাস"—কিন্তু আপনি যদি কখনো আল্লাহকে না দেখেন?

আপনার নিজের আত্মার চেয়েও যিনি আপনার নিকটবর্তী, তাঁর নিকটবর্তী হবেন কীভাবে? প্রতিবার যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াত করেন, তিনি আপনার সাথে কথা বলেন। প্রতিবার যখন আপনি প্রার্থনা করেন, তিনি সাড়া দেন। প্রতিবার যখন আপনি তাঁকে ডাকেন, তিনি শোনেন।

কিন্তু আপনি কি তাঁর কন্ঠস্বর চিনতে যথেষ্ট কথা বলেন? একদিন, আপনার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে এবং আপনি রাতের আকাশে পূর্ণ চাঁদের মতো তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি কি সত্যিই তাঁকে খুঁজতে ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন? নাকি আপনি এখন তাঁর নিদর্শনগুলো চিনবেন এবং আজই তাঁর দিকে আপনার যাত্রা শুরু করবেন?

আপনি কি কখনো আল্লাহকে দেখেছেন? এবং যদি না দেখেন, তবে আপনি কতবার তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পান? প্রতিদিন আমরা চোখ খুলে আমাদের চারপাশের পৃথিবী দেখি। সৃষ্টির সৌন্দর্য, আমাদের প্রিয় মুখগুলো, সেই আশীর্বাদগুলো যা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। দৃষ্টি একটি শক্তিশালী অনুভূতি। লোকেরা বলে, চোখের দেখাই বিশ্বাস, তাই না? কিন্তু আপনি কি কখনো আল্লাহকে দেখেছেন? এবং যদি আপনি তাঁকে কখনো না দেখে থাকেন, তবে আপনি কীভাবে তাঁর নৈকট্য লাভ করবেন?

আবু ইয়াজিদ আল-বুস্তামি বলেন, "আমি স্বপ্নে আমার প্রভুকে দেখেছি। এবং আমি বললাম, 'হে আমার প্রভু, আমি কীভাবে আপনার কাছে পৌঁছাবো? এবং আমার প্রভু উত্তর দিলেন, “নিজেকে ত্যাগ করে কাছে এসো।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) ও বলেন, "আমি স্বপ্নে আমার প্রভুকে দেখেছি এবং আমি বললাম, হে আমার প্রভু, কীভাবে আপনার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব? এবং তিনি উত্তর দিলেন, 'হে আহমদ আমার কথার মাধ্যমে, অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আমি বললাম, হে আমার প্রভু, আমরা কি বুঝেশুনে তেলাওয়াত করব নাকি না বুঝে? এবং আল্লাহ (আজ্জা ওয়া জাল) উত্তর দিলেন, বুঝে বা না বুঝে, অর্থাৎ কুরআন বরকতময় এবং তাফসির ও বোধগম্যতা সহ পড়া অবশ্যই ভালো। কিন্তু আল্লাহর শব্দের তেলাওয়াতই তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সেরা উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, ইয়াহিয়া আল-বাক্কা (রহঃ) স্বপ্নে তাঁর প্রভুকে দেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমি কতদিন ধরে আপনাকে ডাকছি এবং আপনি আমাকে উত্তর দিচ্ছেন না?" এবং আল্লাহ তাঁকে উত্তর দিলেন, "হে ইয়াহিয়া, আমি তোমার কন্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসি।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেছেন যে, ইহসান বা শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে পান। এবং যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান, তবে আপনি জানেন যে তিনি আপনাকে দেখেন। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ কী? একটি বর্ণনায় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বিস্তারিত বলেছেন। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  এর কাছে গেলাম এবং বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন।" এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বললেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাও এবং নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর এবং প্রতিটি পাথর ও গাছের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর। এবং যদি তুমি কোনো পাপ কর, তবে তার পরিবর্তে একটি ভালো কাজ কর। গোপন কাজের জন্য গোপন কাজ এবং প্রকাশ্য কাজের জন্য প্রকাশ্য কাজ।"

আমি চাই আপনি ভাবুন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি তাঁকে দেখতে পান এবং নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করার মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং এর একটি প্রজ্ঞা হলো, আপনি এখন বাস্তবতা তার প্রকৃত রূপে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং এর চেয়ে বেশি বাস্তব আর কিছুই নেই। এখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে বর্ণিত কিছু স্বপ্ন রয়েছে, যেখানে তারা বলতেন, আমি আল্লাহকে দেখেছি এবং আমরা জানি এরা সত্যবাদী মানুষ। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর একাধিকবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে লিপিবদ্ধ আছে। তাই এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ঘটনা, কিন্তু স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা বিরল।

এটি আত্মার জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা এবং হৃদয়ের একটি দৃষ্টি যা বাস্তব, তবুও পরকালে আল্লাহকে দেখার মতো কিছুই নয়, যা আমরা সবাই কামনা করি। এটি এমন কিছু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কয়েকজন ধার্মিক পূর্বসূরীদের উপহার দিয়েছেন এবং এটি এমন কিছু নয় যা নিয়ে আমাদের খুব বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। তাহলে এটি উল্লেখ করার কারণ কী? কারণ আপনি যদি মনোযোগ দেন, এমনকি সেই অল্প কয়েকটি স্বপ্নেও, সেই স্বপ্নগুলোতেও জোর দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কুরআনের তাঁর কথার মাধ্যমে এবং দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করুন। এটাই মূল কথা। আপনাকে এখানে আল্লাহকে দেখতে হবে না। আপনি আসলে প্রতিদিন একাধিকবার সরাসরি আল্লাহর সাথে যুক্ত হচ্ছেন।

কিছু লোক আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলে না। কিছু লোক আল্লাহ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তারা আল্লাহকে চেনে না। এবং আত্মার সেই সরাসরি সংযোগ বোঝা গভীরভাবে জীবন পরিবর্তনকারী হতে পারে। এবং অবশ্যই, যে কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সেই সরাসরি সংযোগ অনুভব করে, সে সবসময় আরও বেশি চায়। এবং এজন্যই মুসা (আঃ) এই দুনিয়ায় তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অক্ষম ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে কী দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন?

আল্লাহ তাঁকে কালিমুল্লাহ করে সম্মানিত করেছিলেন, যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি নিকটেই আছি।

এখানে আসার আগে, আল্লাহ সরাসরি আপনার সাথে কথা বলেছেন এবং বলেছেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? কবরে আপনাকে পরবর্তীবার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার প্রভু কে? এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে তাঁকে জানার জন্য আপনার কাছে অনেক সময় আছে। আপনি কি এর উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকবেন? একজন বিশ্বাসী তাত্ত্বিকভাবে তাদের জীবনে অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহর সাথে বেশি কথা বলত, যদি আপনি তাদের সালাতগুলোই ধরেন। এবং প্রতিবার যখন আপনি সালাত আদায় করেন এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন, তখন আল্লাহ সরাসরি আপনাকে উত্তর দেন।

আপনি যদি প্রতিদিন একটিও সুন্নাহ সালাত আদায় না করেন, তবুও আপনি কমপক্ষে ১৭ বার সরাসরি আল্লাহর সাথে সেই কথোপকথন করবেন। এবং এতে আপনার সালাতের বাকি অংশ বা দিনের বেলায় করা দু'আগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। সালাত হলো বিশ্বাসীর ঊর্ধ্বগমন। যেমন আল্লাহ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শরীর ও আত্মা উভয়ভাবে তাঁর দিকে যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সরাসরি তাঁর উপর সালাত ফরজ করেছিলেন, তেমনি আল্লাহ আপনাকে আপনার সালাত দিয়েছেন, যেখানে আপনার আত্মা তাঁর দিকে ওঠে এবং আপনি সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলেন। এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকে তার সিজদাহে, তার প্রণতিতে।

আমার মনে আছে, সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করা এক ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর অংশ আপনার কাছে কী? তিনি শুধু বললেন, আল্লাহর রহমত সহজলভ্য, আল্লাহ সবসময় নিকটবর্তী। আমি জানতাম না যে, সরাসরি সৃষ্টিকর্তার সাথে কথা বলতে পারা আমার জন্য কেমন হতে পারে। এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেন? আল্লাহ বলেন, যখনই আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং তার ঠোঁট আমার নাম বলে নড়ে, আমি তার সাথে থাকি। আল্লাহকে স্মরণ না করে আপনি তাঁর কথা বলতে পারবেন না। আপনার আত্মা সর্বদা তাঁর জন্য ব্যাকুল থাকে, এমনকি যখন আপনি ঘুমান।

ইমাম বাইহাকী একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন, যা আবু দারদা (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত। এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর প্রায় একই রকম বক্তব্য রয়েছে। বিশ্বাসীর আত্মা যখন ঘুমায়, তখন তা আল্লাহর আরশের কাছে আনা হয়। এবং যদি সে তাহারাতের অবস্থায় ঘুমায়, পবিত্রতার অবস্থায়, তবে তার আত্মাকে আল্লাহর কাছে সিজদাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং সুবহানাল্লাহ, আমরা জানি যে, ঘুমানোর আগে ওযু করা সুন্নাহ। যদি আমরা ওযু করি তবে ফেরেশতারা আমাদের জন্য সারা রাত দু'আ করে। সুতরাং, যখন আপনি ঘুমান, তখনও আপনাকে কাছে আনা হয়। এবং ঘুমের আগে আপনার শেষ কাজ যদি ভালো কাজ হয়, অর্থাৎ ওযু করা, তবে এটি তার পুরো রাত সেইভাবেই কাটবে। সেই আত্মা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য কতটা ব্যাকুল, তা নির্ভর করে আপনি আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কতটা দ্রুত এবং গভীরভাবে সাক্ষাৎ করেন বারযাখে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে। কেউ কি ইতিমধ্যে আল্লাহকে দেখছে? আবারও, পরকালের দৃষ্টির মতো কিছুই নেই।

জাবির (রাঃ) এর একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, উহুদে আমার বাবা শহীদ হওয়ার পর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসেছিলেন। এবং তিনি বললেন, "হে জাবির, আমি তোমাকে এত দুঃখিত দেখছি কেন?" তাই আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবা নিহত হয়েছেন এবং তিনি এতগুলো নির্ভরশীল, এতগুলো পরিবারের সদস্য এবং এতগুলো ঋণ রেখে গেছেন।" এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "আমি কি তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু বলব না? আল্লাহ পর্দার আড়াল ছাড়া আগে কখনো কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু আল্লাহ সরাসরি তোমার বাবার সাথে কথা বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন, “হে আমার বান্দা, আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে দেব। এবং তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, আমাকে আবার জীবন দিন, যাতে আমি আপনার পথে আবার নিহত হতে পারি। এবং আল্লাহ উত্তর দেন এবং বলেন, কিন্তু আমি ইতিমধ্যে ফয়সালা দিয়েছি যে, কেউ সেই জীবনে ফিরে আসবে না। তাই তিনি বললেন, সেই ক্ষেত্রে, হে আমার প্রভু, আমি যাদের রেখে এসেছি, তাদের কাছে খবর পৌঁছে দিন।"

এবং তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন, যে তারা আহইয়া, তারা জীবিত এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের যত্ন নিচ্ছেন। সুতরাং, শুধু ভাবুন। সেই সুন্দর মুহূর্তের পরে তিনি শুধু এটাই চাইবেন যে, ফিরে এসে আল্লাহর জন্য আবার জীবন উৎসর্গ করবেন। সেই ব্যাকুলতা কল্পনা করুন এবং গাজা, ইয়েমেন এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শহীদদের কথা ভাবুন, যারা এখন আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করছেন, শুধু তাঁকে দেখতেই নয়, তাঁর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে, তাঁর জন্য বারবার উৎসর্গ করতে চান।

ইমাম আহমদ (রহঃ) এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই অনেক স্বপ্নের কথা স্মরণ করুন, যখন তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছিল? তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর একজন ছাত্র বলেন, "আমি স্বপ্নে ইমাম আহমদকে দেখেছি। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনার প্রভু আপনার জন্য কী করেছেন?' এবং ইমাম আহমদ উত্তর দিলেন, 'তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, ইয়া আহমদ, আমার জন্য তুমি ৬০টি চাবুক খেয়েছ। এবং আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার প্রভু। তিনি বললেন, এখন আমার মুখ তোমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, তুমি যেমন খুশি দেখ।" সুবহানআল্লাহ, আপনি আল্লাহর জন্য তিক্ত ত্যাগ, যখন আপনি তাঁকে দেখতে পান না এবং সেখানে তাঁকে দেখার মধুরতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ দেখতে পাচ্ছেন। এখন সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সরাসরি দেখতে আপনার কিছুটা সময় লাগতে পারে।

এবং আমরা জানি যে, তাঁর চূড়ান্ত দর্শন জান্নাতের জন্য সংরক্ষিত। তবে আপাতত, আপনি তাঁর নিদর্শনগুলো দেখেন। এবং যখন আপনি মারা যান, তখন আপনি আরও কিছু নিদর্শন দেখতে পান, যা এখন আপনার কাছে দৃশ্যমান এবং আপনার ও তাঁর মধ্যে আরও একটি পর্দা সরে যায়। যখন আমরা মারা যাই, তখন বিশ্বাসীরা রহমতের ফেরেশতাদের দেখে। অবিশ্বাসীরা শাস্তির ফেরেশতাদের দেখে। শহীদরা প্রথম আঘাত থেকেই জান্নাত দেখে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাসী হন, তবে সেই সময়ে আপনি আপনার নিজের ইসরা ও মিরাজের সংস্করণ পাবেন। ইমাম দাহহাক যেমন বর্ণনা করেছেন, যখন বিশ্বাসী বান্দার আত্মা নেওয়া হয়, তখন তা আকাশে উঠানো হয় এবং যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তারা তার সাথে থাকে। এবং তারা বলে," হে প্রভু, এই আপনার বান্দা অমুক, যদিও আল্লাহ তাদের চেয়ে ভালো জানেন। এবং তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি সীলমোহর করা সনদ পাঠান, যা তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দেয়। এবং তারপর তিনি বলেন, এটাই আল্লাহর কথার অর্থ, নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের আমলনামা ইল্লিয়্যিনে থাকবে। আর ইল্লিয়্যিন কী, তা তুমি কী জানো? এটি একটি লিখিত সনদ, যা আল্লাহর নিকটবর্তী ব্যক্তিরা দেখে।

প্রশ্ন হলো, আপনি কি এখন তাঁর নিদর্শন ও আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন? এবং এটি আপনার জন্য কী করছে? নাকি আপনি মহাবিশ্ব আপনাকে গ্রাস করার জন্য অপেক্ষা করছেন, যতক্ষণ না আপনি এমন এক সময়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পান, যখন কাজ করার মতো আর সময় থাকবে না?

আপনি যদি সেই দিনে আপনার নিজের দুই চোখে তাঁকে দেখার সেই উপহার চান, তবে আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, আল্লাহ এই জীবনে ইতিমধ্যে আপনাকে তাঁর সরাসরি প্রবেশাধিকার দিয়েছেন? আপনি কি সেখানে তাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন? নাকি আপনি এখানে আপনার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করবেন, যখন আপনি তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন? আপনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাই আমরা আপনার থেকে সেই আবরণ সরিয়ে দিয়েছি এবং এখন আপনার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কিন্তু আপনি ইতিমধ্যে মৃত। আপনি কি আদৌ কখনো জীবিত ছিলেন?

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযথ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

# তথ্যসূত্র

১) আবু ইয়াজিদ আল-বুস্তামি বলেন: "আমি পরাক্রমশালী প্রভুকে স্বপ্নে দেখেছি এবং জিজ্ঞেস করেছি: 'হে মহিমার প্রভু, আমি কীভাবে আপনার কাছে পৌঁছাবো? তিনি উত্তর দিলেন, 'নিজেকে ত্যাগ করে এসো।'" [ইবনুল জাওযী, সিফাত আস-সাফওয়া]

২) ইমাম আহমদ বলেন: "আমি স্বপ্নে আমার প্রভুকে দেখেছি এবং বললাম, 'আমার প্রভু, আপনার নৈকট্য লাভের চেষ্টাকারীদের জন্য নিকটবর্তী হওয়ার সর্বোত্তম উপায় কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার কথার মাধ্যমে, হে আহমদ।' অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আমি বললাম, 'হে প্রভু! বুঝেশুনে নাকি (এমনকি) না বুঝে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বুঝে বা না বুঝে।'" [ইবনুল জাওযী, আত-তাবসিরাহ]

৩) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ইহসান হলো, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে পান, এবং যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান, তবে জানবেন যে তিনি আপনাকে দেখেন।" [সহীহ বুখারী #৫০; সহীহ মুসলিম #৮]

৪) মু'আয বলেন: আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপদেশ চেয়েছিলাম এবং তিনি বললেন, "এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখ, নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর এবং প্রতিটি পাথর ও গাছের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর। যদি তুমি কোনো পাপ কর, তবে তার পরে একটি ভালো কাজ কর; গোপন কাজের জন্য গোপন কাজ এবং প্রকাশ্য কাজের জন্য প্রকাশ্য কাজ।" [ইবনে আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ; ইবনে হাম্বল, কিতাব আজ-জুহদ]

৫) ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন: "আমি আমার স্বপ্নে নিরানব্বই বার মহিমার প্রভুকে দেখেছি।" [আস-সাফুরি, নুজহাত আল-মাজালিস]

৬) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের মহিমাময় প্রভুকে দেখার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই।" [সহীহ মুসলিম #১৮১]

৭) জারির বর্ণনা করেন: "আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম, যখন তিনি পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'নিশ্চয়ই, তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখ, তাঁকে দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না।'" [সহীহ বুখারী #৫৫৪; সহীহ মুসলিম #৬৩৩]

৮) আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ, যিনি মহান, বলেছেন: 'আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে।'

# আপনার সত্যিই কতগুলো জীবন আছে? | পর্ব ৭

আপনার সত্যিই কতগুলো জীবন আছে? আপনি হয়তো শ্বাস নিচ্ছেন, কিন্তু আপনার আত্মা কি ইতিমধ্যেই মৃত? আপনি কি আপনার শরীরকে খাইয়েছেন, অথচ আপনার হৃদয়কে ক্ষুধার্ত রেখেছেন?

শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে আধ্যাত্মিক মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর। কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ যেমন মৃত পৃথিবীকে আবার জীবিত করেন, তেমনি তিনি আপনার আত্মাকেও পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। তাহলে আপনি কতবার আপনার হৃদয়কে হত্যা করেছেন, আর কতবার আপনি একে ফিরিয়ে আনতে পারবেন? একবার যখন আপনি আপনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, তখন আপনার পুনর্জন্মের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। তাই, আপনি কি কবর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এটা উপলব্ধি করার জন্য যে আপনি কখনও সত্যিই বেঁচে ছিলেন কিনা? নাকি আপনার হাতে সময় থাকতেই আপনি আপনার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন?

যখন আপনি আয়নার দিকে তাকান, তখন আপনি হয়তো একজন জীবন্ত মানুষ দেখতে পান, কিন্তু অন্যদিকে, আপনি কি আসলে শুধু একটি মৃতদেহ? আপনি কি সত্যিই জীবিত, নাকি আপনি শুধু আপনার শরীর আপনার মৃত আত্মার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অপেক্ষা করছেন? আপনি হয়তো আপনার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাইয়েছেন, কিন্তু আপনি কি আপনার আত্মাকে ক্ষুধার্ত করে মেরে ফেলছেন? আপনি কতবার আপনার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে হত্যা করেছেন? এবং কতবার আপনি এটিকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারেন?

আল-ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ মুসাকে (আঃ) ওহী করেছিলেন, "ওহে মুসা, আমার সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে মারা গিয়েছিল সে ছিল ইবলিস, কারণ সে আমার অবাধ্য হয়েছিল এবং আমি যে আমার অবাধ্য হয় তাকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করি।"

অন্যদিকে উমর (রাঃ) কে একজন মৃত মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যাকে আবার জীবিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "সে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।"

আমি চাই আপনি উমর (রাঃ) এর আগের জীবনের কথা কল্পনা করুন, যদি আপনি তাকে খুব বেশি মদ্যপান করতে এবং তার আশেপাশের লোকদের আঘাত করতে দেখেন, এমনকি নবীকে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যার ষড়যন্ত্র করার মতো পর্যায়েও পৌঁছে যান। এবং তারপর আপনি উমর (রাঃ) কে খলিফা হিসেবে দেখলেন। এটা একই মানুষ নয়। এবং সূরা

আল-হাদিদে যখন আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান এনেছে, তাদের কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?" তিনি সাথে সাথেই বলেন, "জেনে রাখ, আল্লাহ মৃত ভূমিকে জীবিত করেন।" এবং এটি একটি নিদর্শন যে, আপনার হৃদয় বা আত্মা যতই মৃত হোক না কেন, এটি একাধিকবার জীবনে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনি কি এখন জীবিত নাকি আপনি ইতিমধ্যেই মৃত? এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সালাফরা বলতেন, "কারও শরীরের মৃত্যুর চেয়ে তার হৃদয়ের মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর।"

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা হলো, 'জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই নশ্বর।' " এবং এর মধ্যে আপনার শরীরও অন্তর্ভুক্ত, যখন এটি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে না। শারীরিকভাবে আপনার জীবন অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে। আপনার "আলমে জারর" এর জীবন আছে, যা প্রাক-অস্তিত্বের জগৎ, যেখানে আপনি কেবল একটি আত্মা ছিলেন। এবং তারপর আপনার "হায়াতুদ দুনিয়া" আছে, এই পৃথিবীর জীবন, যেখানে আপনার শরীর আপনার আত্মার সাথে মিশে যায় এবং আপনি একটি "নফস" হন, যা একটি সত্তা। এবং তারপর আপনি "বারযাখ" এ চলে যান, যেখানে আপনার আত্মা চলতে থাকে, কিন্তু এটি কোনো না কোনোভাবে আপনার শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যখন শরীর পচে যায়। এবং অবশেষে আপনার "আখিরাত" আছে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার অনুমতি দেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আপনার মেরুদণ্ডের এই ছোট অংশে বৃষ্টি আঘাত হানে এবং একটি নতুন শরীর বেরিয়ে আসে এবং এটি একটি আত্মার সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেই আত্মা এবং শরীর চিরস্থায়ী পরিণতি নিয়ে বেঁচে থাকবে।"

এটি শারীরিক, কিন্তু আপনার আত্মা, আপনার শরীরের মতো নয়, একাধিকবার পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে এবং জীবনে ফিরে আসতে পারে। এবং এটি এত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, একজন ব্যক্তি ৮০ বছর বয়সে মারা যেতে পারে, কিন্তু আত্মার দিক থেকে আসলে আট দিন বয়সী হতে পারে, কারণ প্রতিটি সংগ্রাম, আল্লাহর দিকে প্রতিটি প্রত্যাবর্তন পুরানো আপনার একটি স্তর সরিয়ে দেয় এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো এই নতুন বিশ্বাসী। সুবহানাল্লাহ, আমার নিজের সম্প্রদায়ের একজন ৭৫ বছর বয়সী লোকের কথা আমার মনে আছে, যিনি লোকদের বলতেন যে তিনি মাত্র চার বছর বয়সী, কারণ তিনি তার শাহাদাতের দিনটিকে তার জন্মদিন হিসেবে গণনা করছিলেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তার পুনর্জন্ম সহজ ছিল। যখন আপনি মুসলিম হন, তখন আপনি আপনার পুরানো জীবনের আরাম ত্যাগ করেন, যার মধ্যে আপনি যা গ্রহণ করতেন এবং যাদের সাথে থাকতেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে আপনি কে ছিলেন, তার অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি পুনর্জন্মের সাথে কিছু ত্যাগ বা অস্বস্তি থাকে, তবে এর পরে একটি নতুন জীবন আসে। এবং আমি চাই আপনি সেই সমস্ত হাদিসের দিকে মনোযোগ দিন, যেখানে নবী

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে আমরা সেই অবস্থায় ফিরে যেতে পারি, যেদিন আমাদের মা আমাদের জন্ম দিয়েছিলেন।

তাই প্রথমে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা বিন আমিরের হাদিসে বলেছেন, তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "কোনো মুসলিম নেই যে সঠিকভাবে ওযু করে এবং তারপর তার সালাতে দাঁড়ায়, যখন সে জানে সে কী বলছে, সে সেই সালাত থেকে বের হয়ে আসবে, ঠিক যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।" তাই ঠিক যেমন শিশুটি অ্যামনিওটিক তরলে আবৃত হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিল, আপনি ওযুর আধ্যাত্মিক তরলে আবৃত হয়ে বের হন এবং শিশু হিসাবে আপনি যখন প্রথম বের হয়েছিলেন তখন আপনি আজান শুনেছিলেন। তাই একজন ব্যক্তি মূলত প্রতিটি ওযু এবং প্রতিটি সালাতের সাথে তার জন্মের চক্রটি পুনরায় চালাচ্ছে। যদি আপনি চিন্তা করেন যে, আত্মা কীভাবে এই পৃথিবীতে পাপ ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওযু এবং সালাত আমাদের পাপগুলোকে ধুয়ে দেয়, ঠিক জীবনের নদীর মতো এবং আমাদের রুকু এবং সিজদার সময় আমাদের শরীর থেকে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা পড়ে যায়, ঠিক যেমন আমাদের পিঠ এবং কাঁধ থেকে বালি পড়ে যেত, যদি আমরা নড়াচড়া করতাম।"

তারপর আপনার ওযু এবং সালাতের এই আরও তীব্র সংস্করণ রয়েছে, যা মসজিদের দিকে হাঁটা, এক সালাত থেকে অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ওযু করা এবং এখানে আপনার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্নের একটি সবচেয়ে অবিশ্বাস্য বর্ণনা রয়েছে। মু'আয (রাঃ) বলেন, "একবার নবী (সাঃ) ফজরের সালাতে দেরি করেছিলেন এবং প্রায় সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল এবং তাই আমরা মসজিদে অপেক্ষা করছিলাম এবং তারপর তিনি দ্রুত বেরিয়ে এলেন (সাঃ), ইকামত দেওয়া হলো এবং নবী (সাঃ) সালাত আদায় করলেন এবং তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করলেন এবং তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করার পরে, তিনি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, 'যেমন তোমরা আছো, তেমনই সারিবদ্ধ থাকো।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে বলব কেন আজ সকালে আমার দেরি হয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'গত রাতে আমি কিয়াম করছিলাম এবং ওযু করলাম এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার জন্য যা লিখেছিলেন, ততটুকু সালাত আদায় করলাম।' তারপর তিনি বলেন, 'আমার তন্দ্রা এলো এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং তিনি বলেন, 'তখন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সর্বোত্তম রূপে দেখলাম এবং তিনি আমাকে বললেন, 'ইয়া মুহাম্মদ, ওহে মুহাম্মদ।' তাই আমি বললাম, 'রব্বি লাব্বাইক, এই তো আমি ওহে আমার রব।' তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো সর্বোচ্চ সমাবেশ আল-মালাউল আলা, অর্থাৎ ফেরেশতারা এখন কী নিয়ে তর্ক করছে?' আমি বললাম, 'লা আদরি ইয়া রব, আমি জানি না ওহে আমার রব।' তাই তিনি আমাকে আবার বললেন এবং আমি একই উত্তর দিলাম এবং এটি তিনবার ঘটল এবং তারপর তিনি বলেন, 'তিনি আমার কাঁধের মাঝখানে তার হাত রাখলেন, যতক্ষণ না আমি আমার বুকে শীতলতা অনুভব করলাম এবং সবকিছু আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং

আমি উত্তর জানলাম।' তাই তিনি বললেন, 'ইয়া মুহাম্মদ, আমি উত্তর দিলাম, এই তো আমি ওহে আমার রব।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কী নিয়ে বিতর্ক করছে?' আমি বললাম, 'তারা সেই আমলগুলো নিয়ে বিতর্ক করছে, যা একজনের পাপ সম্পূর্ণরূপে মোচন করে দেয়।' এটি আসমানে ফেরেশতাদের কথোপকথন।

তাই আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে সেগুলো কী?' এবং আমি বললাম, 'জামাতের সালাতের জন্য হাঁটা, সালাতের পরে মসজিদে বসে থাকা এবং পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ওযু করা। যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করবে, 'সে ভালো জীবনযাপন করবে এবং ভালো মৃত্যু বরণ করবে। সে তার পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।'

আপনি দেখুন, শারীরিক জন্মের সময় সংগ্রাম, ব্যথা এবং অপেক্ষা থাকে। একজন মা নয় মাস পর্যন্ত একটি শিশুকে বহন করেন এবং একইভাবে একটি আত্মা তার পাপ বহন করে, যতক্ষণ না সে সেগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্ষমার কাছে সমর্পণ করে, তখন সেই আত্মা আবার জন্মগ্রহণ করে। এবং সবচেয়ে বড় মসজিদ এবং সালাত আদায়ের সবচেয়ে বড় জায়গা কোনটি? মক্কা। এবং এই কারণেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই কাবায় হজ করে এবং অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত থাকে এবং ঝগড়া থেকে বিরত থাকে, সে সেই দিনটির মতো হজ থেকে বের হয়ে আসবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।"

সুবহানাল্লাহ, আমি চাই আপনি ভাবুন কীভাবে হজের সবকিছু আপনার জন্মের প্রতিচ্ছবি। আপনি আরাফাতে দাঁড়ান, যা সেই একই জায়গা, যেখানে আপনার আত্মা এখানে আসার আগে ছিল এবং আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে আপনার অঙ্গীকার নবায়ন করেন। তারপর আপনি মুজদালিফায় যান, যা আত্মার ধারক স্থান। তারপর আপনি পৃথিবীতে আসেন এবং শয়তানকে পাথর মারেন। মনে রাখবেন, যখন আপনার জন্ম হয়েছিল, তখন শয়তান আপনাকে খোঁচা দিয়েছিল? এখন এই আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মে আপনি শয়তানকে পাথর মারছেন। এবং তারপর আপনি আপনার কুরবানী পেশ করেন।

মনে রাখবেন, যখন আপনার জন্ম হয়েছিল, তখন আকিকা ছিল, কুরবানী ছিল? কিন্তু এবার আপনি কুরবানী পেশ করছেন। তারপর আপনি তাওয়াফে আপনার জীবনের কেন্দ্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে রাখেন এবং আপনি আপনার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করে সা'ঈতে এগিয়ে যান। এবং কোনো এক সময়ে আপনি আপনার ইহরাম থেকে বের হন, যা মৃত্যুর সময় আপনার কাফনের মতো। এবং তারপর আপনি জান্নাতে বিশ্বাসীদের উদযাপনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিশ্বাসীদের সাথে উদযাপন করেন। সুবহানাল্লাহ, এটি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর একটি সম্পূর্ণ অনুকরণ। এবং সঠিকভাবে করা হলে এটি আপনার আত্মার সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম। এই পৃথিবীতে তীর্থযাত্রা আত্মার পুনর্জন্ম, কারণ এটি পরকালের যাত্রার প্রতীক। তবে পুনর্জন্ম কেবল মক্কায় তীর্থযাত্রার মাধ্যমেই ঘটে না,

বরং অন্যান্য যাত্রার মাধ্যমেও ঘটে, যার মধ্যে আরেকটি বিশেষ স্থান রয়েছে, যা বর্তমানে আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের, আল-মসজিদ আল-আকসা।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন সুলাইমান (আঃ) বাইতুল মাকদিস নির্মাণ শেষ করলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চাইলেন। তিনি আল্লাহর কাছে এমন বিচার চাইলেন, যা তার বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এবং তারপর তিনি আল্লাহর কাছে এমন একটি রাজ্য চাইলেন, যা তার পরে আর কারও থাকবে না। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে চাইলেন যে, যে কেউ শুধু এখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে আসবে, সে সেই দিনটির মতো পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে আসবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তার প্রথম দুটি দোয়া কবুল করা হয়েছিল এবং আমি আশা করি তার তৃতীয়টিও মঞ্জুর করা হয়েছিল।"

তারপর আপনার হিজরত আছে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়া। এবং এই পরিস্থিতিতে আপনি আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর জন্য একটি নতুন দেশে একটি নতুন জীবন শুরু করছেন। তাই আল্লাহ আপনার পাপগুলোকে সেই স্থানে রেখে যান, যা আপনি ত্যাগ করেছিলেন। অবশেষে এমন কিছু ঘটে, যা নিয়মিত ঘটে, যা পরীক্ষার সময়ে কৃতজ্ঞতা।

শাদ্দাদ ইবনে আওসের (রাঃ) হাদিস থেকে, তিনি বলেছেন, "আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন, যখন আমি আমার কোনো বিশ্বাসী বান্দাকে পরীক্ষা করি এবং সে আমাকে প্রশংসা করে, যা দিয়ে আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, তখন সে সেই দিনটির মতো তার পাপ থেকে উঠে আসবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।' " এবং এটি এই কারণে যে, পরীক্ষা এবং কষ্টের সাথে আপনার পাপগুলো আপনার থেকে পড়ে যায়, বিশেষ করে যখন আপনি এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করেন। এবং পরীক্ষা যত বড় হবে, তত বেশি পাপ আপনার থেকে পড়ে যাবে এবং আপনার পাল্লায় তত বেশি সওয়াব যোগ করা হবে।

এখন এই সমস্ত হাদিসগুলোর সারসংক্ষেপ করার জন্য, আমি চাই আপনি ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, তা নিয়ে ভাবুন। তিনি বলেছেন, "পুনর্জন্ম এবং মৃত্যু কী, একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর ছাড়া?" তাই আপনি মুসলিম হচ্ছেন, আপনি হজে যাচ্ছেন, আপনি হিজরত করছেন। তাই এটি কেবল একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তারা তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে, যা তোমাদের জীবন দেয়।"

আপনার প্রতিটি জীবিত দিন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার, আপনার ভেতরের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করার এবং হ্যাঁ, এমনকি পুনর্জন্ম লাভ করার একটি সুযোগ। তবে যখন আপনার শারীরিক মৃত্যুর মুহূর্ত আসে এবং আপনি আক্ষরিক অর্থে পুনর্জন্ম লাভ

করেন, তখন আপনার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের সুযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে যায়। কারণ এবার আপনি আপনার শরীর এবং এই জগতের আবরণ বন্ধ করবেন এবং আপনার মৃত্যু পরবর্তী স্টেশনে আপনার নতুন জীবন, এই স্টেশনে আপনি যে জীবনযাপন করছেন তার উপর ভিত্তি করে। মৃত্যু একটি নতুন জন্ম, একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর, এবং মানুষ এই স্থানান্তর পছন্দ করে না। এক মাত্রা থেকে অন্য মাত্রায় স্থানান্তর করা বেদনাদায়ক।

লক্ষ্য করুন, ইয়াহিয়া এবং ঈসা (আ:) এর দোয়ার প্রজ্ঞা, আমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমি পুনরুত্থিত হব।

কারণ এই স্থানান্তরগুলোর মধ্যেই আপনি সবচেয়ে বড় চাপ অনুভব করেন। এখন একটি শিশুর কথা ভাবুন, যার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আছে বা যে অস্বাভাবিকভাবে বড় এবং সে কীভাবে এই পৃথিবীতে আসে এবং এমন একটি আত্মার কথা ভাবুন, যা অহংকার এবং পাপে স্ফীত। আপনি সেই জগতে এমনভাবে স্থানান্তরিত হতে চান, যেখানে পাপের বোঝা খুব বেশি না থাকে।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, শুরুতে আপনি স্থানান্তরিত হতে ঘৃণা করেন, ঠিক যেমন শিশু এই পৃথিবীতে আসতে ঘৃণা করে, কারণ সে অনুভব করে যে, তাকে গর্ভের আরাম এবং যে খাদ্য সে পাচ্ছিল, তা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপর আরাম পেলে শিশুটি বড় হয়ে এই পৃথিবীকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং আর কখনও গর্ভে বা কবরে ফিরে যেতে চায় না। একইভাবে, মুমিন ব্যক্তি বারযাখে প্রাথমিক জন্মের পর সেই জগৎকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে শুরু করবে, প্রাথমিক কষ্টের পর। কিন্তু ঠিক যেমন আপনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেখানে একটি চাপ ছিল, কষ্ট ছিল, একটি সরু পথ দিয়ে প্রবেশ ছিল এবং জন্মের কয়েক ঘন্টা, এই ক্ষেত্রে মৃত্যু, অনন্তকালের মতো মনে হতে পারে।

তাই আপনি কি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করবেন, যখন আপনার আত্মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, এটা আবিষ্কার করতে যে, আপনি আসলে সত্যিই জীবিত ছিলেন কি না? নাকি আপনি এখানে আপনার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিশ্চিত করবেন, যাতে বারযাখে আপনার প্রস্থানের পরে আপনার পুনর্জন্ম আলো এবং জীবনের জগতে হয়? আর যদি আপনার পুনর্জন্মের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনার ঈমান এখনও পিছলে যাচ্ছে বলে মনে হয়? বারযাখের মুখের পথ কঠিন এবং এটি অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হলো শক্তভাবে ধরে থাকা।

لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বর্ণনা করেন: আল্লাহ মূসাকে ওহী করেন: "হে মূসা, আমার সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে মারা গিয়েছিল সে হলো শয়তান, কারণ সে আমার অবাধ্য হয়েছিল এবং যে আমার অবাধ্য হয় আমি তাকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করি।" [ইবনুল কাইয়্যিম, আদ-দা' ওয়াদ-দাওয়া']

২) সে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবন ও আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। [আল-আনআম (৬):১২২]

৩) যারা বিশ্বাস করে তাদের কি আল্লাহর স্মরণে এবং যা সত্য হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি হৃদয় বিনীত করার সময় আসেনি? [সূরা আল-হাদীদ (৫৭):১৬]

৪) জেনে রাখো, আল্লাহ মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন। [সূরা আল-হাদীদ (৫৭):১৭]

৫) সালাফরা বলতেন, কারো শরীরের মৃত্যুর চেয়েও ভয়ের বিষয় হলো তার হৃদয়ের মৃত্যু। [মিফতাহ দার আস-সা'আদা খণ্ড ১, পৃ. ৩০৬]

৬) নবী ﷺ বলেছেন: "একজন কবির বলা সবচেয়ে সত্য কথা হলো: নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই নশ্বর।" [সহীহ আল-বুখারী #৩৮৪১; সহীহ মুসলিম #২২৫৬]

৭) উকবা ইবনে আমির বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: "কোনো মুসলিম যদি সঠিকভাবে ওযু করে, তারপর সালাতে দাঁড়ায় এবং সে যা বলছে তা জানে, তবে সে সেই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।" [মুসনাদ আদ-দারিমি]

৮) ওযু এবং সালাত গুনাহগুলো ধুয়ে দেয়, ঠিক যেন জীবনের একটি নদী, এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা রুকু এবং সিজদার সময় ঝরে পড়ে, যেমন তাদের পিঠ থেকে বালি ঝরে পড়ে। [সহীহ ইবনে হিব্বান #১৭৩৪]

৯) নবী ﷺ বলেছেন: "আমার রব আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর রূপে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'হে মুহাম্মদ!' আমি জবাব দিলাম, 'আমি এখানে, আমার রব, আপনার সেবায় উপস্থিত।"

# মৃত্যুর অনুভূতি | পর্ব ৮

মৃত্যুর সময় কী ঘটে? জীবনের সবচেয়ে বড় চাপ হলো মৃত্যুর মুহূর্ত। ফেরেশতারা আসবে। আপনার আত্মা আপনার শরীর থেকে বের করে আনা হবে, সহজে বা জোর করে। এবং আপনি আপনার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন।

যদি আপনি এই জীবনে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকেন, তবে আপনি নিশ্চিতভাবে উত্তর দেবেন: আমার রব আল্লাহ। আমার ধর্ম ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ।

তাই শক্ত করে ধরে থাকুন। পরীক্ষা অপ্রত্যাশিতভাবে আসবে। আপনি কি প্রস্তুত থাকবেন? পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। শক্ত করে ধরে থাকুন। আপনার পৃথিবী কাঁপছে, আপনাকে চারপাশে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্থির থাকার জন্য আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, বাধাগুলো আপনাকে আঘাত করতে থাকে। একদিকে প্রলোভন টানছে, অন্যদিকে পরীক্ষা চাপ দিচ্ছে। ক্লান্তি এবং হতাশা আপনাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং কখনও কখনও মনে হয় আপনি আর এক পা ও নিতে পারবেন না। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন। আপনাকে স্থির রাখার জন্য একটি দড়ি প্রসারিত করা হয়েছে, যা অটুট এবং দৃঢ়। আর আপনার দায়িত্ব হলো আপনার দৃঢ়তা ধরে রাখা।

কায়েস ইবনে আব্বাদ বলেন, একবার আমি মসজিদে ছিলাম এবং এই সুন্দর, নম্র, ধার্মিক লোকটি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, লোকেরা বলল, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, জান্নাতের অধিবাসী। তিনি বলেন, পরে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, লোকেরা কি আপনাকে জান্নাতের অধিবাসী বলে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, মানুষের এমন কথা বলা উচিত নয় যা তারা নিশ্চিত নয়। তবে আমি নবী (ﷺ) এর সময়ে এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম। এবং মনে রাখবেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলেন মদিনার প্রধান রাবি, যিনি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী (ﷺ) এর সময়ে এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম যেখানে আমি একটি বাগানে প্রবেশ করি। এবং এই সুন্দর, প্রশস্ত বাগানের মাঝখানে একটি খুঁটি ছিল। এবং যখন আমি সেই খুঁটির দিকে তাকালাম, সেই খুঁটির শীর্ষে একটি হাতল ছিল। তাই আমাকে আরোহণ করতে এবং সেই হাতলটি ধরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি বললাম, আমি কীভাবে উপরে উঠব?

এবং তারপর হঠাৎ একজন ফেরেশতা আমার নিচে এলেন এবং আমাকে প্রবল বাতাসের মতো শীর্ষে নিয়ে গেলেন। এবং আমি তা ধরতে সক্ষম হলাম। এবং আমি সেই বাগানের মাঝখানে সেই খুঁটির শীর্ষে সেই হাতলটি ধরে আমার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। তাই আমি নবী (ﷺ) এর কাছে এসে নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কী ছিল? বাগানের কথা বললে তিনি বললেন, ওটা ছিল ইসলামের বাগান। আর খুঁটির কথা বললে, ওটা ছিল ইসলামের স্তম্ভ। আর তিনি বললেন, হাতলের কথা বললে, সেই বিশ্বস্ত হাতল যা আল্লাহ

কোরআনে বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি আমাকে বললেন, তুমি মারা না যাওয়া পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকবে।

আমি চাই আপনারা চিন্তা করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতভাবে আমাদেরকে ধরে রাখতে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত হাতল রাখতে বলেন, যাতে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। কারণ এই পৃথিবী আপনাকে প্রতারিত করবে এবং আপনাকে সব ধরনের জায়গায় নিয়ে যাবে। তিনি আমাদেরকে একটি সম্প্রদায় হিসেবে বলেন, আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো, কারণ এই পৃথিবী আপনাকে বিভক্ত করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে সরিয়ে দেবে, যা সর্বদা সম্প্রদায়ের উপর থাকে।

তিনি বলেন, আমাদের দেওয়া অঙ্গীকার দৃঢ়তার সাথে ধরো, কারণ ইসলামের এই বিষয়টি গুরুতর এবং মৃত হৃদয় থেকে আইনের সাথে প্রতারণা উদ্ভূত হয়।

নবী (ﷺ) বলেছেন যে এমন এক সময় আসবে যখন ধৈর্য ধরা জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখার মতো হবে, কারণ চারপাশে আকাঙ্ক্ষা এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য। নবী (ﷺ) বলেছেন, আমার সুন্নাহ শক্ত করে ধরো, যেন একজন মানুষ তার মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, কারণ তোমরা প্রতারণার যুগে বাস করবে এবং যদি তোমরা নবী (ﷺ) এর সুন্নাহ ত্যাগ করো তবে সহজেই বিপথে ডুবে যেতে পারো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যাকে সুন্দরী এবং মর্যাদাবান একজন মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকে এবং সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে ধরে রাখেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। এবং সেই মুহূর্তের উত্তাপে নতি স্বীকার না করার জন্য, আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ার শীতলতা দেন।

কল্পনা করুন যখন নবী (ﷺ) বলেছিলেন যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো যখন আপনি একজন অত্যাচারীর মুখের সামনে সত্য কথা বলেন। আমি চাই আপনারা আবদুল্লাহ ইবনে হুদাফা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীদের মতো লোকেদের কল্পনা করুন যারা সবচেয়ে শক্তিশালী অত্যাচারীদের উঠানে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলেছিলেন। অথবা গাজার সাহসী পুরুষ এবং মহিলাদের কথা চিন্তা করুন যারা প্রতিদিন তাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সেই মুহূর্তে কখনও নতি স্বীকার করে না। তারা তাদের জীবন হারাতে পারে কারণ তারা তাদের সামনের সেই সিংহাসনের চাপে ভীত নয়। কিন্তু যা ঘটে তা হলো তাদের আত্মা দ্রুত আকাশে পরম করুণাময়ের আরশে উঠে যায় চিরকাল জান্নাতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। এটি চাপের একটি মুহূর্ত মাত্র এবং এই জীবনে মৃত্যুর মুহূর্তের চেয়ে বড় চাপ আর নেই।

এবং সেই কারণেই নবী (ﷺ) এর সবচেয়ে বেশি করেছেন এমন দু'আ কী ছিল? يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার পথে দৃঢ় করুন। ثبات, দৃঢ়তার কথা চিন্তা করুন। আল্লাহ এই দৃঢ় কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে বিশ্বাসীদের এই জীবনে এবং পরকালে দৃঢ় করেন। কারণ যখন আপনি মৃত্যুর সমস্ত যন্ত্রণা এবং অবিশ্বাস করার জন্য শেষবারের মতো প্ররোচিত করা সমস্ত শয়তানদের সাথে এই

ক্ষণস্থায়ী জীবনের মুখোমুখি হন, তখনও আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেন। তবে লক্ষ্য করুন যে নবী (ﷺ) তার দু'আ দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, কারণ আপনার সবচেয়ে বেশি ثَبات এর প্রয়োজন হবে যখন ফেরেশতারা আপনার কবরে আপনাকে প্রশ্ন করতে আসবে। সেই সময়ে তারা যেকোনো অত্যাচারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং সেই পরিস্থিতি আপনি এখানে যা মুখোমুখি হবেন তার চেয়ে অনেক বেশি অপ্রতিরোধ্য।

তাই নবী (ﷺ) বলেছেন যখন আপনি আপনার ভাই বা বোনকে কবর দেন তখন আল্লাহর কাছে তার দৃঢ়তার জন্য দুআ করুন, কারণ তাকে তার অস্তিত্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এবং বিষয়টি হলো, এই পরীক্ষাগুলো কখন আসছে তা আপনার কোনো ধারণা নেই। ঠিক যেমন প্রতিদিন আপনি ঘুমানো এবং জেগে ওঠার মাধ্যমে জীবন এবং মৃত্যুর মহড়া দেন, তেমনি আপনি প্রতিটি মুহূর্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে মৃত্যুর চাপের মহড়া দেন, যখন আপনার বিশ্বাস নিয়ে চাপ দেওয়া হয়। আপনার জানা নেই কখন এবং কোথায় আপনি মারা যাবেন। তাই মৃত্যুর কয়েকদিন বা কয়েক মুহূর্ত আগে আপনি এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন না, কারণ পরীক্ষক কখন আপনাকে সেই পরীক্ষা দিয়ে চমকে দেবেন তা আপনার কোনো ধারণা নেই। এবং আত্মার প্রস্থানের মুহূর্তটি আল্লাহর কাছে পরিচিত একটি নির্ধারিত সময়, আপনার কাছে নয়। এবং ব্যক্তি জানে না কখন তারা তাদের আত্মাকে সেই বারজাখে পৌঁছে দেবে।

ঠিক যেমন ৩৮ সপ্তাহের গর্ভবতী মা জানেন না কখন তার প্রসব বেদনা শুরু হবে এবং কখন তিনি প্রসবের জন্য যাবেন, ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ একটি কাব্যিক কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, আমরা ভাগ্যের আঁকা পথে হাঁটি এবং যাদের হাঁটার ভাগ্য নির্ধারিত, তারা এগিয়ে যাবে। আমাদের জীবিকা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু যা আমাদের, তা অস্বীকার করা হবে না। যদি মৃত্যু কোনো ভূমিতে লেখা থাকে, তবে অন্য কোনো জায়গায় কারও শেষ অবস্থান হবে না। আমাদের সবার একটি ভূমি আছে যেখানে আমাদের আত্মা পরবর্তী জগতে জন্ম নেবে এবং আমরা জানি না এটি কোথায়।

নবী (ﷺ) বলেছেন যখন সময় আসবে, আল্লাহ আমাদের সেই সঠিক স্থানে একটি প্রয়োজন স্থাপন করবেন এবং যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো, মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের আত্মা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় গল্প বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন তিনি এমন একজন লোকের সাথে ছিলেন যিনি তাকে বলেছিলেন, ইয়া নবী আল্লাহ, হে আল্লাহর নবী, আমার ভারতে একটি প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। তাই আপনি কি বাতাসকে আমাকে এক মুহূর্তে ভারতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতে বলতে পারেন? সুলাইমান মৃত্যুর ফেরেশতার দিকে তাকালেন এবং দেখলেন তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, আপনি কেন হাসছেন? মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, এটা আশ্চর্যজনক। আমাকে এই লোকের আত্মা এই ঘন্টার শেষে ভারতে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি

তাকে আপনার সাথে দেখলাম। তাই তিনি দেখলেন যে বাতাস তাকে সেই ঘন্টায় ভারতে নিয়ে গেছে এবং তার আত্মা সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছিল। যখন আপনার মৃত্যুর মুহূর্ত আপনার কাছে আসে, তখন কখনও কখনও এটি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত সময়ে এবং সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায় আসে। এবং সেই মুহূর্তে হঠাৎ আপনি তাকান এবং দেখেন ফেরেশতারা আপনার দিকে এগিয়ে আসছে, হয় উত্তেজনায় বা ক্রোধে। তারা একবার আপনার শরীরে আপনার আত্মা শ্বাস দিয়েছিল এবং এখন তারা এটি বের করে নিতে এখানে এসেছে। চারপাশে অন্য কেউ থাকুক না কেন, আপনি কেবল তাদের লক্ষ্য করেন।

নবী (ﷺ) বলেছেন, আপনি হয়, যদি আপনি একজন বিশ্বাসী আত্মা হন, তবে আপনার দৃষ্টির শেষে দিগন্তে আলো নিয়ে ফেরেশতাদের অবতরণ করতে দেখবেন। মৃত্যুর ফেরেশতা এগিয়ে আসে এবং তিনি জান্নাতের কস্তুরীর মতো গন্ধযুক্ত একটি কাফন নিয়ে আসেন। তারা আপনাকে বলে, সালাম। ভয় পেয়ো না, হে পবিত্র আত্মা। আল্লাহর রহমত এবং সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আপনি হাসেন এবং আপনার আত্মা আপনার শরীর থেকে সহজেই সেই কাফনে চলে যায়, এমন একজন প্রভুর সাথে দেখা করতে আগ্রহী যিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট, আকাশে উঠতে প্রস্তুত এবং তার পুরস্কার গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটি একটি পাত্র থেকে পানির শেষ ফোঁটার মতো মসৃণভাবে বেরিয়ে আসে, ব্যথাহীন এবং আঘাতহীন।

অন্যদিকে, একজন দুষ্ট আত্মা ক্রোধে ফেরেশতাদের আসতে দেখে, তাকে আঘাত করে এবং তাই আত্মা শরীরে লুকিয়ে থাকে এবং ফেরেশতা এটিকে একটি হুকের মতো বের করে আনে, যেন এটি তুলার মধ্য দিয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এমন একজন প্রভুর ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো যাকে তুমি উপেক্ষা করেছ এবং এমন পরিণতির দিকে যা তুমি আশা করেছিলে বাস্তব হবে না। তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দৃঢ়তার কথা, ثَبات এর কথা দিয়ে শক্ত করে ধরে থাকুন। কারণ এটি বিচারের দিনের আগে আপনার অস্তিত্বের সবচেয়ে বিঘ্নিত মুহূর্ত। একজন ফেরেশতা একবার আপনার শরীরে আপনার আত্মা শ্বাস দিয়েছিল এবং আপনি একটি কঠিন চাপে বেরিয়ে আসার আগে কয়েক মাস ধরে প্রসবের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

এইবার, ফেরেশতা আপনার আত্মা নিয়ে গেল এবং এটি হয় আকাশে চলে গেল, সমস্ত আরাম এবং আশ্বাস অনুভব করার জন্য যা তার প্রয়োজন ছিল, যেমন গর্ভের কোমল শিশু, অথবা সিজ্জিনে, সর্বনিম্ন স্থানে যেখানে আধ্যাত্মিক গর্ভপাতগুলি বাতিল করা হবে। কিন্তু তারপর আপনাকে বারজাখে যেতে হবে। আপনার পুনর্জন্ম শুরু হচ্ছে এবং প্রতিটি আত্মাকে প্রসবের জন্য কবরে ফিরে আসতে হবে, যেমন আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি আমাদের মাটি থেকে ফিরিয়ে আনবেন যেমন তিনি আমাদের প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছিলেন।

নবী (ﷺ) কবরের চাপের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটি কবরের শাস্তি থেকে আলাদা। এমনকি সা'দ ইবনে মু'আদকেও (রাঃ) রেহাই দেওয়া হয়নি, যদিও তার মৃত্যু আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, অথবা এমন একটি নিষ্পাপ শিশুকে, যার পাপ করার সুযোগও হয়নি, তাকে প্রথম স্থানে শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু যখন মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয়,

তখন তাকে এমনভাবে চেপে ধরা হয় যা থেকে কেউ, বড় বা ছোট, ধার্মিক বা অনৈতিক, পালাতে পারে না। কিন্তু কঠিন এবং অনিবার্য আছে, এবং তারপরে পাপের অতিরিক্ত অসুবিধা আছে। দেখুন, সা'দ (রাঃ) এর তুলনামূলকভাবে সহজ প্রসব হয়েছিল, মাত্র একটি চাপ দিয়ে। অন্যদের পাঁজর এই প্রক্রিয়ায় চূর্ণ হয়ে যায়। এখন পরীক্ষা।

দুইজন ফেরেশতা আপনার কাজ লিখেছিলেন, রাকিবুন আতিদ, এবং দুইজন ফেরেশতা। এখন আপনাকে পরীক্ষা করবেন, মুনকার এবং নাকির। এবং দুইজন ফেরেশতা আপনার সাথে থাকবেন যখন আপনি উঠবেন, সাইকুন ওয়া শহীদ। এমনকি যখন তারা আপনার কাছে আসেন তখন সেই ফেরেশতাদের চেহারাও আপনার কাজের উপর ভিত্তি করে। মুনকার এবং নাকির ভাল লোকের কাছে ভাল আকারে এবং কুৎসিত লোকের কাছে কুৎসিত আকারে আসেন। আপনি আক্ষরিক অর্থে আপনার ফেরেশতাদের চিত্র তৈরি করেন। এবং সেই অবিশ্বাস্য চাপ চলছে যখন তারা একটি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মান রাব্বুক, মা দীনুক, মান নাবিয়ুক? আপনার রব কে? আপনার ধর্ম কী? এবং আপনার নবী কে? এবং সেই চরম চাপের মুহূর্তে উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো যদি আপনি এখানে চাপের মধ্যে কীভাবে উত্তর দিতে হয় তা জানেন। অন্যথায় আপনি আতঙ্কিত হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবেন। কিন্তু যদি আপনি শক্ত করে ধরে থাকেন, তবে প্রসব বেদনা কেটে যাবে, পরীক্ষা কেটে যাবে এবং আপনার আত্মা তার নতুন জগতে স্থির হতে শুরু করবে, যেমন এটি এই জীবনে আল্লাহর স্মরণে স্থির ছিল।

لَعَلِّىٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكۡتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

কায়েস ইবনে আব্বাদ বলেন, "আমি মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলেন, যাঁর চেহারায় নম্রতার চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। তিনি সংক্ষিপ্ত দুটি রাকাআত সালাত আদায় করলেন। লোকেরা বলল, 'এই ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মধ্যে একজন।' যখন তিনি চলে গেলেন, আমি তাঁর পিছু নিলাম, যতক্ষণ না তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর পেছনে ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সাথে কথা বললাম। যখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন, আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, লোকেরা এমন এমন কথা বলেছিল।' তিনি বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য! কারো এমন কথা বলা উচিত নয়, যার সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। আমি আপনাকে বলব কেন তারা এমন বলেছিল।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং আমি তা তাঁকে বর্ণনা করেছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি সবুজ বাগানে আছি। তিনি বাগানটির গাছপালা এবং প্রশস্ততা বর্ণনা করলেন। বাগানের মাঝখানে একটি লোহার খুঁটি ছিল, যা মাটিতে স্থাপিত ছিল এবং এর অগ্রভাগ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এর অগ্রভাগে একটি হাতল ছিল এবং আমাকে খুঁটিতে আরোহণ করতে বলা হয়েছিল। আমি বললাম, 'আমি পারব না।' তারপর একজন সাহায্যকারী এসে আমার পোশাক পিছন থেকে তুলে ধরলেন এবং আমাকে বললেন, 'আরোহণ করুন।' আমি আরোহণ করলাম, যতক্ষণ না আমি হাতলটি ধরলাম এবং তিনি আমাকে বললেন, 'হাতলটি ধরে রাখুন।' আমি সেই স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম, তখনও আমার হাতে হাতলটি ছিল।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাঁকে স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, 'বাগানটি ইসলামের বাগান, খুঁটিটি ইসলামের স্তম্ভ এবং হাতলটি হলো দৃঢ় বিশ্বাস, যা আপনি ধরে রেখেছেন। আপনি ইসলামে অবিচল থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মারা যান।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২২২৮৯)

# গাজার আত্মাদের সাথে যখন আপনার দেখা হবে | পর্ব ৯

ক্ষমতায় থাকা কাপুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট ভয়াবহতায় কত রাত আপনি নির্ঘুম কাটিয়েছেন? নিষ্পাপদের কতটুকু বিশ্রাম চুরি হয়েছে, মানুষরূপী শয়তানদের হাতে পুড়েছে এবং ভেঙেছে? এবং কতবার আপনি কামনা করেছেন—শুধু একবারের জন্য—যে অত্যাচারিতদের পরিবর্তে অত্যাচারীরাই যেন নির্যাতিত হতো?

শহীদদের আমাদের জন্য একটি বার্তা আছে। তাদের আত্মা এই পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠেছে, জান্নাতে মুক্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারে সান্ত্বনা পাচ্ছে। অত্যাচারীরা, তারা যতই অস্পৃশ্য মনে হোক না কেন, বারজাখের যন্ত্রণায় ইতিমধ্যেই আবদ্ধ, তাদের যন্ত্রণা সবে শুরু হয়েছে। ন্যায়বিচার অবশ্যম্ভাবী। শহীদরা শান্তিতে আছে, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

অত্যাচারীর চোখ যেন কখনো বিশ্রাম না নেয়। বোমার আড়ালে স্যুট পরে লুকিয়ে থাকা কাপুরুষ দানবদের কারণে কতবার আপনি অসহায়তায় রাতে ছটফট করেছেন? যে পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা ক্রমাগত পুড়ে, ভেঙে এবং নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের কতটুকু ঘুম কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? কতবার আপনি অত্যাচারীদের দিকে তাকিয়ে কামনা করেছেন যে তারাই যেন রাতে ঘুমাতে না পারে? কাপুরুষের চোখ যেন কখনো বিশ্রাম না নেয়। খালিদ (রাঃ) তার মৃত্যুশয্যায় এই কথাগুলো বলেছিলেন। যদিও এর একটি নির্দিষ্ট পার্থিব প্রেক্ষাপট ছিল, তবুও আজকের কাপুরুষদের জন্য বা তার চেয়েও বেশি কিছু কামনা করতে পারেন। এবং তারপরে আপনি ভাবতে পারেন, যারা এত মানুষকে কষ্ট দিয়েছে তাদের কষ্ট দেখতে চাওয়ার জন্য আমি কি খারাপ মানুষ? কখনও কখনও আমি জানতে স্বস্তি চাই যে যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা এখন সান্ত্বনা পাচ্ছে, কিন্তু আমি এই জবাবদিহিতাহীন অত্যাচারীদের এই পৃথিবীতে জবাবদিহি করতে দেখতে চাই। আপনি একা নন। আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের লোকদের প্রতি যা করা হচ্ছে তার দুঃখ এবং তাদের প্রতি যারা এই অপরাধ করছে তাদের প্রতি ক্রোধের মধ্যে দোলায়িত হই।

এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যিনি বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিও কখনও কখনও তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করতেন যারা এটিকে গণহত্যা চালানোর ময়দানে পরিণত করেছিল। কিন্তু বারজাখের বিষয় হলো, এটি একই সাথে সেই দুটি আবেগের কথাই বলে, কারণ ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার ইতিমধ্যেই চলমান। ইয়ামামার যুদ্ধের আগের রাতে, যারা নিহত হতে যাচ্ছিল তারা নানা ধরণের স্বপ্ন দেখছিল।

আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) জেগে উঠে বললেন, আমি গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি যেখানে আকাশ খুলে গেল এবং তারপর আমার আত্মা উপরে উঠে গেল এবং তারপর তারা বন্ধ হয়ে গেল। তুফাইল ইবনে আমর (রাঃ) এর আরও জীবন্ত স্বপ্ন ছিল। তিনি বললেন, গত রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে এবং যখন আমার শিরশ্ছেদ করা

হয়েছিল, তখন একটি পাখি আমার মুখ থেকে উড়ে একটি মহিলার কাছে গেল এবং সেই মহিলা সেই পাখিকে তার গর্ভে প্রবেশ করালো। এবং তারপর আমার ছেলে আমার পেছনে তাড়া করছিল এবং আমাকে খুঁজছিল, কিন্তু সে আমার নাগাল পায়নি। তিনি বললেন, আমি যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার শিরশ্ছেদ করা হবে। এবং তিনি বললেন, আর পাখির কথা, এটি আমার আত্মা, সেই মহিলা হলো পৃথিবী কারণ আমাকে এতে কবর দেওয়া হবে। আমার ছেলে, যে এই যুদ্ধে আমার সাথে ছিল, শহীদ হবে না এবং ভাববে আমার কী হয়েছে। এবং ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। আব্বাদের দেহ এত বিকৃত হয়েছিল যে তাকে কেবল একটি জন্মদাগ দেখে চেনা যেত। এবং তুফাইলের সত্যিই শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, তার ছেলে যুদ্ধ থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

এই বিবরণগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, আসুন স্বীকার করি, আমরা গত এক বছরে সম্ভবত আমাদের পুরো জীবনের চেয়ে বেশি মৃত্যু দেখেছি। এবং দেখুন এটা কতটা পরিচিত। গাজার লোকেরা তাদের শিরশ্ছেদ করা শহীদদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ফুল আঁকতে শিল্পকে অবলম্বন করেছে। গাজায় কত তুফাইল আছে? গাজায় কত আব্বাদ আছে? কত শহীদ আছে, যারা এখন তাদের দলে যোগ দিয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা আগে পড়তো? এবং তুফাইলের ছেলের মতো, যে তাকে অনুসরণ করতে পারেনি, আমরা সবাই ভাবছি আমাদের শহীদদের এখন কী হচ্ছে। এবং শহীদদের আমাদের জন্য একটি বার্তা আছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, উহুদের শহীদদের আত্মা যখন স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাদের অনেকের বিকৃত মৃতদেহ নিয়ে, আল্লাহ তাদের আত্মা সবুজ পাখির দেহে স্থাপন করেছিলেন, যা জান্নাতের নদীতে নেমে যায়। তারা এর ফল খায় এবং তারপর আল্লাহর আরশ থেকে ঝুলন্ত সোনার ঝাড়বাতিতে বাসা বাঁধে। এবং তারপর আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলেন এবং তিনি নিজেই তাদের আশ্বস্ত করেন।

এবং যখন তারা তাদের পুরস্কারের মাধুর্য অনুভব করল, তখন তারা বলল, কিন্তু আমাদের পরিবারকে কে বলবে যে আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, জীবিকা সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে তারা আমাদের মতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে এবং যুদ্ধে মনোবল না হারায়? সুবহানআল্লাহ, এটা শুধু আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছিল না। তারা আমাদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। তাই আল্লাহ বললেন, আমি নিজেই তাদের তোমাদের সম্পর্কে বলব। এবং তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন, যারা নিহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলো না যে তারা মৃত। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, জীবিকা প্রাপ্ত।

উহুদের শহীদ এবং গাজার শহীদরা আমাদের জানাতে চায় যে তারা ঠিক আছে, তবে আমাদের চালিয়ে যাওয়া দরকার। কারণ প্রথমত, তারা আর আমাদের সাথে না থাকলেও তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে আছে। মনে রাখবেন, যখন আসিয়া (রাঃ) শহীদ হওয়া পর্যন্ত নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, জান্নাতে

আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করুন। লক্ষ্য করুন, ঘরের আগে, পুরস্কারের আগে, তিনি প্রথমে আল্লাহর সাথে থাকতে চেয়েছিলেন। এবং এখন তিনি তাঁর সাথে আছেন। এবং আল্লাহ বলেন, শহীদরা তাদের প্রতিপালকের সাথে আছে। আসিয়া তার প্রতিপালকের সাথে আছেন। এবং অন্যান্য সময়ের সকল শহীদও তাই। তারা একে অপরের সাথেও আছে। শুধু যারা একই নৃশংসতায় নিহত হয়েছে তারাই নয়, প্রজন্ম জুড়ে। কল্পনা করুন, বিভিন্ন প্রজন্মের শহীদরা একে অপরকে জানতে পারছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির মধ্যে আছে, যারা দর্শনার্থীদের মতো ঘুরে বেড়ায়। তারা একে অপরকে চেনে এবং জান্নাতের গাছের ফল খাওয়ার সময় তারা একে অপরকে জানতে পারে। কল্পনা করুন, গাজার শহীদরা, তাদের উন্মুক্ত কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে, এখন স্রেব্রেনিকা গণহত্যার শহীদদের পাশে উড়ছে। উইঘুরদের পাখি রোহিঙ্গা ও কাশ্মীরিদের পাখিদের আলিঙ্গন করছে। যারা নাকবায় নিহত হয়েছিল, তারা এখন ফিলিস্তিনে নিহতদের গ্রহণ করছে। কল্পনা করুন, ইয়েমেন ও সুদানের ক্ষুধার্ত আত্মা এখন জান্নাতের গাছের ফল ভাগ করে নিচ্ছে। লেবানন ও সিরিয়ার শহীদদের কথা ভাবুন, একই স্থানে গণহত্যার শিকার হওয়া লোকদের সাথে মিলিত হচ্ছে, কিন্তু হাজার বছর আগে। এবং তারপর তাদের সবাইকে সুমাইয়া (রাঃ) এর কাছে উড়তে দেখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে প্রথম শহীদ। তারপর হামজা (রাঃ) এবং জাফর (রাঃ) এবং সাহাবাদের শহীদদের সাথে বসুন।

গাজায় শহীদ হওয়া হামজা নামে অনেক বাচ্চাদের সাথে উহুদের হামজার দেখা কেমন হবে? তাদের শহীদ বলা হয়, সাক্ষী, শুধু এই কারণে নয় যে আল্লাহ তাদের আত্মত্যাগের সাক্ষী, বরং মৃত্যুর সাথে সাথে তারা আল্লাহর পুরস্কারের সাক্ষী হয়। কতবার আপনি আপনার স্ক্রিনে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দেহের ছবি দেখেছেন এবং মনে মনে ভেবেছেন, তারা কত অসহনীয়, নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করেছে?

কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি, তাদের অনেকের মৃত্যুর সময় আপনার ধারণার মতো কষ্ট নাও হতে পারে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শহীদ মৃত্যুর সময় তোমাদের কারও ছোট হুলের কামড়ের চেয়ে বেশি ব্যথা অনুভব করে না। আমরা যখন ভাবি তারা খুব বেশি কষ্ট পেয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের এমন কিছু দিতে শুরু করেছেন যা কেউ তার অকল্পনীয় পুরস্কারের আশা করতে পারত না। এখন, এটি কোনোভাবেই অনেক শহীদদের মৃত্যুর আগের কষ্টের পরিমাণ কমানো নয়, যারা তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয়নি, তবে এটি বলা যে, আল্লাহর পুরস্কার নিশ্চিতভাবে তাদের সেই কষ্ট ভুলিয়ে দেবে, কারণ তারা এখন জান্নাতে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মনে রাখবেন যে তারা আর কখনও কষ্ট পাবে না। যখন বাকি বিশ্বাসীদের কবরে পরীক্ষা করা হয়, তখন শহীদদের কোনো প্রশ্ন করা হয় না, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাদের মাথার উপর তলোয়ারের ঝলকানি তাদের জন্য যথেষ্ট পরীক্ষা ছিল। কিন্তু যারা অত্যাচারী, তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী সে অত্যাচারীদের কী হবে?

কেন মনে হয় তারা এই পৃথিবীতে পার পেয়ে যাচ্ছে? কেন ভালো লোকেরা তাদের সময়ের আগে মারা যায় বলে মনে হয়, যেখানে ভিলেনরা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দীর্ঘ, সুখী জীবন যাপন করে বলে মনে হয়? এটি আসলে আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ।

তিনি তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, তাদের ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করেন। আল্লাহ অত্যাচারীর শাস্তি বিলম্বিত করেন, কিন্তু একবার তিনি তাদের ধরলে, তিনি তাদের ছাড়েন না। তাই আমাদের চোখে মনে হতে পারে যে তারা তাদের আরামদায়ক বিছানায় চাকর ও ডাক্তারদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মারা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের বেদনাদায়ক শেষ মুহূর্ত থেকে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারে না, কারণ শহীদদের মৃত্যুর মুহূর্তগুলো যেমন তাদের কষ্টের শেষ এবং তাদের সুখের শুরু, তেমনি অত্যাচারীদের শেষ।

মুহূর্তগুলো বেদনাদায়ক, যখন তাদের আত্মা তাদের শরীর থেকে ছিঁড়ে বের করে চেপে বের করা হয়, এবং এটি তাদের অনন্ত যন্ত্রণার শুরু মাত্র। আর যেখানে শহীদদের জন্য কবর প্রসারিত হয়, সেখানে অত্যাচারীদের জন্য তা হিংস্রভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কল্পনা করুন, যারা অন্যদের ধ্বংসস্তূপের নিচে পিষ্ট হওয়ার কারণ হয়েছিল, তারা এখন কবরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত চাপে পিষ্ট হচ্ছে। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, কুরআনে কবরের শাস্তির একমাত্র স্পষ্ট উল্লেখটি সর্বশ্রেষ্ঠ অত্যাচারী ফিরআউন সম্পর্কে। সূরা গাফিরে আল্লাহ বলেন,আগুন, তারা সকাল-সন্ধ্যা এর সামনে উপস্থিত হয়, এবং যখন কেয়ামত উপস্থিত হবে, তখন বলা হবে, ফিরআউনের লোকদেরকে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও। আপনার সকাল-সন্ধ্যা এবং তাদের কথা ভাবুন। আপনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জেগে ওঠেন, এবং আযকার, স্মরণের শব্দগুলো প্রায় সবই এখানে আপনাকে দেওয়া আশীর্বাদের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে। কিন্তু সেখানে তিনি তাদের যে ন্যায়বিচার দিচ্ছেন তার জন্যও কি আপনি তাঁর প্রশংসা করেন?

আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন সকালে জেগে বলতেন, রাত চলে গেছে এবং দিন এসেছে, এবং ফিরআউনের লোকদের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। এবং যখন সন্ধ্যা আসত, তখন তিনি বলতেন, দিন চলে গেছে এবং রাত এসেছে, এবং ফিরআউনের লোকদের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে অবিচার দেখতে এখনও আপনার কষ্ট হয়, কিন্তু আপনি জানেন যে অত্যাচারীদের এখন বারজাখে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তা তীব্র হয়। আপনার জীবদ্দশায় এমন যুদ্ধাপরাধী ছিল যারা মারা গেছে, কিন্তু যারা আজ আমরা যে অত্যাচার ভোগ করছি তার কিছু শুরু করেছিল। এবং তাই কিছু আলেম বলেন, আয়াতটি বলে, ফিরআউনের লোকেরা। এবং এটি শুধু তার সময়ের অনুসারী নয়, তার উদাহরণ অনুসরণকারী প্রত্যেক অত্যাচারী। আপনি দেখেন, অত্যাচারীরা শহীদদের বিপরীত। নিজেদের চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্তে, তারা নিজেদের বড় করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। এবং তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি তাদের দেখাবেন যে তারা আসলে কতটা ক্ষুদ্র।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অহংকারী ও অত্যাচারীদের কেয়ামতের দিন ছোট ছোট পোকামাকড়ের মতো একত্রিত করা হবে এবং আল্লাহর সামনে তাদের অপমানের কারণে মানুষ তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। এদিকে, কল্পনা করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শহীদদের মাথায় মুকুট থাকবে, যেমন অত্যাচারীরা এই পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে পরত। এবং আপনি জানেন, যখন আমরা একটি নৃশংসতা দেখি এবং তারপর নিজেদের বলি, এর চেয়ে খারাপ আর হতে পারে না। এবং তারপর অত্যাচারীরা নিজেদের ছাড়িয়ে যায় এবং আমরা বলি, এটিই আমাদের দেখা সবচেয়ে খারাপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এই অত্যাচারীদের যখন নির্যাতন করা হচ্ছে, তখন তারা আসলে আল্লাহর কাছে বিচার দিবস বিলম্বিত করার জন্য অনুরোধ করছে, কারণ তারা জানে যে তাদের জন্য অপেক্ষা করা জাহান্নামের পূর্ণ অভিজ্ঞতা যা আরও খারাপ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ আল-জাব্বার তার আকাশ ও পৃথিবী তার হাতে নেবেন। এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিজের হাত খুলতে ও বন্ধ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বলবেন, আমি আল-জাব্বার, বাধ্যকারী। আমি আল-মালিক, রাজা। অত্যাচারীরা কোথায়? অহংকারীরা এখন কোথায়? এবং যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি বলছিলেন, তখন তিনি এত আবেগের সাথে বলছিলেন যে তার মিম্বার কাঁপছিল এবং কিছু সাহাবা ভেবেছিলেন তিনি পড়ে যাবেন। এটি প্রকৃত ক্রোধ। কিন্তু আমরা যে প্রকৃত ব্যথা এবং দুঃখ অনুভব করি তার কী হবে?

একটি কারণ রয়েছে যে শহীদরা তাদের ৭০ জন আত্মীয়ের পক্ষে সুপারিশ করার সুযোগ পায়। তাদের আত্মীয়রা, যারা তাদের এত ভয়ানকভাবে হারানোর বেদনা অনুভব করেছে, তারা এখন তাদের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করে সম্মানিত হবে। এবং সুবহানাল্লাহ, আপনার স্ক্রিনের কতজন এখন শহীদ বা শহীদদের পরিবারের সদস্য? গাজায় কতজন লোকের পরিবারে শহীদ নেই? এটি প্রায় তাদের প্রত্যেকেরই। তাই আপনি কি কল্পনা করতে পারেন জান্নাতে গাজা উপত্যকা কতটা বড়? যখন আমাদের সামনের দৃশ্যটি এত ভয়াবহ, তখন কল্পনা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আপনি যদি বেঁচে থাকতে না পারেন, তবে বেঁচে থাকা আরও কঠিন।

সূরা বুরুজের লোকদের মতো, কতগুলো আগুনের খাদ তাৎক্ষণিকভাবে জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়? ফিরআউনের মেয়ের সেই কেশবিন্যাসকারীর কথা ভাবুন, যাকে আগুনের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তবুও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসরা ও মেরাজের রাতে সর্বোচ্চ আকাশে তার সুগন্ধ পেয়েছিলেন। এবং কত অত্যাচারী এখন তাদের পার্থিব বাড়ির আরামে উপভোগ করে চিরকাল জ্বলবে?

তবে আসল কথা হলো, শান্তি খুঁজে পাওয়া এবং জানা যে আল্লাহ আমাদের শহীদদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করতে বা আমাদের অত্যাচারীদের বারজাখে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হননি, তা কোনোভাবেই আমাদের এখানে এই জগতে দুর্দশায় বসবাসকারী নিপীড়িতদের জন্য ন্যায়বিচার চাওয়ার প্রচেষ্টাকে হ্রাস করা উচিত নয়। কারণ নিপীড়িতদের পুরষ্কার আল্লাহর কাছে, তবে এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দায়িত্ব আমাদের এখানে রয়েছে। এবং সেটাই আসল কথা।

অত্যাচারীরা এই বিশ্বকে আধিপত্য করতে চায় কারণ তাদের দেখার মতো আর কিছুই নেই, যেখানে আমাদের জন্য আরও অনেক বড় কিছু অপেক্ষা করছে। এবং তাই আমরা তাদের বলি, আমাদের অভিভাবক আল্লাহ এবং আপনাদের কোনো অভিভাবক নেই। আমাদের গণকবরগুলো জান্নাতের গণবাগান এবং আপনাদের প্রাসাদগুলো জাহান্নামের কক্ষ। আমাদের শেষ বিজয় এবং আপনাদের শেষ অপমান।

- لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

# নির্দোষ শিশুদের কী হবে? | পর্ব ১০

যে শিশুদের জীবন শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাদের কী হয়?

আমরা রিম ও ওয়াদেয়ার জন্য কেঁদেছি, হিন্দের শেষ আর্তনাদে আতঙ্কিত হয়েছি এবং শহীদদের হাজারো নামের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অগণিত শিশুদের জন্য ব্যথিত হয়েছি। আমরা ভাবি, এই অবিচার কীভাবে চলতে পারে? যখন আমরা তাদের হারানোর বেদনা নিয়ে সংগ্রাম করি এবং তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করি, তখন আল্লাহ আমাদের এই জ্ঞানে সান্ত্বনা দেন যে, তারা লালিত-পালিত, আলিঙ্গনপ্রাপ্ত এবং এমন এক জগতে অপেক্ষা করছে যেখানে অবিচার পৌঁছাতে পারে না। তাদের নাম হয়তো সংবাদপত্রের শিরোনাম থেকে মুছে যেতে পারে, কিন্তু তারা পরম করুণাময়ের রহমত থেকে কখনো মুছে যাবে না।

সেই সব নিষ্পাপ শিশুদের কী হবে? তারা বলে, সবচেয়ে ছোট কফিনগুলোই সবচেয়ে ভারী, এবং একটি শিশুর হারানোর মতো কোনো ওজন নেই। এটা আত্মাকে এমনভাবে টানে, যা কোনো শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাদের প্রিয়জনদের জন্য, বিশেষ করে একজন পিতামাতার জন্য, এটা অকল্পনীয় শোক। আপনি কীভাবে আপনার পুরো পৃথিবীকে কবর দেবেন? এমনকি যখন আপনাকে বলা হয় যে তাদের আত্মা একটি ভালো জায়গায় আছে, তখন কি তা সত্যিই ব্যথা দূর করে? তারা এখন কোথায় আছে? যখন হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করে বারযাখে পাঠানো হচ্ছে, তখন কী হয়? এবং তাদের শান্তিময় পরিণতিকে যে চরম অবিচার তাদের সেখানে নিয়ে গেছে, তার সাথে আমরা কীভাবে মিলিয়ে নেব?

গাজার লোকেরা যখন গণহত্যার এই পর্বটি সহ্য করছিল, তার আগে ২০ বছর আগে মুহাম্মদ আল-দুররার ছবি তার বাবার কোলে নিহত হওয়া ফিলিস্তিনি বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। খাদকের লোকদের যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তার আগে একজন অল্পবয়সী ছেলের প্রচার একজন অত্যাচারীকে উত্তেজিত করেছিল। অবশেষে, সেই অল্পবয়সী ছেলেটিকে একটি গাছের সাথে বেঁধে তার লোকদের সামনে একটি তীর দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এটি তার সময়ের গণহত্যার আগে ঘটেছিল, কিন্তু তার গল্প কুরআন দ্বারা অমর হয়ে আজও আমাদের মধ্যে জীবিত আছে। তার আত্মা চিরকাল আল্লাহর সাথে আছে এবং তার গল্প আমাদের সাথে রয়ে গেছে। কিন্তু সাহাবীদের সময়ে অন্য কিছু ঘটে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) সময়ে, যখন ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে সেই ছেলেটির কবর খুঁজে পেয়েছিল, যার কথা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পড়েছিল। এবং অনুমান করুন কী? তার শরীর অক্ষত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি এতটাই অক্ষত ছিল যে, তীরের ক্ষতটি এতটাই তাজা ছিল যে, যখন তারা তার হাতটি সরিয়েছিল, তখন রক্ত এখনও প্রবাহিত হচ্ছিল। আপনি কতবার সারা বিশ্বে এবং বিভিন্ন প্রজন্মে উদ্ধার হওয়া শহীদদের শরীরের গল্প শুনেছেন, যা সময়ের দ্বারা

অস্পর্শিত, ক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু সংরক্ষিত, ঠিক যেদিন তাদের হত্যা করা হয়েছিল সেদিনকার মতো দেখাচ্ছে। মদিনার বন্যার সময় উহুদের শহীদদের শরীর একাধিকবার উন্মোচিত হওয়া থেকে শুরু করে হামজা ও মুসআব (রাঃ)-এর মতো ব্যক্তিদের শরীর, যা এখনও সহজেই শনাক্ত করা যায়, এবং আজকের বিশ্বের শহীদদের অবিশ্বাস্য গল্প, যাদের শরীর বছরের পর বছর ধরে ক্ষয় হয় না। কিন্তু এই বিশেষ সময়ে আমরা দেখছি, সবচেয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে শরীর টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। এবং এটি একটি অনন্য উপায়ে বিবেককে অস্থির করে, কারণ এগুলো যুদ্ধরত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না, বরং শিশুদের বিরুদ্ধে, ছোট মূল্যবান শিশুদের বিরুদ্ধে, যারা প্রকৃতপক্ষে হতাহতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

নেলসন ম্যান্ডেলার একটি উক্তি আছে যে, একটি সমাজ তার শিশুদের সাথে কেমন আচরণ করে, তার চেয়ে বেশি কোনো কিছুই সমাজের আত্মার প্রকাশ হতে পারে না। আমাদের বিশ্বের আত্মার অবস্থা সম্পর্কে কী বলা যায়, যা শিশুদের টুকরো টুকরো হতে এবং বিশ্ব নীতির বিষয় হিসেবে ক্ষুধার্ত হয়ে মরতে দেয়? এবং এটি কিছু লোকের জন্য গভীর দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে। যে আত্মা এই পৃথিবীতে আসে এবং এত দ্রুত নির্মমভাবে চলে যায়, তার সাথে আপনি কীভাবে সমঝোতা করবেন? মুহাম্মদ আবু আল-কুমসানের কথা মনে আছে, যিনি তার নবজাতক যমজদের জন্ম সনদ নিতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে তারা ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে? প্রাক-অস্তিত্বের জগৎ থেকে আত্মার আলো এই পৃথিবীতে একটি সত্তা হয়ে আসার কথা ভাবুন, কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর চিরন্তন আলোতে প্রস্থান করা। তাদের হত্যার অন্ধকারে কি আমরা সেই আলো দেখতে পারি?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে," যার অর্থ শিশু, শিশু এবং শিশুরা প্রতিটি অর্থে নিষ্পাপ এবং বিশুদ্ধ। তাই শিশুদের গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু হতে দেখা বিশেষভাবে বেদনাদায়ক। নিষ্পাপতা এবং পবিত্রতা লঙ্ঘিত হয়, এবং শিশু এবং তাদের পিতামাতার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রহমতে সেই ঘটনাকে তাদের গল্পের শেষ হতে অস্বীকার করেন। আমরা আমাদের ঐতিহ্য থেকে জানতে পারি যে, বারযাখে শিশুদের জন্য একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে। এবং পিতামাতার চেয়ে বেশি কেউ সান্ত্বনা পায় না, কারণ এই পৃথিবী থেকে একটি শিশুর মৃত্যু, বিশেষ করে হত্যার মাধ্যমে, তাদের জন্মের আঘাতের মতো ব্যথা আর কেউ অনুভব করে না। তাই যখন আপনি সেই শিশুকে নিহত হতে দেখেন, তখন জানবেন যে, তাদের পিতামাতার চেয়ে বেশি কেউ সেই শিশুকে ভালোবাসে না। এবং মুহাম্মদ আল-দুররার ছবি আমাদের পর্দায় দেখে যদি আমাদের কষ্ট হয়, তবে তার বাবার কথা ভাবুন, যার কোলে তাকে শহীদ করা হয়েছিল। হিন্দ রাজাবের দৃশ্যগুলো যত বেদনাদায়কই হোক না কেন, তার অ্যাম্বুলেন্স কলের রেকর্ড পুরো বিশ্ব শুনেছে, যেখানে সে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করছিল, তার মায়ের জন্য সেই কল বারবার শোনা কতটা কঠিন, তা ভাবুন। কল্পনা করুন, এই লোকদের যদি জান্নাত না থাকত, কিন্তু তাদের আছে। এবং

এটাই সেই আশা, যা দিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন শোকাহত মাকে সান্ত্বনা দিতেন।

একটি ঘটনায়, হারিছা (রাঃ) নামে একজন কিশোর বদরের যুদ্ধে নিহত হন। এবং তার মা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি জানেন হারিছা আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি সে জান্নাতে থাকে, তবে আমি ধৈর্য ধরব এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান চাইব। কিন্তু যদি সে অন্য কোথাও থাকে, তবে আপনি দেখবেন আমি কী করব," অর্থাৎ আমি পাগল হয়ে যাব। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোমার জন্য আফসোস, ও হারিছা, শুধু কি একটাই জান্নাত? জান্নাতের অনেক স্তর আছে এবং সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউসে আছে।" তখন তিনি সান্ত্বনা পেলেন যে, আল্লাহ তাকে মায়ের চেয়েও বেশি দিয়েছেন। শিশুদের ক্ষেত্রে, তাদের হত্যাকারী যেমন আপাতদৃষ্টিতে তাদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নিয়েছে, শিশুটি অনন্ত বাগানে থাকবে। এবং শহীদের মতো, শিশুটিও জান্নাতে উড়ন্ত পাখির মধ্যে থাকবে, তবে একই দেহে নয়। সুবহানাল্লাহ, এমনকি যে পাখিগুলোতে তারা আছে, তাও তাদের শৈশবের নিষ্পাপতাকে অনন্যভাবে প্রতিফলিত করে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, শহীদদের আত তাইরের (সবুজ পাখির) দেহ থাকে, যা জান্নাতের চারপাশে উড়ে বেড়ায় এবং আল্লাহর আরশের নিচে তাদের ঝাড়বাতিতে ফিরে আসে। তিনি বলেন, মুমিনদের শিশুদের দেহ আসাফির (ছোট সুন্দর পাখি) এর দেহে থাকে। তারাও জান্নাতের চারপাশে যেমন খুশি ঘুরে বেড়ায় এবং আল্লাহর আরশে ফিরে আসে। তাই তাদের নিষ্পাপতা এবং শৈশব বারযাখেও সংরক্ষিত থাকে, কারণ তাদের আত্মা এমনকি এখন ছোট মিষ্টি পাখির দেহে থাকে, যা তাদের শৈশবকে প্রতিনিধিত্ব করে।

শুধু তাই নয়, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, যে শিশুরা এখনও তাদের মায়েদের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে, তারা একটি বিশেষ গাছ দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে? খালিদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে তুবা নামে একটি গাছ আছে, যার শাখাগুলো স্তনের মতো, জান্নাতের লোকদের শিশুদের পুষ্ট করে। এবং এই ধারণাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা সমর্থিত, যিনি তাঁর নিজের ছেলেকে হারিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমার ছেলে ইব্রাহিম যখন দুধ পান করছিল, তখন মারা যায় এবং তার দুইজন ধাত্রী আছে, যারা জান্নাতে তার মেয়াদ পূর্ণ করবে।" তাই তারা শুধু সব সময় এই ছোট পাখির দেহে থাকে না, তাদের ডানা আছে এবং তাদের শৈশব স্বর্গীয় পদ্ধতিতে যত্ন সহকারে সংরক্ষিত হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "গত রাতে দুইজন লোক আমার কাছে এসেছিল এবং তারা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে বলল, চলুন যাই। তাই আমি তাদের সাথে যাত্রা করলাম এবং তিনি যা দেখেছিলেন, তার কথা উল্লেখ করলেন। এবং সেই জিনিসগুলোর মধ্যে তিনি বলেন, আমরা যাত্রা করলাম এবং একটি মনোরম বাগানে পৌঁছালাম, যেখানে বসন্তের সমস্ত রঙ উপস্থিত ছিল। এবং সেখানে একজন মানুষ ছিল, যিনি এত লম্বা ছিলেন যে, আমি

তার মাথা আকাশে দেখতে পারছিলাম না। সেই মানুষের চারপাশে আমি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু দেখেছিলাম। তারপর দুইজন ফেরেশতা আমাকে যা ব্যাখ্যা করেছিল, তার মধ্যে ছিল, সেই বাগানে যে লম্বা মানুষটি ছিল, তিনি ছিলেন ইব্রাহিম (আঃ)। এবং তার চারপাশে যে শিশুরা ছিল, তারা ছিল সেই সব শিশু, যারা ফিতরাতের অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তাই একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবিশ্বাসীদের শিশুদের কী হবে? তিনি বললেন, এমনকি অবিশ্বাসীদের শিশুরাও।" তাই শিশু এবং বাচ্চাকে যত্ন করা হবে। তাদের শোকাহত পিতামাতার কী হবে, যাদের তারা এই পৃথিবীতে রেখে গেছে? আল্লাহ তাদের আরও ভালো পিতামাতা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। নবী ইব্রাহিম (আঃ) এবং সারা। ভাবুন, এটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ।

যখন ইব্রাহিম ও সারার কয়েক দশক ধরে সন্তান ছিল না, কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন। এবং তারপর তাদের এই পৃথিবীতে ইসহাক উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং ইসহাকের মাধ্যমে নবী ও রাসূলদের একটি জাতি। এবং এখন পরবর্তী জীবনে, তাদের আরও বেশি কিছু দেওয়া হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মারা যাওয়া সমস্ত শিশু। পিতামাতাদের কষ্টের কথা ভাবুন, যারা সারা বিশ্বে তাদের সন্তানদের হারিয়েছে। অথবা হয়তো আপনি নিজেই সেই কষ্টের কথা জানেন, কারণ আপনি নিজের হারানোর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটি নিয়ে বেঁচে আছেন। এবং তারপর ভাবুন, আপনার সন্তানকে সেরা পিতামাতারা লালন-পালন করছেন, যারা নিজেরা দীর্ঘ সময় ধরে সন্তান না থাকার কষ্ট জানতেন।

ইব্রাহিমের নাম একটি সিরিয়াক শব্দ, যার অর্থ আব-রাহিম, অর্থাৎ দয়ালু বা সহানুভূতিশীল পিতা। এখন এর আরেকটি অর্থ আছে। এবং এখন যেমন তিনি এই দুনিয়ায় শুধু বিশ্বাসীদের পিতা ছিলেন, তেমনি তিনি এখন বারযাখের সমস্ত শিশুদের পিতা। এবং হ্যাঁ, তারা বারযাখে তাদের মৃত্যুর বয়সে শিশু থাকবে। আমরা তাদের আবার সেই অবস্থায় দেখব, যতক্ষণ না তারা তাদের পিতামাতার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করে, ইনশাআল্লাহ এবং তারপর সবাই একই বয়সে পরিণত হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের দামিসুল জান্নাহ, জান্নাতের ছোট শিশু বলেছেন।

ইবনে আথির (রহঃ) এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এটি দামুস শব্দের বহুবচন, যা পুকুরে বসবাসকারী একটি ছোট প্রাণীকে বোঝায়। এটি এমন একজনকে বোঝায়, যে ঘুরে বেড়ায়, অর্থাৎ তারা জান্নাতের সব জায়গায় যায় এবং যে কোনো জায়গায় প্রবেশ করতে তাদের বাধা দেওয়া হবে না, যেমন এই পৃথিবীর শিশুদের তাদের বয়স ও নিষ্পাপতার কারণে কারো কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় না। এবং যখন আপনি তাদের রেখে যাওয়া খালি ঘরের দিকে তাকান, এবং একটি শিশুর খালি ঘরের দিকে তাকানোর চেয়ে কম বেদনাদায়ক আর কিছু নেই, অনুমান করুন তাদের ঘর এখন কেমন দেখাচ্ছে?

মালিক ইবনে দিনারের (রহঃ) একটি বিখ্যাত বর্ণনা আছে, যিনি একজন মাতাল ছিলেন এবং আল্লাহ থেকে দূরে ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি তার মৃত মেয়ের স্বপ্ন দেখার পর তওবা করেন, যে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয় করতে বলেছিল। এবং সেই বর্ণনায় তিনি বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি জান্নাতের শিশুদের দেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি একটি পাহাড়ের দিকে তাকালাম এবং এটি রূপালী দিয়ে ঢাকা ছিল, যার মধ্যে খোলা কুলুঙ্গি ছিল, প্রতিটি গলিতে পর্দা ঝুলানো ছিল এবং লাল সোনা দিয়ে লাগানো স্কাইলাইটগুলো শুধু চুনি দিয়ে আলাদা করা ছিল। তিনি বলেন, প্রতিটি স্কাইলাইটের নক্ষত্রপুঞ্জ খাঁটি রেশম দিয়ে ঢাকা ছিল। যখন আমি পাহাড়ের দিকে তাকালাম, তখন পূর্ণ চাঁদের মতো মুখ নিয়ে শিশুরা বেরিয়ে এল এবং তারপর আমার মেয়ে আলোর দোলনায় আমার দিকে ছুটে এল, যতক্ষণ না সে আমার সামনে উপস্থিত হলো। সে তার বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাতের দিকে পৌঁছাল এবং এটি ধরে রাখল এবং তারপর সে আমার ডান হাতটি সেই জন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিল, যা আমার পিছু নিচ্ছিল এবং সে ফিরে গেল। তারপর সে আমাকে একটি আসন দিল এবং সে আমার কোলে বসল এবং সে তার ডান হাত দিয়ে আমার দাড়িতে আঘাত করল এবং বলল, "ও আমার বাবা, বিশ্বাসীদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় নত হওয়ার সময় হয়নি?" মালিক বলেন, আমি কাঁদলাম এবং বললাম, "ও আমার মেয়ে, তোমরাও কি কুরআন জানো?" এবং সে বলল, "ও বাবা, আমরা এটি তোমার চেয়েও ভালো জানি।"

এখন তওবার গল্পটি মালিকের জন্য অনন্য হতে পারে, কিন্তু তার মেয়ের স্থান অন্যদের জন্য নয়, কারণ আমাদের কতজনের সেই পাহাড়ে সন্তান আছে এবং পুনর্মিলন অন্য সবার জন্য ততটাই বাস্তব এবং যখন আমরা একটি উম্মাহ হিসাবে সম্মিলিতভাবে এই সান্ত্বনা পাই যে, আমাদের সন্তানদের বৃথা হত্যা করা হয়নি, তখন আমরা সরাসরি আমাদের মধ্যে সেই পিতামাতাদের সাথে কথা বলি, যারা সেই কষ্টটি অনুভব করেছেন। আপনার সন্তানও আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আপনি যখন এই জীবনে আপনার সন্তানদের পুরোপুরি স্বাগত জানাতে বা লালন-পালন করতে পারেননি, তখন আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আপনার সন্তানরা আপনার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে আপনাকে স্বাগত জানাতে পারে। আমি আবু হুরায়রাকে বললাম, আমি আমার দুটি সন্তান হারিয়েছি। আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে পারেন, যা আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আমাদের ক্ষতির জন্য সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাদের ছোট শিশুরা জান্নাতের ছোট শিশু এবং যখন তাদের একজন তাদের পিতামাতার সাথে দেখা করে, তখন সে তাদের পোশাক বা হাত ধরে রাখে, যেমন আমি আপনার পোশাকের আঁচল ধরে রাখছি এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে এবং তার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। সুবহানাল্লাহ, শিশুরা তাদের পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য তাদের হাত ধরে অপেক্ষা করে এবং যদি কোনো গর্ভপাত হওয়া ভ্রূণ হয়, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমনকি নাভির দড়ি দিয়েও এবং এমনকি যদি সেই দড়িটি দুনিয়ায় গণহত্যার দানবরা কেটে ফেলে।

ডঃ ফারহান আবদুল আজিজ, যিনি আমার প্রিয় বন্ধু এবং গাজায় কর্মরত একজন ডাক্তার, আমাদের সাথে আট বছর বয়সী জাকারিয়ার গল্প শেয়ার করেছেন, যে গণহত্যার শুরুতে তার বাবাকে বলেছিল যে, সে স্বপ্ন দেখেছে যে, ৭৪তম দিনে যুদ্ধ শেষ হবে। এবং তাই ৭৩তম দিনে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমি যদি মারা যাই, আমি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দেখা করব?" এবং তার বাবা বললেন, "অবশ্যই, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবে, তাই না?" কিন্তু এটি কেবল তার জন্য শেষ হয়েছিল, কারণ সে ৭৪তম দিনে নিহত হয়েছিল। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ছোট্ট জাকারিয়ার জন্য তার পিতামাতার উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে ইনশাআল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উষ্ণ আলিঙ্গনে যাওয়া কেমন ছিল? এবং একটি নিষ্ঠুর প্রস্থানের পর কী আলিঙ্গন!

কল্পনা করুন, ওয়াদি আল-ফায়ুমি, নিহত ছয় বছর বয়সী শিশু, যে তার বাড়িওয়ালার কাছে ছুটে গিয়েছিল, ভেবেছিল সে তাকে আলিঙ্গন করবে, এখন তার পরিবর্তে ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাছে ছুটে যাচ্ছে। এবং তারপর কল্পনা করুন, গর্ভপাত হওয়া শিশু এবং জাকারিয়া এবং ওয়াদি এবং সেই সব শিশুরা, যারা প্রথমে সেই জগতে প্রবেশ করেছিল, এখন বাগানে একসাথে খেলছে। হিন্দ, রিম, আমাদের আত্মার আত্মা, এখন অন্যান্য সমস্ত পবিত্র আত্মার সাথে বারযাখে একটি সুন্দর শৈশব উপভোগ করছে, তাদের শৈশব এখান থেকে চুরি হওয়ার পর। দেখুন, বারযাখে কোনো এতিম নেই। তারা আমাদের পিতা ইব্রাহিমের তত্ত্বাবধানে আছে। কিন্তু আমি আপনাকে এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এখান থেকে সারা বিশ্বে প্রচুর এতিম আছে। এবং আমাদের দ্বীনে তাদের যত্ন নেওয়ার উপর জোর দেওয়ার কথা ভাবুন। শিশুদের ছিন্নভিন্ন শরীর আপনাকে বিরক্ত করে, যেমন করা উচিত, জানুন যে, আল্লাহ তাদের যত্ন নিচ্ছেন। কিন্তু এখানে তাদের শরীরে জীবিত শিশুদের ছিন্নভিন্ন আত্মার দিকেও আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। এবং সম্ভবত সেই শিশুদের পিতামাতারা, যাদের হত্যা করা হয়েছে বা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, আমরা তাদের জন্য কী করছি।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

# তথ্যসূত্র

প্রকৃতপক্ষে, এটি এতটাই অক্ষত ছিল যে, তার বুকের তীরের ক্ষতটি এতটাই তাজা ছিল যে, যখন তারা তার হাতটি সরিয়েছিল, তখন রক্ত এখনও প্রবাহিত হচ্ছিল। [জামি' আত-তিরমিযী #৩৩৪০]

# কীভাবে কবর বড় হবে? | পর্ব ১১

আপনি আপনার আত্মার জন্য কোন ঘর তৈরি করছেন? আমরা জানি, জান্নাতে আমাদের ঘর আমাদের আমল দ্বারা তৈরি হয়, কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখি যে কবরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য?

আমরা আমাদের জীবন সেই ঘরগুলো সাজাতে ব্যয় করি, যা আমরা রেখে যাব, অথচ সেই ঘরটিকে অবহেলা করি, যেখানে আমরা চিরকাল বাস করব। কবর কেবল শুরু, যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, তার প্রথম স্বাদ। কারো জন্য এটি আলো ও সুগন্ধে প্রসারিত হবে, আরামের আশ্রয় হবে। আবার কারো জন্য এটি এত সংকীর্ণ হবে যে, আত্মাকে পিষ্ট করবে, তাদের যন্ত্রণায় আবদ্ধ করবে।

আপনার কবর আপনার আমলের মতো প্রশস্ত এবং আপনার নিষ্ঠার মতো গভীর হবে। এটি কি শান্তির বাগান হবে, নাকি অনুশোচনার কারাগার হবে?

আপনি মৃত্যুর পরে কেবল সেই ঘরেই বাস করবেন, যা আপনি সারা জীবন ধরে তৈরি করেছেন। এটি কি আপনাকে উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো ধরে রাখবে, নাকি এটি আপনাকে ক্ষমাহীন দৃঢ়তার সাথে চেপে ধরবে? এটি কি বিশাল বাগানে প্রসারিত হবে, নাকি এটি আপনার আত্মাকে পিষ্ট না করা পর্যন্ত সংকীর্ণ হবে? আপনার কবর ছয় ফুট নিচে নয়, এটি আপনার আমলের মতো প্রশস্ত এবং আপনার নিষ্ঠার মতো গভীর। এটি কি আপনার আশ্রয় হবে, নাকি আপনার ধ্বংসের কারণ হবে?

ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া বলেছেন, একজন আলেম বলেছেন, “ইবনে আদমের দুটি ঘর আছে, একটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং অন্যটি পৃথিবীর পেটে। সে পৃথিবীর পৃষ্ঠের ঘরটির দিকে মনোযোগ দেয়। সে এটিকে সজ্জিত করে, সাজায়, উত্তর দিকে দরজা তৈরি করে, দক্ষিণ দিকে দরজা তৈরি করে, শীত ও গ্রীষ্মে তার উপযোগী করে প্রস্তুত করে এবং তারপর সে পৃথিবীর পেটের ঘরটিকে অবহেলা করে এবং এটিকে ধ্বংসস্তূপে ফেলে রাখে।” তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেন, যিনি তার ঘর তৈরি করছেন, “আপনি পৃথিবীর উপরে এই যে ঘরটি তৈরি করেছেন, আপনি এতে কতদিন বাস করার আশা করেন?” সে বলল, “আমি জানি না।” তিনি বললেন, “পৃথিবীর নিচে যে ঘরটি আছে, আপনি সেখানে কতদিন বাস করার আশা করেন?” সে বলল, “চিরকাল।” তিনি বললেন, “তাহলে কি এটাই যুক্তিযুক্ত নয় যে, আপনার সেই ঘরটির জন্য কাজ করা উচিত?” আপনি কি আপনার পরবর্তী ঘর তৈরি করেছেন? এটি কতটা ভালোভাবে নির্মিত? এর জন্য আপনি কোন আসবাবপত্র বেছে নিয়েছেন? এটি কত বড়? আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত, মদিনায় একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং

সেখানেই মারা যান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তার জানাজা পড়ছিলেন, তখন তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা ছিল, সে তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মারা যেত।” লোকেরা বলল, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেন?” তিনি বললেন, “কারণ কোনো মানুষ যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মারা যায়, তবে জান্নাতে তার জন্য ততটুকু স্থান পরিমাপ করা হবে, যতটুকু তার জন্মস্থান থেকে তার মৃত্যুর স্থানের দূরত্ব।”

এবং আপনি হয়তো ভাবছেন, এর সাথে কী সম্পর্ক? আমার কবর কীভাবে আমার অবস্থানের উপর নির্ভর করবে? আমি আপনাকে দুটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে বলব, যারা স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ি ত্যাগ করে এবং যাদের জোর করে তাদের বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। প্রথমে দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কতজন সাহাবী আল্লাহর পথে তাদের বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন, তা ভাবুন। মক্কার কতজন আসলে মদিনায় মারা গিয়েছিলেন? এবং আপনি যদি সাহাবীদের কথা ভাবেন, তবে তাদের কতজন ইসলাম প্রচারের জন্য সারা বিশ্বে মারা গিয়েছিলেন? যেমন, আপনি যদি তুরস্কে যান এবং আবু আইয়ুব আল-আনসারীর (রাঃ) কবর দেখেন। কী আবু আইয়ুবকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মসজিদের পাশে আরামদায়ক অবস্থান থেকে আজকের ইস্তাম্বুল পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল? এবং ইদ্রিস (আঃ) এর কথা ভাবুন, যিনি আসলে আকাশে মারা গিয়েছিলেন, কারণ তিনি আল্লাহর কাছে জানতে যাচ্ছিলেন যে, পৃথিবীতে তার কত সময় বাকি আছে, যাতে তিনি সেই অনুযায়ী তার দাওয়াতের পরিকল্পনা করতে পারেন। যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর পথে তাদের বাড়ি ত্যাগ করে, তাদের জন্য এটি। তাই যদি তারা তাদের বাড়ি থেকে দূরে মারা যায়, তবে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল তাদের সেই অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন, এটাই উপযুক্ত। কিন্তু যারা তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের কথাও ভাবুন, যেমন সারা বিশ্বের শরণার্থীরা, যারা সর্বত্র বাস করে, কিন্তু কখনও বাড়ির উষ্ণতা অনুভব করে না। এখন তাদের সেই স্থান দেওয়া হয়েছে, যা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, স্বর্গীয় সম্পত্তিতে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়াকে হত্যার সাথে তুলনা করেন।

সুতরাং, এখন আপনার কাছে সেই সিরীয় শরণার্থী, সেই সোমালি শরণার্থী, সেই ইরাকি শরণার্থী এবং সেই ফিলিস্তিনি শরণার্থী রয়েছে, যারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যারা তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় তাদের বাড়ির চাবিগুলো ধরে রেখেছে এবং এখন তাদের নতুন বাড়িতে পুরো পৃথিবীর মতো স্থান দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই যা আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, তা যদি আল্লাহর কদর হয় এবং আপনি সেই পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করেন অথবা যা আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধান হয় এবং আপনি যদি তাঁর পথে আন্তরিক হন, তবে আল্লাহ প্রতিদানে হতাশ করেন না।

অন্যদিকে, সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ জাহান্নামীদের অবহেলা করতে চান, তখন তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য আগুনের তৈরি একটি কফিন বরাদ্দ

করেন এবং তারপর তিনি আগুনের তৈরি তালা দিয়ে এই কফিনগুলো বন্ধ করে দেন। এবং যখনই তাদের স্নায়ু ব্যথা অনুভব করে, তখনই আগুনের তৈরি আরেকটি ধাতব পিন দিয়ে আঘাত করা হয়। এবং প্রতিটি কফিন আগুনের তৈরি অন্য একটি কফিনের ভিতরে রাখা হয় এবং তারপর আগুনের তৈরি তালা দিয়ে বন্ধ করা হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের সকলের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

তারপর আবার, তিনি এটিকে অন্য একটি কফিন এবং অন্য একটি কফিন এবং অন্য একটি কফিনের মধ্যে রাখেন এবং তাদের প্রত্যেককে এমন অনুভব করান যে, তারা আরও বেশি আটকা পড়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তাদের চেয়ে খারাপ পরিণতি আর কারো নেই।

সুতরাং, পৃথিবীতে অত্যাচারীদের জন্য আফসোস, যারা এখানে মানুষকে পিষ্ট করে এবং পুড়িয়ে দেয়। আমাদের কবরগুলো আমাদের চিরন্তন ঘরের পূর্বরূপ ছাড়া আর কী, হয় জান্নাতের বাগান, না হয় জাহান্নামের কক্ষ। যখন আমরা কাউকে কবর দিই, তখন আমরা যে দোয়া করি, তার শুরুতে তাদের ঘরের প্রশস্ততার জন্য দোয়া করি। কারণ আমরা দেখি, আমরা কাউকে একটি সংকীর্ণ গর্তে রাখছি।

আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত ব্যক্তির জন্য এই দোয়া করেছিলেন এবং এটিই আমরা এখন নিয়মিত পাঠ করি। "হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহম করুন, তাকে নিরাপত্তা ও ক্ষমা দান করুন, তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করুন এবং তার কবর প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধৌত করুন এবং তার ত্রুটিগুলো থেকে তাকে পরিষ্কার করুন, যেমন একটি সাদা পোশাক দাগ থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং তাকে তার বাড়ির চেয়ে ভালো একটি ঘর, তার পরিবারের চেয়ে ভালো একটি পরিবার এবং তার সঙ্গীর চেয়ে ভালো একজন সঙ্গী দান করুন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন এবং আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

আওফ ইবনে মালিক (রাঃ), যিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মৃত ব্যক্তির জন্য এই দোয়া করতে শুনি, তখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আমি যদি মৃতদেহ হতাম। তাহলে এই প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়? যখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেয়, তখন মুনকার ও নাকির বলে, আমরা জানতাম যে আপনি এটি বলবেন, যেমন আমরা জানতাম যে আপনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এবং তারপর আকাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাকে জান্নাতের আসবাবপত্র সরবরাহ করুন এবং জান্নাতের পোশাক পরান এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিন, যাতে তার কাছে এর সুগন্ধযুক্ত ঘ্রাণ আসে এবং তার কবর চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়।

একটি বর্ণনায় এটি ৭০ কিউবিট প্রশস্ত করা হয়, এখন প্রতিটি কিউবিট ১ ফুট ৬ ইঞ্চি, তাই ভাবুন এটি কত বড় এবং এটি পূর্ণ চাঁদের মতো আলোকিত হয়। যাইহোক, এটি মুমিনের কবরের সর্বনিম্ন সীমা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সকলের কবর প্রশস্ত করুন, কাফেরের কবরের বিপরীতে, যা তাকে পিষ্ট করে এবং জাহান্নামের আগুনের গর্তে পরিণত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আপনার কবর বিচারের দিনের পরে আপনি যা আশা করেন, তার একটি অংশ, এটি হয় জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের কক্ষগুলোর একটি কক্ষ, তবে আপনার অন্য গন্তব্যের একটি জানালাও রয়েছে। সুতরাং, আপনি যদি জান্নাতের অধিবাসী হন, তবে আপনার একটি জানালা আছে, দরজা নয়, শাস্তি দেখার জন্য একটি জানালা, আপনাকে বলার জন্য যে, এটি আপনি হতে পারতেন এবং এটি আপনাকে এই বলে স্বস্তি বাড়িয়ে দেবে যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি নই। এবং আপনি যদি আগুনের অধিবাসী হন, তবে আপনার জান্নাতের পুরস্কার দেখার জন্য একটি জানালা আছে, আপনাকে বলার জন্য যে, এটি আপনি হতে পারতেন এবং এটি অবশ্যই আপনার অনুশোচনা বাড়িয়ে দেবে।

সুতরাং, যখন আপনি এই ঘরে প্রবেশ করেন এবং দেখেন এটি কত বড় এবং দেখেন যে এটি জান্নাতের একটি পূর্বরূপ এবং দেখেন যে, আপনার কোথায় যাওয়ার কথা এবং দেখেন যে, আপনি কোথায় যেতে পারতেন, তখন আপনি কি চান না যে, অন্য লোকেরা আপনার সাথে উদযাপন করুক? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন মুমিন দেখে, "তার কবর কত প্রশস্ত হয়েছে," তখন সে বলবে, "আমাকে এখন ফিরে যেতে দাও এবং আমার পরিবারকে সুসংবাদ জানাই।" আপনি আপনার নতুন বাড়ি দেখতে লোকেদের আমন্ত্রণ জানাতে চান। কিন্তু ফেরেশতা বলে, "যেখানে আছো সেখানেই থাকো।"

এবং তারপর বারযাখে একদল লোক আছে, যারা আপনার নতুন বাড়ি দেখতে আসতে চায়, যাতে তারা তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তারা আপনার দরজায় ভিড় করে। মুমিনদের আত্মা তার কাছে আসে এবং তারা তার জন্য ততটা আনন্দিত হয়, যতটা আপনাদের মধ্যে কেউ তার অনুপস্থিত প্রিয়জন ঘরে ফিরলে আনন্দিত হয়।" এবং তাই তারা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে, "অমুকের কী হয়েছে? অমুকের কী হয়েছে?" এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে, "তাকে শান্তিতে থাকতে দাও, সে তো দুনিয়ার কষ্টে ছিল।" তাই ফেরেশতারা বলে, "ঘুমাতে যাও, একটু বিশ্রাম নাও, এটি একটি কঠিন যাত্রা ছিল এবং আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।" তখন লোকটি বলে, "আমি কি আমার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের জানাতে পারি?" এবং তিনি তাকে বলেন, "নববধূর মতো ঘুমাও, যাকে তার পরিবারের প্রিয়জন ছাড়া কেউ জাগায় না।"

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম দুইজন মহান আলেমের গল্প বর্ণনা করেছেন, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ এবং নিসার, এবং তিনি বলেন, আবু আহমদ আল-ইয়াজিদি বলেছেন, আমি তাদের মৃত্যুর পর দেখেছি, এবং তারা দুইজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাই আমি শু'বার কাছে গেলাম এবং

তাকে বললাম, "আল্লাহ আপনার সাথে কী করেছেন?" তাই তিনি উত্তর দিলেন, "আপনাকে যা বলতে যাচ্ছি, তা বলার জন্য আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" তিনি বললেন, "আমার রব আমাকে জান্নাতের বাগানে একটি বিশাল গম্বুজ দিয়ে তাঁর ভালোবাসা দেখিয়েছেন। সেই গম্বুজের রুপা ও রত্ন দিয়ে তৈরি হাজারটি দরজা রয়েছে। এবং তারপর আমার রব আমাকে বললেন, হে শু'বা, যিনি ইসলামের বিজ্ঞানে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন, আমার নৈকট্য উপভোগ করুন, কারণ আমি অবশ্যই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। এবং আমার বান্দা নিসার, যিনি রাতে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতেন, তার জন্য যথেষ্ট সম্মান যে, তিনি আমার সাথে দেখা করবেন, যেখানে আমি তাঁর কাছে আমার মহিমান্বিত চেহারা প্রকাশ করব। যারা ধার্মিক এবং যারা আমার অবাধ্য হতে নিজেদের অভ্যস্ত করতে অস্বীকার করে, তাদের আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি।"

আপনার বাড়ি এখন তত বড়, যতটা আপনি এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সময় এটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। একজন ব্যক্তির কথা ভাবুন, যে দুনিয়ায় তার স্বপ্নের বাড়ি তৈরি বা কেনার জন্য বেঁচে থাকে। আপনি কর্মক্ষেত্রে এটি নিয়ে ভাবেন, নির্মাণকালে আপনি আপনার পরিবারের সাথে এটি পরিদর্শন করেন, আপনারা একসাথে আসবাবপত্র বেছে নেন এবং আপনি এটির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন।

ইবনুল জাওযী যেমন বলেন, "মৃত্যুর পর মানুষের বসবাসের জন্য কোনো বাড়ি নেই, যা সে বেঁচে থাকার সময় তৈরি করেনি।" তাই নিজেকে গৃহহীন মনে করবেন না, কারণ বারযাখে বিকল্প হিসেবে কোনো আশ্রয় নেই। এবং এই কারণেই ইবনে বাত্তার বলেছেন, কিছু ধার্মিক লোক মৃত্যুর কথা স্মরণ করানোর জন্য নিজেদের হাতে তাদের কবর খুঁড়তেন। এই দুনিয়া ততটা বাস্তব বা সীমাবদ্ধ নয়, যতটা আপনি মনে করেন। এর প্রতারণার একটি দিক হলো, আপনি যদি এর বাইরে কিছু দেখতে না পান, তবে আপনি এতে আটকা পড়েন।

তাই এটি একটি শ্বাসরুদ্ধকর বাক্সে পরিণত হয়। অন্যদিকে মুমিনের আত্মা ইতিমধ্যেই প্রশস্ততা অনুভব করে, কারণ এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁর আরশের সাথে সংযুক্ত। এটি চারপাশের ফেরেশতাদের সাথে সংযুক্ত। এটি সালাওয়াতের মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সংযুক্ত। এটি এমন একটি জান্নাতের সাথে সংযুক্ত, যার কোনো সীমা নেই। এবং তাই আত্মার ঘর হিসেবে কবর সেই প্রশস্ততার প্রতিনিধিত্ব করবে।

আপনার আত্মা দুঃখের জগৎ থেকে মুক্ত। যেহেতু আপনি এখন বারযাখে প্রবেশ করেছেন, তাই আপনার আত্মা এখন যেখানে আপনার হৃদয় আটকে থাকার সময় ছিল, সেখানে ভ্রমণ করতে পারে।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) আবদুল্লাহ ইবনুল আইজার বলেছেন: "হে আদম সন্তান, আপনার দুটি ঘর আছে: একটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং অন্যটি এর নীচে। আপনি মাটির উপরের ঘরটির দিকে মনোযোগ দেন, এটিকে সজ্জিত করেন এবং সুন্দর করেন, উত্তর ও দক্ষিণে দরজা তৈরি করেন এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ের উপযোগী করে আসবাবপত্র সাজান। তবুও, আপনি মাটির নিচের ঘরটিকে অবহেলা করেন এবং ধ্বংস করেন। তারপর কেউ আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি এই নিখুঁত ঘরে কতদিন থাকবেন?' আপনি উত্তর দেন, 'আমি জানি না।' তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এবং আপনি যে ঘরটিকে অবহেলা করেছেন, সেখানে কতদিন থাকবেন?' আপনি উত্তর দেন, 'এটি আমার স্থায়ী আবাস।' তাই তিনি বলেন, 'আপনি এটি স্বীকার করেন, তবুও আপনি নিজেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ বলে দাবি করেন!'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, কিতাব আল-কুবুর]

২) আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন: মদিনার একজন মানুষ, যিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজার সালাত আদায় করেন এবং তারপর বলেন, "যদি তিনি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মারা যেতেন।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেন?" তিনি বলেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মারা যায়, তখন তার জন্মস্থান থেকে তার যাত্রার শেষ স্থানের দূরত্ব জান্নাতে তার জন্য পরিমাপ করা হয়।" [সুনান আন-নাসায়ী #১৮৩২; সুনান ইবনে মাজাহ #১৬১৪]

৩) নবী ইদ্রিস আকাশে মারা যান। [ইবনে আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ]

# এখন আপনি উড়তে পারেন | পর্ব ১২

আপনি কি কখনও উড়ার স্বপ্ন দেখেছেন—এই পৃথিবীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে অবাধে উড়ে বেড়ানোর? বারযাখে, আপনি অবশেষে তা করতে পারবেন। আপনার আত্মা শরীরের সীমাবদ্ধতা ত্যাগ করবে, আপনার জীবনের ধরন অনুযায়ী আকার ধারণ করবে।

শহীদরা আল্লাহর আরশের নীচে উজ্জ্বল সবুজ পাখি হয়ে উঠবে, জান্নাতের ফল দ্বারা পুষ্ট হবে। মুমিনরা জান্নাতের গাছগুলোর মধ্যে বসে থাকবে, সেই স্থানগুলোতে উড়ে যাবে, যেগুলোর সাথে তাদের হৃদয় সংযুক্ত ছিল। কিন্তু দুষ্টদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে কাকের মতো, সিজ্জিনের গভীরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

যখন সময় আসবে, আপনি কি আকাশের দিকে উড়বেন, নাকি আপনাকে নীচের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি উড়তে পারেন? নিজের পাখা দিয়ে উড়তে কেমন লাগবে? উড়োজাহাজ বা উড়ন্তের মতো অন্য কোনো আবিষ্কারে চড়া নয়, বরং নিজের শক্তিতে উড়তে ও নিজেকে চালনা করতে পারা। এটা শুধু আপনি, আকাশ এবং একটি বাতাস, যা আপনাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাবে। বারযাখে, আপনি অবশেষে তা করতে পারবেন। আপনার আত্মা যখন আপনার ভারী শরীরের পদার্থবিদ্যা ত্যাগ করে পাখির আকার ধারণ করে, তখন আপনার নতুন জগৎ অন্বেষণ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। ইসলামী ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত আলেমের একজন করে এমন আলেম আছেন, যাদের খুব কম লোকই জানে, যাদের কাছে তারা তাদের সমস্ত ভালোত্বের কৃতিত্ব দেন।

সুফিয়ান আল-সাওরি বলতেন, আমর ইবনে কায়েস হলেন সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি আমার তারবিয়াতের বেশিরভাগ কৃতিত্ব দিই। তিনি আমাকে কুরআন এবং আরও অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তার দোকানে তাকে খুঁজতে যেতাম এবং যদি আমি তাকে তার দোকানে না পেতাম, তবে আমি তার বাড়িতে তাকে খুঁজতে যেতাম। এবং যখনই আমি তাকে তার বাড়িতে পেতাম, তিনি হয় নামাজ পড়তেন, অথবা খুব সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এবং তারপর যদি আমি তাকে তার বাড়িতে না পেতাম, তিনি বলেন, আমি কুফা শহরের কোনো মসজিদের কোণে তাকে পেতাম, কাঁদছেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করছেন। এবং যদি আমি তাকে মসজিদে না পেতাম, তবে আমি তাকে কবরস্থানে পেতাম, কাঁদছেন এবং নিজেকে জবাবদিহি করছেন। তিনি বলেন, যখন এই মানুষটি মারা যান, কুফার প্রত্যেকে তাদের দরজা বন্ধ করে তার জানাজায় হাঁটতে বের হয়। তাই পুরো শহর আমর ইবনে কায়েসের জন্য শোক করছিল। এবং তিনি মহান আলেম আবু হাইয়ানকে তার জানাজার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন, প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছাপত্রে এটি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, হঠাৎ যখন আমরা তাকে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা আকাশ থেকে একটি উচ্চ কন্ঠস্বর শুনতে পাই, "সৎকর্মশীল আমর ইবনে কায়েস এসেছেন।

সৎকর্মশীল আমর ইবনে কায়েস এসেছেন। এবং তারপর তিনি বলেন, হঠাৎ করেই অসংখ্য ঘুঘু আকাশ ভরিয়ে তোলে, যাদের সৌন্দর্য আমরা আগে কখনও দেখিনি। তাই লোকেরা এই অসংখ্য সুন্দর পাখি তার জানাজার উপর উড়তে দেখে অবাক হয়ে যায়। এবং আবু হাইয়ান বলেন, অবাক হবেন না, কারণ এরা সেই ফেরেশতা, যারা আমরকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে এসেছেন। কিন্তু তারা তো ফেরেশতা। আমাদের কী হবে? আপনারা জানেন, আমাদের দ্বীনে পাখির একটি বিশেষ স্থান আছে। এই দুনিয়ায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায়শই তাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করতেন, আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব, তার জন্য। তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন এবং সাহাবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "এমন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের মতো।" এবং ইমাম আন-নববী (রহঃ) বলেন, এটি তাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসার কথা বলছে, কারণ তারা মুতাওয়াক্কিলুন। এবং পাখিগুলো কোমল হৃদয়ের জন্যও পরিচিত। এবং মুমিনদেরও কোমল হৃদয় আছে। এবং যখন তাদের তাওয়াক্কুলের কথা আসে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর সত্যিকারের তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করতেন, যেমন তিনি পাখিদের জন্য করেন। তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং তারপর পূর্ণ হয়ে ফিরে আসে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমনকি তাঁর রহমতের উদাহরণ হিসেবে তাদের ব্যবহার করেন। "রহমান ছাড়া আর কিছুই তাদের বাতাসে ধরে রাখে না।" এবং যেমন পাখিরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দেশ থেকে রিজিকের জন্য পরিভ্রমণ করে, তেমনি মুমিনও আধ্যাত্মিক রিজিকের জন্য সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করে, বিশেষ করে জ্ঞানের শিক্ষার্থী।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) মুমিনকে পাখির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, শরীর হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা এবং ডানা হলো আশা ও ভয়। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু মুমিন পাখির মতো সিরাত পার হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। কিন্তু বারযাখের কী হবে? ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, যদি আপনি শরীর ও আত্মার অবস্থা দেখেন, তবে আপনি দেখবেন যে, শারীরিক চেহারার সাথে আপনার আধ্যাত্মিক অবস্থার মিল আছে। তাই প্রতিটি আত্মার একটি শারীরিক রূপ আছে, যা এই পৃথিবীতে তৈরি করা আধ্যাত্মিক চিত্রের উপর ভিত্তি করে।

আমরা জানি, শহীদদের সুন্দর সবুজ পাখির শরীর আছে এবং তারা সবচেয়ে সুন্দর পাখি এবং তারা সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরশের ঝাড়বাতিতে বসে থাকে। তাদের সেরা রূপ আছে, সেরা অবস্থান আছে এবং সেরা রিজিক আছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, শহীদদের আত্মার কথা বলতে গেলে, তারা সবুজ পাখির শরীরে থাকে এবং

তারা বাকি মুমিনদের জন্য দূরবর্তী যাত্রীদের মতো। শহীদরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য যা ত্যাগ করেছে, তার কারণে তাদের সর্বদা আরও বেশি স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা থাকে। শিশুদের কথা আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, সুন্দর ছোট পাখির শরীর আছে, শহীদদের মতো তাদেরও একই রকম প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু আমাদের বাকিদের কী হবে?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুসলমানের আত্মা নাসমাত তাইর নামে একটি বিশেষ পাখির মধ্যে থাকে, জান্নাতের গাছে বসে থাকে, যতক্ষণ না কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে তার শরীরে ফিরিয়ে দেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, শহীদদের আত্মা এবং বাকি মুমিনদের আত্মার মধ্যে পার্থক্য ঠিক হাদিসেই আছে। শহীদদের আত্মা সরাসরি আল্লাহর আরশের নীচে পাখির মধ্যে থাকে এবং তারা জান্নাতে গিয়ে তাদের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে মুমিনদের আত্মা জান্নাতের গাছের কিছু শাখায় থাকে। এবং তাই তাদের স্থান শহীদদের স্থানের চেয়ে নিচে। এবং আলেমরা আরও উল্লেখ করেছেন, যেমন এই দুনিয়ার পাখিরা বিল্ডিংয়ের নীচে এবং শাখার নীচে তাদের বাসা তৈরি করে, মুমিনদের পাখিরা জান্নাতের শাখার নীচে বাসা তৈরি করে, যেখানে শহীদদের পাখিরা সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরশের নীচে বাসা তৈরি করে। কিন্তু ইমাম ইবনে রজব (রহঃ) যেমন বলেন, তাদের মধ্যে সবকিছু যেমন স্তরের, তেমনি পাখিরাও সবাই এক নয়। এবং এই দুনিয়ায় তাদের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ভাবুন। বারযাখে অবশ্যই আরও অনেক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য থাকবে এবং যখন আমরা জান্নাতে পৌঁছাব, তখন আরও বেশি হবে। তবে ধারণাটি হলো, আপনি এখন যেখানে আপনার হৃদয় সংযুক্ত ছিল, সেখানে উড়তে পারেন। আপনি শারীরিকভাবে সেখানে যান, যেখানে আপনার দোয়া এবং আপনার আমলগুলো উঠত।

এবং আপনি যখন এখানে আল্লাহর পথে আপনার বাড়ি ত্যাগ করেন, তখন আমি চাই আপনি এই দুটি হাদিসের কথা ভাবুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কারও সাথে দেখা করতে বের হয়, আল্লাহ ডেকে বলেন, “আপনি উত্তম এবং আপনার সন্ধ্যা উত্তম হবে এবং আপনি এখন জান্নাতে আপনার স্থান নিতে পারেন।” শহীদের জন্য, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য রিজিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে কেবল তাঁর পথে সংগ্রাম করার জন্য এবং তাঁর কথার সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য তার বাড়ি ত্যাগ করে, যে তিনি হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা তিনি তাকে সেখান থেকে তার পুরস্কার জান্নাতে এবং দুনিয়ার গনিমতের মাল অক্ষত রেখে ফিরিয়ে আনবেন।” তাই এখন এটিকে বারযাখের সাথে সংযুক্ত করুন। আপনি জান্নাতের বাগানের রিজিক গ্রহণের জন্য দিনের বেলায় আপনার বাড়ি ত্যাগ করেন এবং এই দুনিয়ায় রোপণ করা ফলগুলো খাওয়ার পরে প্রতি রাতে আপনার কবরে ফিরে আসেন।

পরিশেষে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) যেমন বলেন, ইল্লিয়্যিনের স্তর রয়েছে, যা সর্বোচ্চ স্বর্গ এবং যত বেশি ধার্মিক, তত বেশি জায়গায় আপনি যেতে পারবেন এবং এই কারণেই

নবীরা, যারা সর্বোচ্চ স্থানে আছেন, তারা এক মুহূর্তে সর্বোচ্চ স্বর্গ থেকে তাদের কবরে যেতে পারেন। তবে আমাদের বাকিদের জন্য, এটি আমাদের ব্যক্তিগত স্তরের উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে, কাফেরদের আত্মা যখন স্বর্গ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন পাখিরা তাদের ছিনিয়ে নেয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একবার তারা তাদের আত্মা নিয়ে সর্বনিম্ন স্বর্গে পৌঁছালে, তারা প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অস্বীকার করা হয় এবং তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেলাওয়াত করেন, "নিশ্চয়ই যারা আমাদের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না একটি উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা দুষ্টদের প্রতিদান দিই।" আল্লাহ তার কিতাব সিজ্জিনের সর্বনিম্ন স্তরে লিখবেন, তাই আকাশের দরজা তার সামনে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তারপর তার আত্মা আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হবে, যতক্ষণ না এটি হিংস্রভাবে তার শরীরে ফিরে আসে।

তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেলাওয়াত করেন, "যে কেউ শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়।" পাখি তাকে দেখে, অথবা বাতাস তাকে এমন একটি দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে সে পুরোপুরি হারিয়ে যায় এবং সুবহানাল্লাহ, বারযাখে এই শারীরিক অবস্থা কতটা অনুরূপ, সেই ব্যক্তির মতো, যার এই জগতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নেই। তাই কাফেরদের কোনো ডানা নেই, তবে তারা নিজেদের হারিয়ে যাওয়া অন্ধকার স্থানে বাহিত হতে দেখে। মুমিনদের জন্য, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার আত্মা এখন কতটা উঁচুতে উড়ে যায় এবং আপনি পরবর্তী জগতে আপনার ডানাগুলো জানতে পারবেন।

এখন আপনার এই শরীরের কক্ষে আল্লাহর জন্য আপনার কতটা ভালোবাসা আছে এবং সেই অনুযায়ী আপনার শরীর সেখানে তৈরি করা হবে এবং জান্নাতে আপনার গাছের ফলগুলো কী, যা আপনি এই জগতে সংগ্রহ করেছেন, যা এখন ঋতুতে আছে, যখন আপনি পরবর্তী জগতে প্রবেশ করেছেন।

◆ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

# তথ্যসূত্র

সুফিয়ান আস-সাওরী (রহঃ) বলেছেন, "আমর ইবনে কায়েসই আমাকে আদব শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে কুরআন তেলাওয়াত এবং উত্তরাধিকার আইন শিখিয়েছেন। আমি তার দোকানে তাকে খুঁজতাম। সেখানে তাকে না পেলে, আমি তাকে তার বাড়িতে নামাজে দাঁড়িয়ে বা কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখতাম, যেন তিনি কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করছেন। আমি তাকে তার বাড়িতে না পেলে, কুফার মসজিদগুলোর কোনো এক কোণে বসে কাঁদতে দেখতাম, যেন তিনি কিছু চুরি করেছেন (এবং তাই তিনি লুকিয়ে আছেন)। সেখানেও তাকে না পেলে, আমি তাকে কবরস্থানে বসে নিজের জন্য বিলাপ করতে দেখতাম।"

* জামি' উলুম ওয়াল হিকাম (جامع العلوم والحكم): ইবনে রজব আল-হাম্বলীর (রহঃ) এই গ্রন্থে সুফিয়ান আস-সাওরীর (রহঃ) এই উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে।

# আল্লাহ কি আপনাকে এই তালিকায় রেখেছেন? | পর্ব ১৩

আপনি কি এই তালিকায় আছেন? আপনি কোন দলের সাথে আছেন? এই দুনিয়ায় আমরা মর্যাদাপূর্ণ তালিকার নামগুলোর পেছনে ছুটি—চাকরির পদোন্নতি, অভিজাত স্কুল, বিশেষ সদস্যপদ। কিন্তু পরকালে মাত্র দুটি তালিকা গুরুত্বপূর্ণ: একটি অনন্ত আনন্দের দিকে নিয়ে যায়, অন্যটি অকল্পনীয় অনুশোচনার দিকে। কিছু লোককে উদযাপনের সাথে স্বাগত জানানো হবে, তাদের নাম ইল্লিয়ীনে সম্মানিত আত্মাদের মধ্যে লেখা থাকবে। অন্যরা ধার্মিকদের সমাবেশে অনুপস্থিত থাকবে, তাদের ভাগ্য অন্ধকারে সিলমোহর করা হবে।

আপনি এখন যে পছন্দগুলো করেন, তা পরবর্তী জগতে আপনার স্থান নির্ধারণ করে। আপনি যে নামাজ পড়েন, যে ভালো কাজগুলো আঁকড়ে ধরেন, যে সঙ্গ রাখেন—সেগুলো সবই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আপনি কি দলে জায়গা পেয়েছেন? আপনি কি তালিকায় আছেন? ঠিক যেমন আপনি বাড়ি ফিরলে আপনার পরিবার অধীর আগ্রহে চাকরির সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা বা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির ফলাফল জানতে অপেক্ষা করত, বারযাখের আপনার পরিবার জীবিতদের আত্মার পরিণতি কী তা অনুমান করে। সবাই জানতে চায় কে সফল হয়েছে। আর ধার্মিক এবং দুষ্টদের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস, যা এই দুনিয়ায় এত অস্পষ্ট হয়ে যায়, এখন একেবারে স্পষ্ট। তাই এখন আপনি জানতে পারবেন, আপনি কি সফল হয়েছেন? বারযাখে আপনার দুটি প্রাথমিক তালিকা আছে এবং তারপর সেই তালিকাগুলোর একাধিক মাত্রা এবং স্তর আছে। কিন্তু প্রথমে আপনি চিন্তা করুন, আপনি কি তালিকার মধ্যেই আছেন?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সাহাবাদের কাছে এলেন এবং তাঁর হাতে দুটি বই ছিল। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এই দুটি বই কী? সাহাবারা বললেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি না আপনি আমাদের বলেন। তিনি তাঁর ডান হাতের বই সম্পর্কে বললেন, এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বই, যাতে জান্নাতে যাবে তাদের নাম এবং তাদের পিতা ও গোত্রের নাম রয়েছে। আর তিনি বললেন, শেষ মানুষ পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ, তাই তাদের সংখ্যা কখনো বাড়বে বা কমবে না। আর তিনি তাঁর বাম হাতের বই সম্পর্কে বললেন, এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বই, যাতে জাহান্নামে যাবে তাদের নাম এবং তাদের পিতা ও গোত্রের নাম রয়েছে। শেষ মানুষ পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ, তাই তাদের সংখ্যা কখনো বাড়বে বা কমবে না। সাহাবারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে ভালো কাজ করার কোনো কারণ আছে কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সঠিক পথে চলো এবং যতটা সম্ভব এর কাছাকাছি থাকো। কারণ জান্নাতে যাবে এমন ব্যক্তির শেষ কাজ হবে জান্নাতে যায় এমন ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজ, সে আগে যা-ই করে থাকুক না কেন। কিন্তু জাহান্নামে যাবে এমন ব্যক্তির শেষ কাজ হবে জাহান্নামে যায় এমন ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজ, সে আগে যা-ই করে থাকুক না কেন।

তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বইগুলো দূরে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রতিপালক মানবজাতি সম্পর্কে সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। একটি অংশ জান্নাতে থাকবে এবং একটি অংশ জ্বলন্ত আগুনে থাকবে। ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক, যিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহিমাহুল্লাহ) এর স্ত্রী ছিলেন, তিনি বলেন, কুরআনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশ ছিল উমরের কাছে এই আয়াতটি, "একটি দল জান্নাতে এবং একটি দল জাহান্নামে"।

সুবহানাল্লাহ, তিনি শুধু তাঁর দাদা থেকে নেতৃত্ব এবং মহত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। তিনি আল্লাহর প্রতি এই অনুকরণীয় ভয়ও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, যা তাঁর আশেপাশের অন্যান্য লোকেরা বুঝতে পারত না।

উমর বিন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হুজায়ফা বিন আল-ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে যেতেন, যার কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুনাফিকদের তালিকা ছিল এবং তিনি বলতেন, ইয়া হুজায়ফা, আমি কি সেখানে আছি? তাহলে সেই মুহূর্তের জন্য আপনি কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

কী করলে নিশ্চিত হবেন যে আপনার শেষ কাজ আপনাকে উত্তীর্ণ করবে বা আপনার শেষ কাজ আল্লাহর পছন্দ হবে? নিশ্চিত করুন যে আপনার এমন ভালো কাজ আছে যা আপনি কখনো ছাড়েননি, এত বেশি যে আপনি বিশেষভাবে সেই কাজ করেন এমন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। তাই আমি চাই আপনারা সেই সব হাদিসের কথা ভাবুন যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ কর্তৃক তালিকা লেখার কথা উল্লেখ করেছেন। আপনি কোথায় পড়েন?

জুমুআর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় তাদের রোলবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইমাম সালাম আলাইকুম বলার আগ পর্যন্ত যারা সালাতে আসে তাদের সবার নাম লিখে রাখে, তারপর তারা তাদের বই বন্ধ করে দেয়। আপনি কি তাদের মধ্যে একজন, যারা নিয়মিত কয়েক মিনিট দেরি করে মসজিদে প্রবেশ করেন? নাকি ফেরেশতারা সবসময় আপনার নাম শীর্ষে লিখে রাখে? মসজিদের প্রথম সারি, আশাব আস-সাফ আল-আউয়াল, প্রথম সারির লোকেরা সম্পর্কে কী বলবেন? আপনি কি আল্লাহর কাছে সেই বিশেষ দলের অংশ?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে রাতে দশ আয়াত নিয়ে ঘুম থেকে জাগে, তাকে গাফেলদের মধ্যে লেখা হবে না। আর যদি সে একশো আয়াত পড়ে, তবে তাকে ধার্মিকদের মধ্যে লেখা হবে। আর যদি সে এক হাজার আয়াত পড়ে, তবে তাকে তাদের মধ্যে লেখা হবে যারা ভালো কাজ জমা করে। আপনারা কি এতটুকু ধারাবাহিক যে এটি আপনাদের শেষ কাজ হতে পারে? নাকি আপনারা আপনাদের পরিবারের সাথে করা একটি সাধারণ কাজে ধারাবাহিকতা দেখেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন কোনো স্বামী রাতে তার স্ত্রীকে সালাতের জন্য জাগায় এবং স্ত্রীও তার স্বামীকে (সালাতের জন্য) জাগায়, অতঃপর তারা দু'জনে মিলে দু'রাকাত সালাত আদায় করে, তখন তাদের দু'জনের নাম 'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী' দের অন্তর্ভুক্ত করে লেখা হয়।"

ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ (হাফিজাহুল্লাহ) এর দান সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণ আছে যা তিনি সবসময় উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন, আগামীকাল দানকারীদের নাম নিয়ে বইগুলো বের হবে এবং আমি আমার নামের পাশে শূন্য দেখতে চাই না। আর তালিকা চলতেই থাকে। সেই তালিকাগুলোতে নিজেকে চিহ্নিত করুন। আপনি কোন শ্রেণীতে আছেন? এখন বারযাখে যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের তালিকা বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট করা হয়। আর প্রথম বর্ণনাটি হলো আমাদের পিতা আদম সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসরা ও মিরাজের রাতে আমার জন্য আকাশ খুলে দেওয়া হয়েছিল। আর যখনই আমরা সর্বনিম্ন আকাশে পৌঁছালাম, আমি তাকিয়ে আদম (আলাইহিস সালাম) কে দেখলাম। আর তিনি বললেন, তিনি ঠিক সেই দিনের মতো যখন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তার কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আর তিনি বললেন, তিনি মাঝখানে বসে আছেন এবং একটি আত্মা তার ডান দিক দিয়ে যাচ্ছে। যদি এটি একটি ভালো আত্মা হয়, তবে তিনি হাসেন। আর তিনি বলেন, তার নাম সর্বোচ্চ আকাশে আশীর্বাদপুষ্ট আত্মাদের মধ্যে লিখে দাও। আর যদি এটি একটি নোংরা আত্মা হয়, তবে এটি তার বাম দিক দিয়ে যায় এবং তিনি কাঁদেন। আর তিনি বলেন, তার নাম সর্বনিম্ন কারাগারে বন্দী আত্মাদের মধ্যে লিখে দাও।

আমি আপনাদের গাজা সম্পর্কে আবার ভাবতে বলি। কত আত্মা ইল্লিয়ীন দিয়ে গেছে যা আমাদের কাঁদায়, কিন্তু তাকে হাসায়। আর আমাদের বাকিদের জন্য, আমরা কখন একে অপরের জন্য হাসি বা কাঁদি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন একজন মানুষ মারা যায় এবং লোকেরা তার কাছ থেকে খবর জানতে ছুটে আসে, ঠিক যেমন লোকেরা তাদের আগমনের পর ভ্রমণকারীদের খবর জানতে আগ্রহী হয়, তারা তার কাছে যায় এবং বলে, অমুক কী করেছে? অমুক কী করেছে? তারপর সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে উত্তর দেয় এবং বলে, অপেক্ষা করুন, তারা কি আপনার কাছে আসেনি? সেই হাদিসটি কী বোঝাচ্ছে? আপনার এবং সেই প্রিয়জনের মধ্যে কেউ মারা গেছে। যদি আপনার মা ১০ বছর আগে মারা যান এবং আপনার ভাই পাঁচ বছর আগে মারা যান, এবং এখন আপনি মারা গেলেন। প্রত্যাশা ছিল যে মধ্যবর্তী ব্যক্তি তাদের প্রিয়জনদের আত্মার সাথে যোগ দেবে। কিন্তু তারপর যিনি মারা গেছেন এবং যিনি মারা গেছেন তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে একটি উপলব্ধি হয় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি ধার্মিক আত্মাদের দ্বারা গৃহীত হয়নি। তাই শুধুমাত্র একটি ফলাফল আছে, যা হলো তিনি তার শাস্তিতে ব্যস্ত এবং তিনি ধ্বংসের সৈন্যদলে প্রবেশ করেছেন। তাই তারা উভয়ে বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব। অবশ্যই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই বর্ণনায় আপনার সম্পর্কে কথা বলা হলে তা আপনার জন্য কতটা বেদনাদায়ক হবে? আর সুবহানাল্লাহ, একটি পার্শ্ব নোট হিসাবে, যখন তাদের উপর বিপর্যয় আসে তখন তারা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলতে এত অভ্যস্ত যে, তারা বারযাখেও সেই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করছে। আর তাই ধার্মিকদের সমাবেশগুলো আপনাকে ছাড়া চলতে থাকে এবং লোকেরা বারযাখেও আপনার থেকে দ্রুত সরে যায়।

আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আপনি কি আজ ধার্মিকদের সমাবেশ থেকে অনুপস্থিত? যদি তাই হয়, তবে আপনি আগামীকাল তাদের মধ্যে থাকার আশা কীভাবে করেন? আপনি যদি মসজিদে না থাকেন, জ্ঞানের বৃত্তে এবং স্মরণের বৃত্তে না থাকেন, যেখানে লোকেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে এবং ভালো কাজ করে, ন্যায়বিচারের স্থানে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের স্থানে না থাকেন, তবে আপনি হঠাৎ করে বারযাখে সেই বৃত্তে শেষ হবেন বলে কেন মনে করেন? তাই বিশ্বাসীরা এখন পুনর্মিলিত হচ্ছে যেমন তারা এই জীবনে একসাথে ছিল। জোর দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সাথে পুনর্মিলনের উপর, যা তারা বিশ্বাস করত এবং যার জন্য কাজ করত। এই সবকিছু কি বিচার দিবসের মতো শোনাচ্ছে? এটাই মূল কথা। এই মুহূর্তটি আপনার ডান হাতে আপনার বই পাওয়ার এবং আপনার বাম হাতে পাওয়ার পরিবর্তে এবং তারপর বিশ্বাসীদের সমাবেশে গিয়ে তাদের সাথে উদযাপন করার একটি পূর্বাভাস।

যে মুহূর্তে আপনি বারযাখে আপনার পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন, তখন দুটি কারণে এটি বিশুদ্ধ আনন্দ হবে। এক নম্বর, আপনি এই দুনিয়ায় বছরের পর বছর তাদের মিস করেন এবং অবশেষে তাদের সাথে দেখা করেন, তবে উভয়ই এখন দেখেন যে আপনি কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং আখিরাতের পরবর্তী স্থানে পৌঁছেছেন। আর এই লোকদের সম্পর্কে যা বলা যায়, তারা আল্লাহর প্রতি যতটা নিশ্চিত ছিল, তারা নিজেদের সম্পর্কে ততটা নিশ্চিত ছিল না এবং এটাই তাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এত কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল। আর সেই শেষ মুহূর্তগুলোতে ইয়াকিনের লোকদের, নিশ্চিততার লোকদের এবং সন্দেহের লোকদের পরিণতি স্পষ্ট করা হবে। মনে রাখবেন, অন্য জায়গায় আপনার কবরে যে জানালাটি আছে, সেখানে আপনি যাচ্ছেন না? এটি ইয়াকিন বনাম সন্দেহের জানালা।

শুনুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কীভাবে সেই দিকে যাওয়ার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, তার জন্য আগুনের দিকে একটি জানালা খোলা হবে এবং সে দেখবে কীভাবে এর অংশগুলো একে অপরকে গ্রাস করে এবং তাকে বলা হবে, দেখুন আল্লাহ আপনাকে কী থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর জান্নাতের দিকে একটি জানালা খোলা হবে এবং সে এর সৌন্দর্য এবং এর মধ্যে যা আছে তা দেখবে এবং তাকে বলা হবে, এটি আপনার স্থান। আর তারপর তাকে বলা হবে, আপনি ইয়াকিনের উপর ছিলেন, আপনি এর উপর মারা গেছেন এবং আল্লাহ চাইলে আপনি এর উপর পুনরুত্থিত হবেন। দুষ্ট লোকের জন্য, তাকে তার কবরে ভয় এবং

কষ্টে বসানো হবে এবং তাকে বলা হবে, আপনি কোন অবস্থায় ছিলেন? সে বলবে, আমি জানি না। বলা হবে, এই লোকটি কে ছিল, যাকে আপনাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে, আমি জানি না, আমি লোকেদের কিছু বলতে শুনেছি, তাই আমি তাদের মতো একই কথা বলেছি। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি জানালা খোলা হবে এবং সে এর সৌন্দর্য এবং এর মধ্যে যা আছে তা দেখবে এবং তাকে বলা হবে, দেখুন আল্লাহ আপনাকে কী থেকে বঞ্চিত করেছেন। তারপর তার জন্য আগুনের দিকে আরেকটি জানালা খোলা হবে এবং সে দেখবে কীভাবে এর অংশগুলো একে অপরকে গ্রাস করে এবং তাকে বলা হবে, এটি আপনার স্থান। আপনি সন্দেহের উপর ছিলেন, আপনি সন্দেহের উপর মারা গেছেন এবং আল্লাহ চাইলে আপনি সন্দেহের উপর পুনরুত্থিত হবেন এবং তারপর সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের ভাবতে বলি এই দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়ার অর্থ কী ছিল, বারযাখে এর অর্থ কী তার তুলনায়। বারযাখে আল্লাহ আপনাকে কী থেকে রক্ষা করেছেন তার সমতুল্য হলো যখন এই দুনিয়ায় কেউ আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে ডাকে এবং বলে, দেখুন আপনি কী হারাচ্ছেন এবং বারযাখে, সেই ডাকগুলো না শুনে বরং সেই আহ্বানকারীর কথা শুনে আনন্দিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই আপনাকে খুশি করবে না, যিনি আপনাকে ভালো কাজের দিকে ডাকেন, যা এখন আপনার সেরা সঙ্গী হবে, যখন এই দুনিয়ার সঙ্গীরা ম্লান হতে শুরু করবে। ভাবুন ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর স্বপ্নে কী দেখেছিলেন। তিনি বলেন, একদিন রাতে আমাকে দুইজন ফেরেশতা জাহান্নামের দরজায় নিয়ে গেল, আমি এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদের আমি চিনতাম এবং তারা আমাকে চিনত। তাই আমি তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করলাম, আমি আল্লাহর কাছে আগুনের থেকে আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর কাছে আগুনের থেকে আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর কাছে আগুনের থেকে আশ্রয় চাই, যতক্ষণ না ফেরেশতারা আমাকে জান্নাতে নিয়ে গেল।

আপনাকে ভাবতে হবে, মৃত্যুর পর আপনার কবরের জানালা দিয়ে আপনি কোন দিকে তাকিয়ে থাকবেন। যদি আপনি জাহান্নামের আগুনে থাকেন আর সেই সুন্দর জান্নাতের দিকে তাকান, যা আপনি পেতে পারতেন, তখন সেখানে কাদের দেখতে চাইবেন? নিশ্চয়ই তাদের, যাদের ভালো কাজ দেখে আপনিও ভালো হতে চেয়েছিলেন। এর উল্টোটা ভাবুন, যদি আপনি নিশ্চিত না হন যে জাহান্নামে কে আছে, তাহলে সেখানে কাদের দেখতে চাইবেন? নিশ্চয়ই তাদের, যারা আপনাকে ভুল পথে ডেকেছিল এবং খারাপ কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল।

বারযাখে (মৃত্যুর পর কবরের জীবনে) আপনার স্মৃতি আপনার সঙ্গেই থাকবে এবং আপনার আফসোসও থাকবে। যা কিছু হতে পারত, তা যেন একটা জানালার মতো আপনার সামনে থাকবে। যদি আপনি শাস্তিতে থাকেন, তাহলে সেই আফসোস নিয়ে তাকিয়ে থাকার জন্য আপনার হাতে অনেক সময় থাকবে। কিন্তু এই দুনিয়ায় এটা অন্য কোনো গন্তব্যের জানালা নয়, এটা হলো সুযোগের জানালা। এই জানালা আপনার ভাবনার চেয়েও দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই সময় থাকতে সতর্ক হন এবং দেরি হওয়ার আগেই তওবা করুন।

لَعَلِّىٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের কাছে দুটি বই হাতে নিয়ে বের হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি জানো এই দুটি বই কী?" আমরা উত্তর দিলাম, "না, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যদি না আপনি আমাদের বলেন।" তাঁর ডান হাতে থাকা বইটির ব্যাপারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বই, যাতে জান্নাতে যাবে তাদের নাম, তাদের পিতা ও গোত্রের নাম রয়েছে। এটি শেষ মানুষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ, তাই তাদের সংখ্যা কখনো বাড়বে বা কমবে না।" এরপর তাঁর বাম হাতে থাকা বইটির ব্যাপারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বই, যাতে জাহান্নামে যাবে তাদের নাম, তাদের পিতা ও গোত্রের নাম রয়েছে। এটি শেষ মানুষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ, তাই তাদের সংখ্যা কখনো বাড়বে বা কমবে না।" তাঁর সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে কিছু করার ভালো দিক কী?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, "সঠিক পথে চলো এবং যতটা সম্ভব এর কাছাকাছি থাকো, কারণ জান্নাতে যাবে এমন ব্যক্তির শেষ কাজ হবে জান্নাতে যায় এমন ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজ, সে আগে যা-ই করে থাকুক না কেন; কিন্তু জাহান্নামে যাবে এমন ব্যক্তির শেষ কাজ হবে জাহান্নামে যায় এমন ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজ, সে আগে যা-ই করে থাকুক না কেন।" এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বইগুলো দূরে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের প্রতিপালক মানবজাতি সম্পর্কে সবকিছু নির্ধারণ করেছেন; একটি অংশ জান্নাতে থাকবে এবং একটি অংশ জ্বলন্ত আগুনে থাকবে।" [জামি' আত-তিরমিযী #২১৪১]

২) উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাঃ) এর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেন, "জান্নাতে একটি দল এবং জাহান্নামে একটি দল, কুরআনের এই অংশটি উমরের কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল। তিনি এটি পড়তেন এবং আতঙ্কিত হতেন।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আর-রিক্কা ওয়াল-বুকা'; আল-ইসফাহানি, হিলয়াত আল-আউলিয়া']

৩) যায়েদ ইবনে ওয়াহব বর্ণনা করেন: মুনাফিকদের মধ্য থেকে একজন লোক মারা গেল এবং হুজায়ফা তার জানাজার নামাজ পড়লেন না। উমর ইবনুল খাত্তাব তাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, "সে কি মুনাফিক ছিল?" হুজায়ফা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" উমর এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহর কসম, আমি কি তাদের মধ্যে আছি?" হুজায়ফা বললেন, "না, এবং আমি আপনার পরে আর কারো সম্পর্কে এটি প্রকাশ করব না।" [মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা]

৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জুমুআর দিন, ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যারা প্রথমে আসে তাদের নাম লিখে রাখে, তারপর যারা অনুসরণ করে তাদের নাম লিখে রাখে। যে আগে আসে, সে যেন একটি উট কুরবানী করে, তারপর একটি গরু, তারপর একটি ভেড়া, তারপর একটি মুরগী, তারপর একটি ডিম কুরবানী করে। যখন ইমাম (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হন, তখন তারা তাদের রেকর্ডগুলো ভাঁজ করে নেয় এবং স্মরণ (খুতবা) শোনে।" [সহীহ আল-বুখারী #৯২৯; সহীহ মুসলিম #৮৫০]

৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে নিয়মিত রাতে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে নামাজ পড়ে, তাকে গাফিলদের মধ্যে গণ্য করা হবে না; এবং যদি সে একশো আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে তাকে ধার্মিকদের মধ্যে গণ্য করা হবে; এবং যদি সে এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে তাকে ভালো কাজ জমা করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হবে।" [সুনান আবি দাউদ #১৩৯৮]

৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে রাতে জেগে ওঠে এবং তার স্ত্রীকে জাগায়, এবং তারা একসাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ে, তাদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ করে তাদের মধ্যে গণ্য করা হবে।" [সুনান আবি দাউদ #১৪৫১]

৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "...তারপর তারা তাকে বিশ্বাসীদের আত্মার কাছে নিয়ে আসে, যারা তার আগমনে তোমাদের যে কেউ দীর্ঘ অনুপস্থিত প্রিয়জনের প্রত্যাবর্তনে যতটা আনন্দিত হয় তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হয়। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'অমুকের কী হয়েছে? অমুকের কী হয়েছে?' কিন্তু অন্যরা বলবে, 'তাকে ছেড়ে দাও, কারণ সে কেবল দুনিয়ার কষ্টে ছিল।' তারপর, যদি সে জিজ্ঞাসা করে, 'তারা কি তোমাদের কাছে আসেনি?' তারা উত্তর দেয়, 'তাকে আল-হাওয়াওয়ায়াহ (গভীর খাদ) এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'" [সুনান আন-নাসায়ী #১৮৩৩]

৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "[ধার্মিক আত্মার জন্য] আগুনের দিকে একটি জানালা খোলা হবে, এবং সে দেখবে কীভাবে এর অংশগুলো একে অপরকে গ্রাস করে। তাকে বলা হবে: 'দেখো, আল্লাহ তোমাকে কী থেকে রক্ষা করেছেন।' তারপর, জান্নাতের দিকে একটি জানালা খোলা হবে, এবং সে এর সৌন্দর্য এবং এর মধ্যে যা আছে তা দেখবে। তাকে বলা হবে: 'এটি তোমার স্থান।' তাকে বলা হবে: 'তুমি নিশ্চিততার উপর ছিলে, তুমি এর উপর মারা গেছ, এবং আল্লাহ চাইলে, তুমি এর উপর পুনরুত্থিত হবে।' আর দুষ্ট লোকের জন্য, তাকে ভয় এবং কষ্টে তার কবরে বসানো হবে।

তাকে বলা হবে: 'তুমি কোন অবস্থায় ছিলে?' সে বলবে: 'আমি জানি না।' তাকে বলা হবে: 'এই লোকটি কে ছিল, যাকে তোমার মধ্যে পাঠানো হয়েছিল?' সে বলবে: 'আমি লোকেদের কিছু বলতে শুনেছি, তাই আমি তাদের মতো একই কথা বলেছি।' তারপর, তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি জানালা খোলা হবে, এবং সে এর সৌন্দর্য এবং এর মধ্যে যা আছে তা দেখবে। তাকে বলা হবে: 'দেখো, আল্লাহ তোমাকে কী থেকে বঞ্চিত করেছেন।' তারপর, তার জন্য আগুনের দিকে একটি জানালা খোলা হবে, এবং সে দেখবে কীভাবে এর অংশগুলো একে অপরকে গ্রাস করে। তাকে বলা হবে: 'এটি তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, তুমি এর উপর মারা গেছ, এবং আল্লাহ চাইলে, তুমি এর উপর পুনরুত্থিত হবে।' তারপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।" [সুনান ইবনে মাজাহ #৪২৬৮]

৮) ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: "আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে দুইজন ফেরেশতা আমাকে নিয়ে গেল এবং আমাকে আগুনের দিকে নিয়ে গেল, যা একটি কূপের মতো দেখাচ্ছিল, যার ভিতরের দেয়ালগুলো তৈরি করা ছিল এবং কূপের মতো দুটি পাশের দেয়াল ছিল। সেখানে আমি কিছু লোককে দেখলাম যাদের আমি চিনতাম। আমি বলতে শুরু করলাম, 'আমি আল্লাহর কাছে আগুন থেকে আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর কাছে আগুন থেকে আশ্রয় চাই।' তারপর অন্য একজন ফেরেশতা অন্য দুজনের সাথে দেখা করল এবং আমাকে বলল, 'ভয় পেয়ো না।'" [সহীহ আল-বুখারী #৩৭৩৮; সহীহ মুসলিম #২৪৭৯]

# কবরের শাস্তি থেকে বাঁচায় এমন কাজসমূহ | পর্ব ১৪

কী হতো যদি যে কাজটি আপনাকে বাঁচায় তা আপনি খুব কমই মনে রাখেন? অথবা আরও খারাপ, যদি যে কাজটি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে তা আপনি কখনো সংশোধন করার কথা ভাবেননি?

বারযাখে, আপনার কাজগুলো রূপ নেয়। আপনার ভালো কাজগুলোই হবে আপনার একমাত্র সঙ্গী, যা সুন্দর সঙ্গী হিসেবে আবির্ভূত হবে। কিন্তু আপনার পাপগুলো, বিশেষ করে যেগুলো আপনি উপেক্ষা করেছেন, সেগুলো একটি বেদনাদায়ক হিসাব হিসেবে ফিরে আসবে। তাহলে আপনি এমন কী করেছেন যা আপনার মুক্তি হতে পারে? এবং দেরি হওয়ার আগেই আপনাকে কী সংশোধন করতে হবে?

সফল হওয়ার জন্য আপনার কেবল একটি কাজই যথেষ্ট। যে কাজটি আপনাকে বাঁচাতে পারে তা যদি এমন হয় যা আপনি খুব কমই মনে রাখেন তবে কী হবে? অথবা আরও খারাপ, যে কাজটি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে তা যদি এমন হয় যা আপনি সংশোধন করার কথা ভাবেননি? আপনি হয়তো এটি মনেও করতে পারবেন না—দয়ার একটি মুহূর্ত, বা এমন একটি শব্দ যা ক্ষতি করেছে। কিন্তু অন্য দিকে, প্রতিটি কাজের ওজন আছে। আর কখনও কখনও, ভুলে যাওয়া কাজগুলোই পাল্লা ভারী করে। আপনি এমন কী করেছেন যা আপনার মুক্তি হতে পারে? অথবা দেরি হওয়ার আগেই আপনাকে কী সংশোধন করতে হতে পারে?

আতা ইবনে ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, যখন মৃত ব্যক্তি তার কবরে জেগে ওঠে, তখন তার কাছে প্রথম যা আসবে তা হলো তার কাজ। তাই কাজগুলো তার উরুতে আঘাত করবে এবং তাকে জাগিয়ে বলবে, “আমি আপনার কাজ”। তখন লোকটি বলবে, আমার পরিবার কোথায়? আমার সন্তান কোথায়? আমার লোকেরা কোথায়? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা কোথায়? আর কাজগুলো বলবে, আপনি আপনার পরিবারকে ছেড়ে এসেছেন, আপনি আপনার সন্তানদের ছেড়ে এসেছেন, আপনি আপনার লোকদের ছেড়ে এসেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তা আপনি পিছনে ফেলে এসেছেন। এবং আপনি আমার সাথে ছাড়া এই কবরে বাস করবেন না। তখন লোকটি বলবে, "আমার জন্য আফসোস। আমি যদি আমার পরিবার, আমার সন্তান, আমার লোকজন এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম, কারণ এখন আমার সাথে আপনি ছাড়া আর কিছুই বাস করবে না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিখ্যাতভাবে বলেছেন, তিনটি জিনিস আপনাকে আপনার কবরে অনুসরণ করে - আপনার সম্পদ, আপনার পরিবার এবং আপনার কাজ। আপনার সম্পদ এবং আপনার পরিবার ফিরে যায়, কিন্তু আপনার কাজ আপনার সাথে থাকে। এটি আপনার পার্থিব পরিবারের ক্ষেত্রে। কিন্তু বারযাখের বর্ণনাগুলোতে আপনি অন্য কিছু লক্ষ্য করবেন। অন্য সবাই আপনাকে দেখতে আসে এবং আপনি তাদের দেখতে যান,

কিন্তু আপনি আসলে কেবল আপনার কাজের সাথে বাস করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, যখন আপনি আপনার কাজগুলো দেখবেন, তখন আপনি তাদের চেহারা দেখেই জানতে পারবেন তারা আপনাকে কী ধরনের খবর নিয়ে আসে। তাই আপনি হয় কোনো সুন্দর মানব রূপ দ্বারা জেগে উঠবেন বা খুব কুৎসিত কোনো রূপ দ্বারা, এবং এটি নির্ভর করে আপনি কীভাবে তাদের তৈরি করেছেন তার উপর। আমাদের কাজগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা আমরা বারযাখে পাঠাবো। তারা আপনাকে রক্ষা করে, তারা আপনার সঙ্গী হয়, তারা আপনার সাথে বাস করে এবং কিছু ক্ষেত্রে, তারা আপনাকে বাঁচায়।

আর যখন আমরা কবরের শাস্তি এবং ভয়ঙ্কর দিকগুলো সম্পর্কে শুনি এবং তারপর আমাদের জীবন ও আমাদের কাজগুলোর দিকে তাকাই, তখন আমাদের মনে হতে পারে আমরা যথেষ্ট ভালো নই। অনেক মানুষ খুব বিচ্ছিন্ন বোধ করে এবং সেই কাজগুলো থেকে অনেক দূরে মনে করে যা একজন ব্যক্তির মুক্তি নিয়ে আসে। কিন্তু অন্য সব কিছুর মতো, মৌলিক বিষয়গুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ধারাবাহিক কাজ, এমনকি যদি সেগুলো ছোটও হয়। আপনি বুঝতে পারেন না, কিন্তু প্রতিবার যখন আপনি শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে ওযু করেন, তখন সেগুলো আপনার ভবিষ্যৎ সত্তাকে সেই পাপগুলো থেকে ধুয়ে দিতে পারে যা অন্যথায় কবরের শাস্তি ডেকে আনত। আর যখন আমরা কবরের নির্দিষ্ট শাস্তিগুলোতে প্রবেশ করব, তখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেগুলো সাধারণত মানুষের খারাপ অভ্যাস যা জমা হতে হতে শেষ পর্যন্ত বড় পাপে পরিণত হয়। এছাড়াও মনে রাখবেন যে কবর কিছু বিশ্বাসীর জন্য পরিশুদ্ধির স্থান, যাতে তাদের পরকালে পরিশুদ্ধ হতে না হয়। আর অন্যদের জন্য, এটি আরও খারাপ এবং যা এখনও আসতে বাকি তার একটি পূর্বাভাস।

এখন আমাদের মধ্যে অনেকেই আল-ইসরা ওয়াল-মিরাজের দীর্ঘ হাদিসটির সাথে পরিচিত, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই নির্দিষ্ট কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন যা একজন ব্যক্তির জন্য শাস্তি নিয়ে আসে। এছাড়াও এই দীর্ঘ সুন্দর বর্ণনাটি রয়েছে যা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন আমাদের মুখস্থ করা উচিত, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর কথা বলেছেন যা আপনাকে কবরে বাঁচায়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন তৃষ্ণার্ত লোককে দেখেছি যাকে প্রতিটি পানির পাত্র থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং তারপর রমজান মাসে তার রোজা তার কাছে এসে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে। তাই আমি চাই আপনারা ভাবুন যখন আপনারা গরমের দিনে পানি পান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং রোজা রাখেন এবং ইফতারের সময় প্রথম চুমুক পানি কতটা আশ্চর্যজনক। কল্পনা করুন কবরে দীর্ঘ অভিযানের পর বারযাখে সেই চুমুক পানি কতটা তৃপ্তিদায়ক হবে। এছাড়াও, আলেমগণ এর জ্ঞানের মধ্যে যা উল্লেখ করেন তার মধ্যে একটি হলো জান্নাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে এই দুনিয়ায় মদ পান করবে, পরকালে তার জন্য এটি নিষিদ্ধ করা হবে। কিন্তু আপনি এখানে নিজেকে মদ থেকে বিরত রেখেছেন, তাই

আপনি জান্নাতে এটি পান করতে পারবেন। একইভাবে, বারযাখে আপনি এখানে রোজা রাখার সময় নিজেকে পানি থেকে বিরত রেখেছেন, তাই আল্লাহ আপনাকে সেখানে এর পরিবর্তে এটি পান করতে দেন। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যার নীচে অন্ধকার ছিল, যখন নবীরা বৃত্তাকারে জড়ো হয়েছিলেন। যখনই সে কোনো বৃত্তের কাছে যেত, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু তারপর তার গোসল, জানাবাতের অবস্থা থেকে তার গোসল তাকে হাত ধরে সেই বৃত্তগুলোর পাশে বসিয়ে দেয়। আর এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত অনুসরণ করার বরকত, কারণ কে গোসল ভালোবাসে না? কিন্তু আপনি এখানে এবং সেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত অনুসরণ করার জন্য স্বস্তি পান।

আসুন আমরা এটাও উপলব্ধি করি যে কিছু লোকের জন্য যদি ঠান্ডা থাকে এবং তারা এমন জায়গায় বাস করে যেখানে গরম পানি পাওয়া কঠিন বা গরম থাকে এবং ঠান্ডা পানি পাওয়া কঠিন, তবে গোসল করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে, কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই পানিতে নিজেদের নিমজ্জিত করে, তাই আল্লাহ তাদের নবীদের বৃত্তে নিমজ্জিত করেন। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি এবং সে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর তার হজ ও ওমরাহ এলো এবং তারা তাকে আলোর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। এখন আমি চাই আপনারা হজ ও ওমরাহ সম্পর্কে ভাবুন। ইসলামে কি হজ ও ওমরাহের চেয়ে বেশি নিমগ্ন হওয়ার মতো কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

হজ ও ওমরাহে আপনি আক্ষরিক অর্থে আলো দ্বারা পরিবেষ্টিত। আপনি যেদিকেই তাকান, আপনি এমন কিছু দেখেন যা আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথা মনে করিয়ে দেয়। আপনি কাবা দেখেন, আপনি জমজম দেখেন, আপনি সাফা দেখেন, আপনি মারওয়া দেখেন, আপনি আরাফাহ দেখেন, আপনি অন্যান্য হাজীদের দেখেন যারা সাদা পোশাকে পরিহিত, যা আপনাকে আপনার মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই এটি স্বাভাবিক যে হজ ও ওমরাহ অন্ধকারের স্থানে আপনাকে আলো দেবে। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করছিল এবং তারপর তার সাদাকাহ, তার স্বেচ্ছায় দান এলো এবং এটি তাকে আগুন থেকে রক্ষা করল। এখন আমি চাই আপনারা ভাবুন দুনিয়ায় এর অর্থ কী। আলেমগণ বলেন, ঠিক যেমন আপনার দান অন্যদেরকে এই জীবনের কষ্ট থেকে রক্ষা করে, তেমনি এটি কবরে আগুন থেকে আপনার জন্য ঢাল হবে এবং অবশ্যই যখন আপনি বিচার দিবসে উঠবেন, তখন এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা অনুযায়ী সূর্যের তাপ থেকে আপনার ছায়া হয়ে যাবে।

তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যে বিশ্বাসীদের কাছে যাচ্ছিল এবং তাদের সাথে কথা বলছিল, কিন্তু তারা তাকে সাড়া দিচ্ছিল না। তারপর তার আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন এলো এবং তারা বলল, হে

বিশ্বাসীরা, এই ব্যক্তি সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিল যা আল্লাহ পবিত্র করেছেন, তাই তার সাথে কথা বলুন। তাই বিশ্বাসীরা তার দিকে তাকায় এবং তারা তার সাথে হাত মেলাতে শুরু করে এবং তারা তার সাথে কথা বলতে শুরু করে। সুবহানাল্লাহ, এটি এত শক্তিশালী কারণ এই জীবনে কতজন তাদের বন্ধুদের জন্য তাদের পরিবারকে ত্যাগ করে এবং এখন বিশ্বাসীরা বারযাখে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করছে কারণ আপনি আপনার পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তাই আবারও, এটি এই দুনিয়ায় আমরা যা অভ্যস্ত তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যাকে শাস্তির ফেরেশতাদের থেকে বাঁচানো হয়েছে এবং পরিবর্তে সে রহমতের ফেরেশতাদের সাথে যোগ দিয়েছে, কারণ সে সৎ কাজের আদেশ দিত এবং অসৎ কাজের নিষেধ করত। যখন আপনি সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজের নিষেধ করেন, তখন আপনি কার্যকরভাবে কী করেন? আপনি দ্বীনকে রক্ষা করেন, আপনি সুন্নাতকে রক্ষা করেন, আপনি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং অত্যাচারিতদের রক্ষা করেন। তাই আল্লাহ আপনাকে রহমতের ফেরেশতা পাঠিয়ে পুরস্কৃত করবেন, যারা আপনাকে শাস্তির ফেরেশতাদের থেকে রক্ষা করবে।

এবং তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যে তার এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মধ্যে একটি পর্দার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল এবং তারপর তার হুসনুল খুলুক, তার উত্তম চরিত্র এলো এবং এটি তাকে হাত ধরে আল্লাহর সামনে নিয়ে গেল। আল্লাহর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হবে তারা যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভালো। আর হাদিসে আরও অন্যান্য ভালো কাজের প্রকাশভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা যাত্রার পরবর্তী সময়ে আপনাকে বাঁচায়। কিন্তু এখানে কথা হলো, আল্লাহ শুধু ন্যায়পরায়ণ নন, তিনি দয়ালুও। তিনি জানেন আপনি যে কাজগুলো করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি এবং যে কাজগুলো আপনি আরও ভালোভাবে করতে পারতেন, এবং তিনি সেই কাজগুলোকে অকল্পনীয় পুরস্কারে প্রসারিত করেন।

আমার গাজায় বসবাসকারী চাচাতো ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল, আর সে বলছিল যে তাদের কখনোই আল-আকসায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি, অথচ এটা তাদের একদম পাশেই। আপনারা কি এই নিষ্ঠুরতা কল্পনা করতে পারেন? আমার চাচাতো ভাই বলছিলেন, তাদের কখনো হজ বা ওমরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, অথচ আপনারা আমেরিকা থেকে সহজেই যেতে পারেন। সে আরও বলল যে আপনারা (আমেরিকানরা) মানুষকে দাওয়াত দিতে পারেন, কিন্তু আমরা (গাজার মানুষ) দাওয়াত দিতে পারি না, কারণ আমাদের দাওয়াত দেওয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট নেই। আমি তাকে বললাম, "তোমরা তো নিজেদের অস্তিত্ব দিয়েই সবচেয়ে বড় দাওয়াত দিচ্ছো।"

কিন্তু আপনারা জানেন কী? তিনি বলেছিলেন আমরা জানি আমরা মুরাবিতুন। আমরা তারা যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই জমি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে ইসলামের রক্ষক হতে বেছে নিয়েছেন। আর আমি চাই আপনারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদিসটির কথা ভাবুন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কাজ মৃত্যুর সময় বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে পাহারা দেয়। তার ভালো কাজগুলো বিচার দিবস পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকে। সুবহানাল্লাহ, এটি সম্পর্কে ভাবুন। সে ইসলামের ভূখণ্ড রক্ষা করেছিল, তাই আল্লাহ তার ভালো কাজের ভূখণ্ড রক্ষা করেছিলেন এবং আল্লাহ তার দয়ায় আপনার ক্ষুদ্রতম ভালো কাজটিকেও বৃদ্ধি করবেন, যদি আপনি আন্তরিক হন।

কিন্তু অন্যদিকে, সেই চরম প্রশান্তি পাওয়ার আগে হয়তো আপনার কিছু বিষয় শুধরে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। হয়তো আপনি এমন কোনো ছোট পাপকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন, অথবা এমন কোনো ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়েছিলেন যা আপনি ধারণাও করেননি, কিংবা এমন কোনো বড় গুনাহ করে ফেলেছিলেন যার জন্য বিচার দিবসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াতের অপেক্ষা করতে হবে। তবে পৃথিবীতে আপনার অবশিষ্ট অল্প কয়েকটা মুহূর্তে এই সমস্যাগুলো দূর করতে যে পরিশ্রমটুকু লাগবে, তা বারযাখে পৌঁছানোর পর এসবের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টার চেয়ে অনেক কম বেদনাদায়ক।

- لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন: "যখন মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে প্রথম যা আসে তা হলো তার কাজ। তার কাজগুলো তার বাম উরুতে আঘাত করে এবং বলে, 'আমি আপনার কাজ।' মৃত ব্যক্তি তখন জিজ্ঞাসা করে, 'আমার পরিবার, আমার সন্তান, আমার গোত্র এবং আল্লাহ আমাকে যে সম্পদ দিয়েছিলেন তা কোথায়?' তার কাজগুলো উত্তর দেয়, 'আপনি আপনার পরিবার, আপনার সন্তান, আপনার গোত্র এবং আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছিলেন তা পিছনে ফেলে এসেছেন এবং তাদের কেউই আমি ছাড়া আপনার সাথে কবরে প্রবেশ করেনি।' তখন সে বিলাপ করে, 'হায়, যদি আমি আমার পরিবার, আমার সন্তান, আমার গোত্র এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে

আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম, কারণ আপনি ছাড়া আর কিছুই আমার সাথে এখানে আসেনি।'" [ইবনে রজব, আহওয়াল আল-কুবুর]

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে: তার পরিবার, তার সম্পদ এবং তার কাজ। দুটি ফিরে যায় এবং একটি তার সাথে থাকে। তার পরিবার এবং সম্পদ ফিরে যায়, কিন্তু তার কাজ তার সাথে থাকে।" [সহীহ আল-বুখারী #৬৫১৪; সহীহ মুসলিম #২৯৬০]

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "...সুন্দর পোশাক এবং চমৎকার সুগন্ধযুক্ত একজন সুদর্শন লোক [বিশ্বাসী আত্মার কাছে] আসবে এবং বলবে, 'আপনার জন্য আনন্দদায়ক কিছুর সুসংবাদ, কারণ এটি আপনার সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেওয়া হয়েছিল!' [বিশ্বাসী] বলবে, 'আপনি কে, যার এত সুন্দর চেহারা?' সে উত্তর দেবে, 'আমি আপনার সৎ কাজ!' ...[কিন্তু অবিশ্বাসী আত্মার কাছে] কুৎসিত পোশাক এবং দুর্গন্ধযুক্ত একজন কুৎসিত লোক আসবে, যে বলবে: 'যা আপনাকে দুর্দশা এনে দেবে তাতে আনন্দ করুন, কারণ এটি সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেওয়া হয়েছিল!' [অবিশ্বাসী] বলবে, 'আপনি কে? আপনার চেহারা এমন যা মন্দ নিয়ে আসে।' সে উত্তর দেবে, 'আমি আপনার মন্দ কাজ!'" [মুসনাদ আহমদ]

৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ধারাবাহিক কাজ, এমনকি যদি সেগুলো ছোটও হয়।" [সহীহ আল-বুখারী #৬৪৬৪; সহীহ মুসলিম #৭৮৩বি]

৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি (স্বপ্নে) আমার উম্মতের একজন লোককে দেখেছি যে চরম তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছিল, তারপর রমজানের রোজা এসে তাকে পান করালো।" [আত-তাবরানি, আল-আহাদিস আত-তিওয়াল]

৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কাজ তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময় মারা যায়। তাদের কাজ কেয়ামত দিবস পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং তারা কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা পায়।" [জামি' আত-তিরমিযী #১৬২১]

# আমরা আপনার নষ্ট করা জিনিস ঠিক করব না | পর্ব ১৫

আপনার কর্ম কি আপনাকে রক্ষা করবে, নাকি সেগুলো আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? পরকালে, এমনকি ক্ষুদ্রতম কাজগুলোরও অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে পড়া একটি প্রার্থনা, অহংকার নিয়ে দেওয়া একটি দান, কারো মনে আঘাত দেওয়া একটি অযত্নশীল শব্দ—এগুলোই হয়তো আপনাকে আটকে রাখতে পারে। আল্লাহর রহমত বিশাল, কিন্তু তাঁর বিচার নিখুঁত।

কবরের শাস্তি বাস্তব, তবে তা থেকে বাঁচার সুযোগও রয়েছে। আপনার ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য এখনও সময় আছে। আপনি নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছেন। এখন আপনি সেই কবরে শুয়ে আছেন। আপনার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কর্ম যা আপনি করেছেন এবং যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেগুলোই আপনার পরবর্তী যাত্রায় আপনার একমাত্র সঙ্গী। এমনকি ক্ষুদ্রতম জিনিসগুলো কতটা ওজন বহন করে, তা ভুলে যাওয়া সহজ। রাগের বশে বলা একটি কথা, তাড়াহুড়ো করে পড়া একটি প্রার্থনা, প্রশংসার প্রত্যাশায় দেওয়া একটি দান, যখন আপনি আশা করেন আপনার ভালো কাজগুলো আপনাকে রক্ষা করবে, তখন কি হবে যদি আপনার অবহেলিত বা দূষিত কর্মগুলোই আপনাকে আটকে রাখে?

যদি আপনার এবং পরিত্রাণের মধ্যে একমাত্র বাধা এমন কিছু হয়, যা আপনি ভেবেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ নয়? যদি একজন মানুষ একটি ব্যাংক ডাকাতি করে এবং সেই অর্থের কিছু অংশ দান করে, তবে দরিদ্র ব্যক্তির হাসি কি তার প্রাথমিক অপরাধ বাতিল করে দেবে? যদি আপনি আপনার সালাত আদায়ের পর এর একটি ছবি আঁকতে পারতেন, তাহলে আপনার সালাতের কি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব থাকত, নাকি চুল এলোমেলো থাকত, নাকি অন্য কোনো ভুল দেখা যেত?

তুফাইল ইবনে আমরের (রাঃ) কথা মনে রাখুন, যিনি আল্লাহর জন্য নিজের মাথা হারাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রশংসনীয় ধৈর্যের কারণে একটি পাখির রূপে শহীদ হয়ে উড়ছেন। তুফাইল (রাঃ) সেই গল্প বলেন, যেখানে তাঁর সম্প্রদায়ের একজন মানুষ প্রথমে তাঁর সাথে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, যাতে তিনি নবীর (ﷺ) সাথে থাকতে পারেন। কিন্তু এই লোকটি সেখানকার জলবায়ু পছন্দ করত না এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে সে খুব অস্থির হয়ে যায়। এবং এক পর্যায়ে এই লোকটি তার তীরের মাথাগুলো নিয়ে তার আঙুলের জোড়া কেটে ফেলে, এবং তার হাত থেকে রক্ত বের হতে থাকে এবং সে মারা যায়। তাই এটি একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি, কারণ সে একজন মুহাজির, যার মানে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হওয়ার কথা। কিন্তু সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং নিজের কারণে ব্যথায় মারা গিয়েছিল। তাহলে তার অবস্থা কী? তুফাইল (রাঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে তাকে এমনভাবে দেখলাম যেন সে একটি বাগানে আছে, কিন্তু তার হাত ঢাকা ছিল। তুফাইল বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার প্রভু আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি নবীর (ﷺ) কাছে আমার হিজরতের কারণে

আমাকে ক্ষমা করেছেন। তুফাইল বললেন, কিন্তু আমি কেন আপনার হাত ঢাকা দেখছি? লোকটি উত্তর দিল এবং বলল, আমাকে বলা হয়েছে "আমরা আপনার নষ্ট করা জিনিস আপনার জন্য ঠিক করব না"।

এখন একটি পার্শ্ব-কথা, কারণ এটি বারযাখ এবং জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি। কেউ কোনোভাবেই বিকৃত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কিন্তু বারযাখে এটি একটি মিশ্র অবস্থা হতে পারে। তাই তুফাইল (রাঃ) গিয়ে নবীকে (ﷺ) যা দেখেছিলেন তা বললেন। নবী (ﷺ) কী করলেন? তিনি তাঁর হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তার হাতকেও ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, তার হাতকে সুস্থ করুন।

যখন আমরা আমাদের রক্ষা করার জন্য সমস্ত ভালো কাজ জমা করতে পারি, তখন আমরা এমন কাজ দিয়ে সেগুলো নষ্টও করতে পারি যা আল্লাহর প্রতি আমাদের আশা এবং বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমরা জানি, উদাহরণস্বরূপ, হজ আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার কথা। আমার একজন আত্মীয়ের হজে যাওয়ার এবং হজে মারা যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এবং এটি একটি ধার্মিক জীবনের একটি ভালো সমাপ্তির সর্বোত্তম লক্ষণ। এর চেয়ে ভালো মৃত্যু আর কী হতে পারে? কিন্তু আমার এই আত্মীয়ের সম্বন্ধে জানা ছিল যে তিনি তাঁর একজন প্রতিবেশীকে খুব খারাপভাবে আঘাত করেছিলেন। তাই তিনি তার সমস্ত সন্তানের স্বপ্নে আসেন এবং তারা দেখেছে যে তিনি জান্নাতের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং তিনি তাঁর সন্তানদের কাছে সেই মহিলার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করছেন, যাতে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত স্থানে প্রবেশ করতে পারেন। এবং সুবহানাল্লাহ, তারা সবাই গিয়ে সেই মহিলার সাথে কথা বলে এবং তারা তাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করে। এবং তিনি তাকে ক্ষমা করেন। এবং তারপর সেই সন্তানরা তাদের অভিভাবককে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে। তবে মূল কথাটি এখনও রয়ে গেছে, যদি তিনি তাকে ক্ষমা না করতেন তবে কী হত?

উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন খায়বারের দিন ছিল, তখন সাহাবীদের একটি দল নবীর (ﷺ) কাছে এসে বলতে শুরু করল, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ, যতক্ষণ না তারা একজন লোকের পাশ দিয়ে গেল এবং বলল, অমুক শহীদ। নবী (ﷺ) বললেন, না। তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে, আমি তাকে আগুনের মধ্যে দেখেছি, যুদ্ধের লুটের থেকে চুরি করা একটি পোশাকের জন্য। তাই কেউ হয়তো সবকিছু ঠিকঠাক করেছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এমন একটি দাগ রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য, যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আগে তাকে শুদ্ধ করতে চান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। (সূরা হুজুরাত: আয়াত ২)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল-হুজুরাতে এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, যা সূরা আল-আদাব নামে পরিচিত, যে সূরাটি আমাদের চরিত্র নির্ধারণ করে, কারণ এর প্রায় সবই নবী (ﷺ) থেকে শুরু করে বাকি সবার সাথে আপনার আচরণের বিষয়ে। এবং এজন্য কবরের শাস্তির বেশিরভাগই আমাদের অন্যের সাথে কেমন আচরণ ছিল তার সাথে সম্পর্কিত। দান সম্পর্কে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ, খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান বাতিল করো না। এবং সালাত এবং রোজা সম্পর্কে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, এমন কিছু লোক রয়েছে যারা রোজা রাখে এবং তাদের রোজা থেকে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই পায় না। এবং এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সালাত আদায় করে এবং তাদের সালাত থেকে নিদ্রাহীন রাত ছাড়া আর কিছুই পায় না।

এখন এর বিপরীতটিকে ইতকান বলা হয়, যা আমাদের সাধ্যমতো আমাদের কাজগুলোকে নিখুঁত করা। তাই আমি চাই আপনি ভাবুন, একজন মানুষের রূপে এই দুটি সালাত কেমন দেখাবে। এমন সালাত রয়েছে যা খুশু'র সাথে, নম্রতার সাথে এবং সুন্নাহ সালাত দিয়ে সজ্জিত করে আদায় করা হয়। এবং তারপর তাড়াহুড়ো করে আদায় করা ফরজ সালাত, যেখানে আপনি খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। বারযাখে সেই দুটি মানুষের রূপ একই আকারের হবে না, একই সৌন্দর্য থাকবে না, একই আরাম থাকবে না। এবং তাই আমরা আমাদের ভালো কাজগুলোকে নিখুঁত করার চেষ্টা করতে চাই, যাতে আমরা আমাদের কবরে এবং তারপর যখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে দেখা করব তখন তাদের পূর্ণ সুবিধা উপলব্ধি করতে পারি। অবশেষে, আপনার নির্লজ্জ পাপ রয়েছে যা কোনো অনুশোচনা দেখায় না।

ইমাম ইবনে আল-কাইয়্যিম আমাদের শুরয়খ ইবনে আবিদ নামের একজন লোকের গল্প বলেন এবং তার বন্ধু আফিফ ইবনে হারিস যখন মারা যাচ্ছিল তখন তার কাছে এসেছিল। এবং সে তাকে বলে, হে শুরয়খ, যদি আপনি মৃত্যুর পরে স্বপ্নে আমাদের কাছে এসে আপনার কী হয়েছে তা জানাতে পারেন, তবে দয়া করে তাই করুন। শুরয়খের মৃত্যুর পরে কিছু সময় কেটে যায় এবং তারপর সে তার স্বপ্নে উপস্থিত হয়। তাই সে বলে, এবং আমি তাকে বললাম, আপনি কি মারা যাননি? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি মারা গেছি। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কেমন আছেন? সে উত্তর দেয় এবং বলে, আমাদের প্রভু আমাদের সকলের পাপ ক্ষমা করেছেন, তারা ছাড়া যাদেরকে লোকেরা মন্দ মনে করে। অর্থাৎ এরা তাদের মন্দ কাজের জন্য পরিচিত। এবং আমরা জানি যে নবী (ﷺ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করবেন যারা তাদের মন্দ কাজগুলো প্রকাশ করত। তাহলে একজন মানুষ কীভাবে বারযাখের সেরা কামনা করতে পারে যখন সে দুনিয়াতে মন্দ কাজের জন্য পরিচিত?

সেজন্য যখন আমরা কবরের শাস্তির দিকে যাই, তখন প্রথমে স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ আমাদের প্রতি অবিচার করেননি। যে কখনও কখনও আমরা নিজেরাই নিজেদের

প্রতি প্রকৃত অন্যায় করেছি। এটি সেই দেউলিয়া ব্যক্তির ধারণার মতো, যে কেয়ামতের দিন তার মিজান, তার দাঁড়িপাল্লা নিয়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে যাদের কষ্ট দিয়েছে তাদের কারণে তার সালাত এবং দান হারাতে হয়। তাহলে একজন দেউলিয়া ব্যক্তি তার কবরে কেমন দেখাবে? সে এমন একজন যে অনেক কীটপতঙ্গকে তার বাগান নষ্ট করতে দিয়েছে। তারা তাদের কাজগুলোকে তাদের কর্মের দুর্নীতি থেকে রক্ষা করতে অবহেলা করেছে। এবং এখন যা পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি বহন করত, তা তাদের পতনের একটি অনুস্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে কথা হল, আল্লাহ এবং তাঁর রহমত হয়তো সবকিছু উপেক্ষা করতে পারেন। আমরা যে শাস্তিগুলোর কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, তার প্রতিটিই একটি সম্ভাবনা। তাদের কোনটিই অবশ্যম্ভাবী নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, আপনি কি সত্যিই আপনার কবরে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান, আপনি কি সেই নির্দিষ্ট কাজগুলোর জন্য আল্লাহর রহমত বা তাঁর বিচার পেয়েছেন, যা আপনি জানেন যে আপনার করা উচিত ছিল না? আল্লাহ বলেছেন, আপনি নিজে যা নষ্ট করেছেন, তিনি তা ঠিক করবেন না। আপনার কবরে এর পরিণতিগুলোর সাথে আটকে যাওয়ার আগে এই জীবনে তা ঠিক করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। আপনার সবচেয়ে বেশি চিন্তা করা উচিত এমন কাজগুলো যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত। যখন আপনার কথাগুলোই আপনার আমলের চেয়েও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, তখন কী হবে? অনেক সময় আমরা এমন কথা বলি যা হয়তো ছোটখাটো মনে হয়, কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের ভালো কাজগুলোর চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে, যখন আমাদের কর্মে ঘাটতি থাকে বা আমরা কিছু কাজ অবহেলা করি, তখন আমাদের মুখের অনর্থক বা ক্ষতিকর কথাগুলো আমাদের জন্য আরও বিপদ ডেকে আনতে পারে, যেন তা আমাদের কবরের দিকে আরও গভীরে ঠেলে দিচ্ছে।

لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

যখন নবী ﷺ মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তুফাইল ইবনে আমরও তার সম্প্রদায়ের একজন লোকসহ তাঁর কাছে হিজরত করলেন। যাই হোক, তারা মদিনার জলবায়ু সহ্য করা কঠিন মনে করল এবং অসুস্থ হয়ে পড়ল। লোকটি অস্থির হয়ে পড়ল, তাই সে একটি ধারালো ব্লেড নিয়ে তার আঙুলের ডগা কেটে ফেলল, যার ফলে তার হাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং অবশেষে সে মারা যায়। (সহীহ মুসলিম)

# আপনার জবানের দিকে খেয়াল রাখুন | পর্ব ১৬

আপনি বড় গুনাহগুলো থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আপনি কি আপনার কথার দিকে খেয়াল রাখেন? আপনার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলো, আপনার টাইপ করা পোস্টগুলো, এবং অন্যের প্রতি করা প্রতিটি ঠাট্টা আপনার চলে যাওয়ার সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যায় না।

যে জিহ্বাগুলো মিথ্যা ছড়িয়েছে, অন্যদের উপহাস করেছে, এবং পরচর্চা করেছে, সেগুলোই এখন কবরের শাস্তির উৎস হয়ে দাঁড়াবে। কেউ কেউ নিজের মুখ ছিঁড়ে ফেলবে। অন্যরা নিজের মাংস খাবে। অন্যদিকে, যারা তাদের কথাগুলোকে রক্ষা করেছে, তারা উড়ে যাবে, তাদের জিহ্বা জান্নাতে পুরস্কারের গাছ রোপণ করবে।

নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ। আবু সুলায়মান আল-মাক্কী একদল আলেমের কথা বর্ণনা করেন, যারা বলেছেন যে আমরা আমাদের ও বসরার মাঝে কিছু জলাশয় অতিক্রম করি, এবং যখন আমরা ভ্রমণ করছিলাম, তখন আমরা গাধার অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পাই। তাই আমরা সেই শহরের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, এই আওয়াজটা কী, গাধার এই আওয়াজ? তারা উত্তর দিল যে এই লোকটি আমাদের মধ্যে বাস করত, এবং সে পরিচিত ছিল যখন তার মা তার সাথে কথা বলতেন, তখন সে তার মায়ের উপর চিৎকার করত এবং বলত, গাধার মতো ডাকা বন্ধ করো। সুবহানাল্লাহ, সে মারা যাওয়ার পর, তারা প্রতি রাতে তার কবর থেকে গাধার আওয়াজ শুনতে পেত। আমি চাই আপনি সেই সব উপায়গুলো চিন্তা করুন, যেভাবে লোকেরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে পাল্টা কথা বলে, এবং আমরা কীভাবে শুধু "উফ" বলা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, যা আমাদের ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমরা ভুলে যাই যে কিছু বড় অত্যাচারী তারাই, যারা তাদের বাবা-মায়ের প্রতি অত্যাচারী। আর সেজন্যই ঈসা (আঃ), মরিয়ম পুত্র ঈসার কথা যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেন, যখন তিনি দোলনা থেকে কথা বলেন, তখন তিনি বলেন, "আমাকে আমার মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ করেছেন, এবং আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত অত্যাচারী বানাননি।" আসল কথা হলো, আপনার যদি লাগামহীন জিহ্বা থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত আপনি সবচেয়ে খারাপ উপায়ে তা ছেড়ে দেবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, যে তার কথার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, যে গরুর মতো তার জিহ্বা নাড়ায়। তাহলে আপনি কীভাবে এখানে এলেন?

আপনি যদি সূরা হুজুরাত নেন এবং সূরা হুজুরাতের মাধ্যমে কবরের একটি দৃশ্য কল্পনা করেন, তাহলে আমি চাই আপনি সমস্ত শাস্তি এবং কীভাবে সেগুলো মিলে যায়, তা চিন্তা করুন। তোমাদের একদল যেন অন্য দলকে উপহাস না করে। এটি শুরু হয় এই ভুল ধারণা থেকে যে আপনি অন্যদের চেয়ে ভালো। এরপর আপনি নিজের জিহ্বা ব্যবহার করে তাদের

অপমান করেন। আর এভাবেই আপনি নিজের ধ্বংস ডেকে আনেন। কারণ আপনি মুখে যা প্রকাশ করেন এবং যার অপমান করেন, তিনি হয়তো একজন ধার্মিক ব্যক্তি, অথবা এমন কেউ যার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে একটি বড় অধিকার দিয়েছেন। যেমন সেই ব্যক্তি, যে তার মাকে ধমক দিয়েছিল এবং কবরে গাধার মতো ডাকতে শুরু করেছিল। আপনি যদি মানুষকে ধমক দেওয়া এবং তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার মতো ভাষার সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন, কারণ কবরে গাধার মতো ডাকার আগে, সে গরুর মতো তার জিহ্বা ছেড়ে দিয়েছিল। তাই বিশেষ করে আমাদের ডিজিটাল জগতে, কাউকে ধমক দেওয়া আসলে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়, কারণ আপনি হয়তো একটি সোশ্যাল মিডিয়া যুদ্ধে জিততে পারেন, কিন্তু তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই একই উপহাস দিয়ে আপনাকে উপহাস করেন আপনার কবরে। আর আল্লাহ বলেন, গুপ্তচরবৃত্তি করো না।

আমর ইবনে দিনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মদিনার একজন লোকের বোন মারা যায়, এবং সে তাকে দাফন করার জন্য কবরে নামে। এবং তারপর যখন সে দাফন থেকে ফিরে আসে, তখন তার মনে পড়ে যে সে তার কবরে কিছু রেখে এসেছে। তাই সে তার একজন সঙ্গীকে তার সাথে তার কবরে যেতে বলে, এবং তারপর যেখানে সে কিছু ফেলেছিল, সেখানে তাকে খুঁড়তে সাহায্য করতে বলে। এবং যখন সে তার বোনের কবর খুঁড়তে থাকে, তখন সে আগুনের একটি গর্ত দেখতে পায়। তাই সে তার মায়ের কাছে ফিরে যায় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বোন আসলে কেমন ছিল? তাই সে বলে, তুমি তার সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসা করছ? সে তো মারা গেছে। সে বলে, আমি চাই তুমি আমাকে বলো সে আসলে কেমন ছিল। তাই সে বলে, সে আসলে নামাজে দেরি করত, এবং তারপর তার এই খারাপ অভ্যাস ছিল যে সে আমাদের প্রতিবেশীদের দরজায় যেত, এবং তাদের দরজায় কান লাগিয়ে শুনতো, এবং তারপর তারা যা বলত, তা অন্যদের বলত।

আপনি কি এমন কথোপকথন দেখছেন বা শুনছেন, যা আপনার জন্য ছিল না? এবং আরও খারাপ, আপনি কি সেই জিনিসগুলো ছড়াচ্ছেন, এবং প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বালাচ্ছেন?

আর তোমাদের একদল যেন অন্যদলের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার বাসিন্দাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, এবং তিনি সেদিকে তাকিয়ে বললেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি লোকদের মাংস খেত। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে যে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং কঠোর চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলো প্রায় সবই গীবত এবং অপবাদ সম্পর্কে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে আমি এমন লোকদের দেখেছি, যাদের তামার তৈরি নখ ছিল, যা দিয়ে তারা তাদের মুখ এবং বুক আঁচড়াচ্ছিল। এবং আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া জিবরীল, এরা কারা? জিবরীল উত্তর দিলেন এবং বললেন, এরা তারাই, যারা লোকদের মাংস খায় এবং অন্যদের সম্মান নষ্ট করে। একটি বর্ণনায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি এমন একজন লোককে দেখেছি, যাকে অন্য একজন লোক চেপে ধরেছিল, যখন তৃতীয় একজন লোক এসে তার মুখে লোহার হুক ঢুকিয়ে তার মুখের একপাশ ছিঁড়ে ফেলত, এবং তারপর অন্যপাশ ছিঁড়ত। এবং যখন সে মুখের অন্যপাশ ছিঁড়ত, ততক্ষণে সেই পাশটি আবার ঠিক হয়ে যেত এবং সে আবার ফিরে গিয়ে বারবার ছিঁড়ত। আমি বললাম, ইয়া জিবরীল, এরা কারা? এবং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন, সেই লোকটি, যার মুখের পাশ, নাকের ছিদ্র এবং চোখ সামনের দিক থেকে পেছন দিক পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছিল, সে হলো সেই লোকের প্রতীক, যে সকালে তার ঘর থেকে বের হয় এবং এত মিথ্যা বলে, যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আমি চাই আপনি এটা চিন্তা করুন। কল্পনা করুন, গতকাল অন্যের ক্ষতি করে যা মজার ছিল, তার জন্য কেউ এখন তার কবরে কতটা অনুতপ্ত হচ্ছে। এবং তারা সেই ব্যক্তির পক্ষে জনসম্মুখে মুখ দেখানো কঠিন করে তুলেছিল, তাদের লজ্জায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।

আর সেজন্যই একটি বর্ণনায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে কেউ এমন কিছু দেখে, যা গোপন করা উচিত এবং তারপর তা গোপন করে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো, যে জীবন্ত কবর দেওয়া একটি ছোট মেয়েকে জীবন দিয়েছে। গোপন বিষয়, দুর্বলতা, কেউ এমন কিছু করার সাক্ষী হওয়া, যা নিয়ে তারা লজ্জিত, এগুলো ছুরি, আগুনের পিতলের গাঁট, সব ধরনের জিনিসে পরিণত হতে পারে, যদি সেগুলো আপনার জিহ্বায় জায়গা করে নেয়। তাই সাবধান হোন, হে ভাই ও বোনেরা, আপনাদের ভাই ও বোনদের মাংস ভক্ষণ করা থেকে। এটা মোটেই কোনো ঠাট্টা নয়। কিন্তু অন্যদিকে, যা গোপন করার মতো, তা যদি আপনি গোপন করেন, তাহলে সেটা এমন বীজের মতো, যা কবর দেওয়া হয় এবং বারযাখে বাগান তৈরি করবে, ঠিক সেই বর্ণনার মতো, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন্ত কবর দেওয়া একটি মেয়েকে জীবন দেওয়া ব্যক্তির সম্পর্কে দিয়েছিলেন। আর সেই জীবন্ত কবর দেওয়া শিশু এবং গোপন করার মতো জিনিস গোপন করার মধ্যে সম্পর্ক কী? যখন আপনি কারো দুর্বলতার মুখোমুখি হন, তখন যেন তাদের খ্যাতি এখন আপনার হাতে। এটা একটা ভঙ্গুর এবং দুর্বল বিশ্বাস, যা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সেই মুহূর্তে আপনাকে দিয়েছেন, ঠিক যেমন শিশুটি তার বাবা-মায়ের কাছে দেওয়া একটি বিশ্বাস। এবং তারা হয়তো সবচেয়ে ভয়াবহ উপায়ে তা লঙ্ঘন করে, তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে। এবং আপনিও একই কাজ করেন, যখন আপনি জনসম্মুখে কারো সম্মান, নাম এবং খ্যাতি নষ্ট করেন। তাহলে এই ধ্বংস থেকে নিজেকে রক্ষা করার সবচেয়ে বড় উপায় কী? মনে রাখবেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন যে মুমিন একটি পাখির শরীরে উড়ে বেড়াবে, জান্নাতের গাছ থেকে খাবে?

সেই উপকারগুলোর মধ্যে একটি হলো, গাছগুলো কী দিয়ে রোপণ করা হয়? আপনার জিকির দিয়ে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাই যখন লোকেরা তাদের মাংস কেটে খাচ্ছে, তখন আপনি বরং আপনার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবারের ফল উপভোগ করতে পারেন। আপনার জিহ্বাকে তা দিয়ে ব্যস্ত রাখুন এবং যারা এর বাইরের জিনিস দিয়ে আপনাকে ব্যস্ত রাখে, তাদের মজলিস এড়িয়ে চলুন। এবং

পরের বার যখন আপনি পরচর্চা করা লোকদের সাথে যেতে চাপ অনুভব করেন, তখন বারজাখে জান্নাতের শাখায় মুমিনদের একে অপরের দিকে উড়ে যাওয়ার কথা মনে করুন এবং বলুন, আমি সেই পাখিগুলোর একজন হতে চাই, তাদের মধ্যে একজন হতে চাই না, যারা তাদের নিজের মাংস খাচ্ছে। আর আজ যখন আপনি জীবিতদের সাথে আপনার মজলিসে বসে এই ঠাট্টা বা পরচর্চাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তখন মনে রাখবেন, গতকাল যে আপনার পাশে ছিল, সে ঠিক এই মুহূর্তে তার নিজের মাংস খাচ্ছে।

যেমন একজন ব্যক্তির শরীরে ওজুর আলো কেয়ামতের দিন আলো হবে, তেমনি আপনার জিহ্বার অন্ধকার আপনার মাংসকে আক্ষরিক অর্থে ছিঁড়ে ফেলার দিকে নিয়ে যাবে। এবং যদি কেউ তার জিহ্বা দিয়ে পরচর্চা এবং অপবাদ দিয়ে অন্যদের আগুনে জ্বালায়, তবে সেই জিহ্বা তার জন্য আগুনে পরিণত হবে। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের আগুনে পড়ার এক নম্বর কারণ হলো জিহ্বা।

কবরে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার এক নম্বর কারণ হলো জিহ্বা। আর কিয়ামতের দিন মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার প্রধান কারণও এই জিহ্বাই।

- لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) আবু সুলায়মান আল-মাক্কী বর্ণনা করেছেন যে একদল আলেম উল্লেখ করেছেন: "আমরা আমাদের ও বসরার মাঝে একটি জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যখন আমরা গাধার আওয়াজ শুনতে পাই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই আওয়াজটা কী?' তারা উত্তর দিল, 'আমাদের মধ্যে একজন লোক ছিল, যে যখনই তার মা তার সাথে কথা বলতেন, তখন তাকে বলত, "গাধার মতো ডাকা বন্ধ করো!" সে মারা যাওয়ার পর, প্রতি রাতে তার কবর থেকে গাধার আওয়াজ শোনা যেত।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, কিতাব আল-কুবুর; ইবনে আল-কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

২) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই, আল্লাহ সেই লোকদের অপছন্দ করেন, যারা তাদের জিহ্বা গরুর মতো নাড়িয়ে কৃত্রিমভাবে বাগ্মিতা দেখায়।" [সুনান আবু দাউদ #৫০০৫; জামি' আত-তিরমিযী #২৮৫৩]

৩) আমর ইবনে দিনার বলেছেন: মদিনার একজন লোকের বোন অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সে নিয়মিত তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তার কাছে যেত। যখন সে মারা যায়, তখন সে তাকে দাফনের জন্য প্রস্তুত করে এবং তার কবরে নিয়ে যায়। (ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, কিতাব আল-কুবুর। ইবনে আল-কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ।)

# এটা কি এত বড় ব্যাপার ছিল? আপনার ওযু গুরুত্বপূর্ন | পর্ব ১৭

এটা তেমন বড় কিছু নয়... নাকি ছিল? আজ যা তুচ্ছ মনে হয়, বারযাখে সেটাই সবচেয়ে ভারী হতে পারে। এটা পাপের আকারের বিষয় নয়, বরং আপনার হৃদয়ে এর ওজন কেমন, সেটাই আসল কথা।

তাড়াহুড়ো করে ওযু করা, অসাবধানতাবশত কথা বলা, কিছুক্ষণের জন্য পরচর্চা করা—এসব বিষয় মানুষ তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু কবরের শাস্তি শুরু হয় আল্লাহ যা মূল্যবান মনে করেন, তা অবহেলা করার মাধ্যমে। যে কাজগুলো আপনাকে রক্ষা করবে, সেগুলোই আপনি গুরুত্বের সাথে করেন, যতই ছোট মনে হোক না কেন। কারণ, আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে ছোট জিনিসগুলো আর ছোট থাকে না।

সবচেয়ে ছোট জিনিসগুলোই আপনার আত্মার উপর সবচেয়ে ভারী হয়ে দাঁড়াবে। আজ যা তুচ্ছ কাজ মনে হয়, বারযাখে সেটাই আপনাকে চূর্ণ করে দিতে পারে। এটা পাপের আকারের বিষয় নয়, বরং আল্লাহর আদেশের প্রতি আপনার অবজ্ঞা কী প্রকাশ করে, সেটাই আসল কথা। প্রতিটি ছোট অবহেলা লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং যখন আপনি কল্পনাও করেননি, তখন এর ওজন অনুভূত হবে। বারযাখে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা হয়, যা মানুষ খুব কম মনোযোগ দেয়, কিন্তু আল্লাহ যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। মূল বিষয় হলো কাজের ক্ষুদ্রতা নয়, বরং আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার হৃদয়ের অবস্থা কী নির্দেশ করে, সেটা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর আদেশের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি বলেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আইনদাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি উপায়। তাই আপনার ভালোবাসা, আপনার শ্রদ্ধা এবং আপনার আনুগত্যের প্রমাণ হলো, আপনি আল্লাহর আদেশগুলোকে কতটা গুরুত্বের সাথে নেন। আর আল্লাহর দৃষ্টান্ত সবচেয়ে উঁচু হলেও, একজন জীবনসঙ্গী বা বন্ধুর কথা ভাবুন, যারা খুব সাধারণ কিছু করে আপনার কাছে অনেক মূল্যবান হতে পারে। হয়তো এটা শুধু সামান্য কৃতজ্ঞতার উপহার, অথবা আপনি যখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন শুধু আপনার খোঁজ নেওয়ার জন্য একটি ফোন কল। অন্যদিকে, ধারাবাহিকভাবে ছোট জিনিসগুলো অবহেলা করা নেতিবাচকভাবে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। কখনও বন্ধুর খোঁজ না নেওয়া, তারা কেমন আছে তা দেখার জন্য যত্ন না নেওয়া। এটা শুধু ফোন কলের বিষয় নয়, বরং এটা স্পষ্ট যে আপনি সেই ব্যক্তির প্রতি সত্যিই যত্নশীল নন। তাহলে যে ব্যক্তি নোংরা কথা বলতে বা নোংরা কিছু গায়ে লাগাতে দ্বিধা করে না, সে কীভাবে আল-কুদ্দুস, আত-তাইয়্যিব, পবিত্র ও উত্তম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি যত্নশীল হবে?

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হাঁটছিলাম, এবং আমরা দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যা শুনি, তা তোমরা শুনতে পাও না। এই দুই ব্যক্তিকে তাদের কবরে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তারা তুচ্ছ বিষয় মনে করত। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কী? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের একজন প্রস্রাব থেকে তার কাপড় পরিষ্কার রাখার যত্ন নিত না। অন্যজন তার জিহ্বা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিত, তাদের মধ্যে পরচর্চা করত। অন্য একটি বর্ণনায়, আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এমন পাপের জন্য নয় যা এড়ানো কঠিন। তাদের একজন প্রস্রাবের সাথে নিজেকে নোংরা করার অভ্যাসের জন্য শাস্তি পাচ্ছে। অন্যজন পরচর্চা করার অভ্যাসের জন্য শাস্তি পাচ্ছে।

এখন পরচর্চা বা অপবাদের সাথে কাপড় পরিষ্কার রাখার কী সম্পর্ক? প্রথমত, এটা মনোভাবের বিষয়। এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। আমি শুধু বার্তাটি ফরোয়ার্ড করছি। আমি শুধু শেয়ার করছি। আমি শুধু মজা করছি। এটাই জিহ্বার অসাবধানতা। কিন্তু অসাবধান জিহ্বা এবং যে ব্যক্তি তার ওযু নিয়ে অসাবধান, তাদের মধ্যে মিল হলো, তারা উভয়েই যে নোংরা কথা বলছে, সেদিকে মনোযোগ দেয় না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যা অনেক মানুষ বোঝে না, কবরের অধিকাংশ শাস্তি প্রস্রাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে হয়। তাই প্রস্রাব দিয়ে নিজেকে নোংরা করা থেকে বিরত থাকুন। এখন লক্ষ্য করুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কবরের অধিকাংশ শাস্তি তাহারাতের কারণে, সবচেয়ে গুরুতর পাপের কারণে নয়। আরও গুরুতর পাপ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষকেই এই কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আবার, কেন?

আল্লাহর আদেশ করা ছোট জিনিস বা আল্লাহর নিষেধ করা ছোট জিনিসগুলোর প্রতি অনেক মানুষের যে মনোভাব, সেটাই আসল কথা। আর এটা সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশকে গুরুত্বের সাথে না নেওয়ার কারণে হয়। আর এটা পবিত্রতার গুণ সম্পর্কেও। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে এবং জিহ্বার পবিত্রতা এবং শরীরের পবিত্রতা রয়েছে।

ইমাম সুয়ুতি (রহিমাহুল্লাহ) এই দুটি কাজের বিষয়ে একটি শক্তিশালী চিন্তাভাবনা উদ্ধৃত করেছেন, যা বারযাখে প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, কিছু মানুষ কবরের শাস্তির সাথে প্রস্রাব এবং পরচর্চা ছড়ানোর বিশেষ কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এটা বিচারের দিনে একজন মানুষ কী মুখোমুখি হবে, শাস্তি বা পুরস্কার, তার একটি পূর্বরূপ। আর বিচারের দিনে যে পাপগুলোর শাস্তি দেওয়া হবে, তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো আল্লাহর হক, আল্লাহর অধিকার। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো

তাঁর বান্দাদের হক, তাঁর বান্দাদের অধিকার। বিচারের দিনে আল্লাহর অধিকার থেকে প্রথম যে বিষয়ের বিচার করা হবে, তা হলো সালাত, নামাজ। আর মানুষের অধিকার থেকে প্রথম যে বিষয়ের বিচার করা হবে, তা হলো রক্ত, হত্যা। তিনি বলেন, বারযাখের ক্ষেত্রে, এই দুটির পূর্বসূরী এবং উপায়গুলো প্রথমে বিবেচনা করা হয়। তাই তাহারাতের ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক এবং শারীরিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা।

আর হত্যার পূর্বসূরী হলো পরচর্চা ছড়ানো এবং মানুষের সম্মানহানি করা। তাই যখন তাহারাতের কথা আসে, তখন বিচারের দিনে ওযু আলোর মতো উজ্জ্বল হবে। কিন্তু কবরে নাপাকির জন্য শাস্তি রয়েছে। ওযু এখানে আমাদের পাপ দূর করে। আর নামাজে জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি না করে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে, কারণ এই দুনিয়াতে আপনার পাপগুলো ঝরে পড়তে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, পবিত্র অবস্থায় থাকা নামাজের চাবিকাঠি। আর সেই অর্থে, সালাতে আল্লাহর সাথে কথা বলার আপনার ক্ষমতা। আর মানুষের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্পর্কে আপনি যেভাবে কথা বলেন, সেটাই তাদের সাথে আপনার সম্পর্কের ভিত্তি, কারণ সেখানেই সত্যিকারের বন্ধুরা উজ্জ্বল হয়। আর যদি উভয়ই দূষিত হয়, তবে আপনার পুরো দ্বীন দূষিত হয়ে যায়। এখন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলতে পারি না, এই হাদিসটি আপনাকে আপনার তাহারাত নিয়ে এমন পর্যায়ে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, যেখানে আপনি প্রস্রাবের অদৃশ্য ফোঁটা যা আপনার কাপড়ে পড়েছে বা ওযুর সময় ত্বকের কোনো অংশ বাদ পড়েছে, তা নিয়ে এত ভয় পান।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছেন, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত হতেও শিখিয়েছেন। তাই যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত যে আপনি কোনো স্পর্শনীয় জিনিস দিয়ে আপনার ওযু ভেঙেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ধরে নিন আপনার ওযু আছে। কবরের শাস্তির এই হাদিসগুলোর কোনোটিই আপনাকে এখানে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়। তারা সেই ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলছেন, যারা তাদের ওযু নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অসাবধান। সেই ব্যক্তি যে বাথরুম ব্যবহার করে এবং এমনভাবে নিজেকে পরিষ্কার করার চেষ্টাও করে না, যাতে নাপাকি তার শরীরে না লাগে। অথবা সেই ব্যক্তি যে ১০ সেকেন্ডের ওযু করে, যার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, আপনার কনুইয়ের কী খবর? আপনার গোড়ালির কী খবর? আর কেউ হয়তো বলতে পারে, এটা তো তুচ্ছ বিষয়। এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? যা আমাদের এখানে একটি প্রধান কারণের দিকে নিয়ে যায়। আপনি যদি আপনার ওযু নিয়ে অসাবধান হন, তবে এর মানে হলো আপনি আপনার সালাত নিয়ে অসাবধান।

আর যখন আমরা জিহ্বার কথা ভাবি, আপনি যদি আপনার পরচর্চা নিয়ে অসাবধান হন, তবে আপনি অপবাদ নিয়ে অসাবধান, যা আরও গুরুতর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একজন ব্যক্তিকে তার কবরে একশটি বেত্রাঘাত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই সে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, যতক্ষণ না তা একটি বেত্রাঘাতে কমানো হয়। তারপর তার কবরটি কিছুক্ষণের জন্য আগুনে ভরে যায় এবং তারপর আগুন সরিয়ে

নেওয়া হয়। তাই সে জিজ্ঞাসা করে, আমি কেন বেত্রাঘাত করছিলাম, তা কি আমি জানতে পারি? তাকে বলা হবে, আপনি ওযু ছাড়া নামাজ পড়েছিলেন এবং যখন আপনি একজন অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আপনি তাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বেশিরভাগ সময়, আপনি যে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেখেন, তাকে শারীরিকভাবে মারধর করা হয় না, বরং তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হয়। তাই আপনি পবিত্রতার সাথে নামাজে দাঁড়ান এবং যখন আপনার ভাই বা বোনের সুনাম কলঙ্কিত করা হয়, তখন আপনি তাদের জন্য দাঁড়ান। আর যদি আপনি আপনার ভাই ও বোনের সম্মানের প্রতি যত্নশীল না হন, তবে তাদের সম্পদ বা তাদের মালিকানাধীন অন্য কোনো জিনিসের পবিত্রতা নিয়ে আপনি কেন যত্নশীল হবেন?

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "যে দ্বিতীয় বিষয়ের মাধ্যমে হৃদয় সোজা থাকে, তা হলো ঐশ্বরিক আদেশ ও নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা। এটি সেই সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা থেকে উদ্ভূত হয় যিনি আদেশ ও নিষেধ করেন।" [ইবনুল কাইয়্যিম, আল-ওয়াবিল আস-সাইয়্যিব]

২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হাঁটছিলাম, যখন আমরা দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আপনি যা শোনেন না, আমি তা শুনি। এই দুই ব্যক্তিকে তাদের কবরে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তারা তুচ্ছ বিষয় মনে করত।" আমরা বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কী?" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তাদের একজন প্রস্রাব থেকে তার কাপড় পরিষ্কার রাখার যত্ন নিত না। অন্যজন তার জিহ্বা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিত, তাদের মধ্যে পরচর্চা করত।" [মুসনাদ আহমদ; সহীহ ইবনে হিব্বান]

৩) অন্য একটি বর্ণনায় আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই, এই দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এমন পাপের জন্য নয় যা এড়ানো কঠিন। তাদের একজন প্রস্রাবের সাথে নিজেকে নোংরা করার অভ্যাসের জন্য শাস্তি পাচ্ছে। অন্যজন পরচর্চা করার অভ্যাসের জন্য শাস্তি পাচ্ছে।" [সুনান ইবনে মাজাহ #৩৪]

৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “কবরের অধিকাংশ শাস্তি প্রস্রাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে হয়, তাই প্রস্রাব দিয়ে নিজেকে নোংরা করা থেকে বিরত থাকুন।” [সুনান আদ-দারাকুতনি]

৫) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “আল্লাহর একজন বান্দাকে তার কবরে একশতটি বেত্রাঘাত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে যতক্ষণ না শাস্তি একটিমাত্র বেত্রাঘাতে কমানো হয়। যখন তাকে সেই একটিমাত্র বেত্রাঘাত করা হলো, তখন তার কবর আগুনে ভরে গেল। যখন তা প্রশমিত হলো, সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমাকে কেন বেত্রাঘাত করা হলো?’ তাকে বলা হলো, ‘কারণ আপনি পবিত্রতা ছাড়া নামাজ পড়েছিলেন এবং কারণ আপনি একজন অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে সাহায্য করেননি।’” [আত-তাহাবী, শারহ মুশখিল আল-আছার]

# সুদ ও ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত করুন | পর্ব ১৮

ঋণ আপনার মৃত্যুর সাথে শেষ হয় না—এটি বারযাখেও আপনার অনুসরণ করে। আত্মা তার প্রাপ্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকে, তার চূড়ান্ত গন্তব্য থেকে আটকে থাকে। যদি অপরিশোধিত ঋণ এত ভারী হয়, তবে রিবার (সুদ) বোঝা সম্পর্কে কী বলা যায়?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাস্তি দেখেছিলেন—লোকেরা রক্তের নদীতে ডুবে যাচ্ছে, কখনই তীরে পৌঁছাতে পারছে না। এদিকে, দান এই জীবনে আপনার সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং পরের জীবনে আপনার বাড়ি তৈরি করে।

আপনি কি ঋণের কারণে আটকে থাকবেন, নাকি আপনার সাদাকার দ্বারা এগিয়ে যাবেন?

আপনি মারা গেলে আপনার ঋণ অদৃশ্য হয়ে যায় না। আপনার ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনার আত্মা জিম্মি হয়ে থাকবে। অন্যের সম্মান, অধিকার বা সম্পত্তি পদদলিত করে এগিয়ে যাওয়া কি আপনার পক্ষে কখনও মূল্যবান? আর যদি আপনি এখানে এমন কিছু ব্যবহার করে এগিয়ে যান যা আল্লাহ আপনাকে নেওয়ার অনুমতি দেননি, তবে বারযাখে আল্লাহ যখন সেই ঋণ পরিশোধ করেন তখন তা কেমন দেখায়?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই রিবার সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো কোনো ন্যায্য কারণ ছাড়াই একজন মুসলিমের সুনামের উপর আক্রমণ করা। যদি আপনি মানুষের প্রতি যত্ন না নিয়ে তাদের সম্মান আপনার জিহ্বা দিয়ে গ্রাস করতে দেন, তবে তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে কী বলা যায়? আর এটা দেখা কঠিন নয় যে শিকারী আর্থিক ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বকে ধ্বংস করছে। তারা যুদ্ধ, দারিদ্র্য, বেপরোয়া আচরণকে স্থায়ী করে তুলছে এবং মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য আচরণগুলোকে লাভজনক করে তুলছে।

প্রথমত, বিশ্বাসীর জন্য আদেশ হলো তার সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপন করা এবং তার প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া এই দুনিয়া থেকে কিছু না নেওয়া। তারপর নিশ্চিত করা যে তার ক্রমবর্ধমান লোভের কারণে সে অন্যদেরকে ঋণে নিমজ্জিত না করে। প্রথমে ঋণের পুরো ধারণাটি নিয়ে শুরু করা যাক।

মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বসেছিলাম, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা তুললেন। তারপর তিনি তার হাতের তালু তার কপালে রাখলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ, একটি গুরুতর বিষয় আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমরা নীরব থাকি এবং আমরা ভীত হই। পরের দিন সকালে, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই গুরুতর বিষয়টি কী যা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, যার হাতে আমার আত্মা তার শপথ, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত হয়, তারপর তাকে আবার জীবিত করা হয়, তারপর

নিহত হয়, এবং আবার জীবিত করা হয়, তারপর নিহত হয়, এবং তার উপর ঋণ থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই পৃথিবীতে রেখে যাওয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিসগুলোর মধ্যে একটি হলো আপনার কারো কাছে ঋণী থাকা।

এটি শাস্তির বা আপনার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি উপায় হতে পারে। একজন ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাই ৩০০ দিরহাম রেখে গেছে। আমি কি শুধু তার সন্তানদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আপনার ভাইকে তার ঋণের কারণে আটকে রাখা হয়েছে। তাই প্রথমে গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করুন। তাই আমি গেলাম এবং তার ঋণ পরিশোধ করলাম এবং তারপর ফিরে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের সবাইকে পরিশোধ করেছি, দুটি দিনার ছাড়া, যা একজন মহিলা দাবি করেছে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ ছিল না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে দিন, কারণ সে সত্য বলছে। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বলেন যে মুমিনের আত্মা স্থগিত থাকে, তখন এর অর্থ কী?

ইমাম সুয়ুতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো আটকে রাখা এবং তার মহৎ গন্তব্যে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা। আল-হাফিয আল-ইরাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো তার ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে রক্ষা পাবে নাকি ধ্বংস হবে, সে বিষয়ে কোনো রায় দেওয়া হয় না। তাই একটি আত্মা কয়েক দশক বা এমনকি বিচারের দিন পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণের জন্য আটকে থাকতে পারে। সুবহানাল্লাহ, কত বাবা-মা তাদের সন্তানদের ঋণ পরিশোধের জন্য অপেক্ষা করে বা বন্ধুরা তাদের বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করে। তাই যখন কেউ জানাযায় দাঁড়িয়ে বলে, আমার প্রিয়জন যদি কারো কাছে কোনো টাকা ঋণী থাকে, তবে দয়া করে আমাদের জানান। এটি একটি গুরুতর বিষয়। এখন সাহাবীরা জানতেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারো জন্য জানাযার নামাজ পড়বেন কি না, তার উপর ভিত্তি করে। তাই একটি পরিস্থিতিতে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই দিনার ঋণী হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাজ পড়া থেকে বিরত ছিলেন, যতক্ষণ না আবু কাতাদা (রাঃ) তার পক্ষ থেকে এটি পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর যখন তিনি পরের দিন তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, আপনি কি এটি পরিশোধ করেছেন? আবু কাতাদা বললেন, হ্যাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এখন তার ত্বক সেই ঋণের উত্তাপ থেকে শীতল হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই ক্রমাগত ঋণে থাকা থেকে আশ্রয় চাইতেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছ থেকে নিয়মিত যে দোয়াগুলো আমি শুনতাম, তার মধ্যে ছিল, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই। এবং কেউ তাকে বলল, আপনি কত ঘন ঘন ঋণ থেকে আশ্রয় চান? তিনি বললেন, কারণ যখন একজন মানুষ ঋণে পড়ে, তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতিও

ভঙ্গ করে। তাই আপনি যদি সত্যিই আপনার ঋণ নিয়ে মরিয়া হয়ে যান তবে মুনাফিকির অনেক উপায় দেখা দিতে পারে।

ইমাম ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) এই বিষয়ে মন্তব্য করেন এবং তিনি বলেন, তাই আপনার সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপন করা এবং প্রয়োজন না হলে ঋণ এড়ানো এত গুরুত্বপূর্ণ। এখন বলা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসগুলো এমন কাউকে নিন্দা করছে যে লোভী বা বেপরোয়া হয়ে যায়, এমন কাউকে নয় যে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে। তাই আমাদের দ্বীনে সুন্দর ঋণের ধারণা। আমাদের দ্বীনে ভালো ঋণের পুরো ধারণাটি হলো এটি দানের একটি রূপ, অন্যের হতাশা থেকে অর্থ উপার্জনের উপায় নয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অতীতের জাতিগুলোর মধ্যে একজন মানুষ ছিল যে লোকদের ঋণ দিত এবং সে তার ভৃত্যকে বলত, যদি ঋণগ্রহীতা কষ্টে থাকে, তবে তার ঋণ ক্ষমা করে দাও, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হয়তো আমাদের মুক্তি দেবেন। তাই যখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে দেখা করল, তখন আল্লাহ তাকে মুক্তি দিলেন। কল্পনা করুন আপনার কবরে বোঝা আর বোঝা নিয়ে আসা এবং আপনার পাপের ঋণ নিয়ে চিন্তা আর চিন্তা করা। কিন্তু আপনি যেমন আপনার ঋণী কাউকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহ বিনিময়ে আপনার সমস্ত বোঝা মুক্তি দেবেন।

এখন এর অন্য দিকটি হলো, যা আরও গুরুতর, তা হলো রিবার শিকারী ব্যবস্থা, সুদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি স্বপ্নে একজন মানুষকে রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে দেখেছি এবং সেই নদীর তীরে অন্য একজন মানুষ ছিল যার সামনে পাথর ছিল। তাই নদীর লোকটি যখনই একটু সাঁতার কাটত, সে তীরের কাছাকাছি আসত এবং তখন নদীর তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখে একটি পাথর ছুড়ে মারত এবং এটি সাঁতার কাটতে থাকা লোকটিকে যেখানে সে শুরু করেছিল সেখানে ফিরিয়ে দিত। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এটি বারবার ঘটতে থাকে। তাই আমি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই লোকটি কে? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, সে একজন মানুষ যে রিবা খেত। এখন রিবার সমীকরণে, আপনার কাছে একজন আছে যে অন্য লোকদের রিবা চার্জ করে এবং আপনার কাছে একজন আছে যে এতে জড়িত। যারা লোকদের চার্জ করে, তারা যেমন লোকদের এমন ঋণে ডুবিয়ে দিত যা থেকে তারা কখনই বের হতে পারত না, তেমনি সে এখন রক্তের নদীতে ডুবছে। আর তার লোভ তাকে এই জীবনে বারবার এটি করতে বাধ্য করে।

আর হাদিসের সাথে একটি গভীর সংযোগ রয়েছে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে আদম সন্তানকে যদি এক পাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হয়, তবে সে সন্তুষ্ট হয় না যতক্ষণ না সে এটিকে দুটিতে পরিণত করতে পারে। আর যদি তাকে দুটি দেওয়া হয়, তবে সে তিনটি চায়। আর তার লোভী সাধনাকে কিছুই থামাতে পারে না, তার মুখের মাটি ছাড়া, অর্থাৎ তার কবর। এখন এই পরিস্থিতিতে, তার মুখের মাটি নয়। এটি পাথরও,

কারণ সে রিবা দিয়ে সেই লোভ কীভাবে অনুসরণ করত। তবে এই হাদিসটি এমন একজনকেও উল্লেখ করছে যে রিবা খায়, কারণ রিবার ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এটির সাথে জড়িত থাকার মতো। আর যখন আপনি রিবা খান, তখন এটি এমন যে আপনি ঋণে সাঁতার কাটছেন এবং স্বনির্ভরতার নদীর তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন না। তাই আপনি যখনই বের হওয়ার চেষ্টা করেন, তখনই আপনাকে আবার ভিতরে ঠেলে দেওয়া হয়। তাকে আকিলা রিবা বলা হয়, যে রিবা খায়, কারণ সে যে সম্পদ খাচ্ছে তা আসলে তার নয়। কেউ হয়তো বলতে পারে, কিন্তু আমি রিবা নিচ্ছি না। আমি এটি পরিশোধ করছি।

এটা কোনো ব্যাপার না। আপনি যখন স্বেচ্ছায় এতে জড়িত হন তখন আপনি এটি স্থায়ী করেন। এখন আমি এখানে স্পষ্ট হতে চাই। আবারও, আমি চরম প্রয়োজনের কথা বলছি না যার জন্য একটি ফতোয়া থাকতে পারে, কিন্তু কেবল এমন কেউ যে বলে এটি তাই। এভাবেই বিশ্ব কাজ করে। এবং যাইহোক, কিছু আলেম বলেছেন যে রক্তের উপস্থাপনা আসলে বিশ্ব কীভাবে কাজ করে তা বলে। সেই রক্ত অর্থনৈতিক অবিচার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে সংযোগের কারণে হতে পারে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন, ঋণ থেকে সাবধান, যেখানে এটি চিন্তা দিয়ে শুরু হয় এবং যুদ্ধ দিয়ে শেষ হয়। এবং তাই আমরা সবসময় বলি, অর্থের অনুসরণ করুন। পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি দুর্নীতির জন্য, আপনি এর পিছনে একটি আর্থিক লাভ দেখতে পাবেন। কেউ অন্যের দুঃখ থেকে লাভ করছে এবং আল্লাহ এটি ঘৃণা করেন। সেই ব্যক্তি যে লাভের জন্য আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, সে বিচারের দিনে কী ঘোষণা দিয়ে জেগে উঠবে?

হারবুন মিনাল্লাহ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে একটি যুদ্ধ, যেখানে রিবা ভক্ষণকারীকে বলা হয়, সর্বশক্তিমানের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সময় আপনার অস্ত্র নিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। এখন এই সবের সাথে সাদাকাহ, দানের তুলনা করুন। সেই ব্যক্তি যে পরিবর্তে বিশ্বকে উন্নত করতে চেয়েছিল। এবং যে ব্যক্তি তার সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপন করত এবং দানের জন্য যতটুকু অংশ পারত দিত। ইমাম গাজ্জালী (রহিমাহুল্লাহ), এই মহান আলেম, তার মৃত্যুর পরে স্বপ্নে দেখা গিয়েছিলেন। এবং তার একজন ছাত্র তাকে বলে, আল্লাহ আপনার সাথে কী করেছেন? কোন বইটি আপনাকে তাঁর রহমত অর্জন করিয়েছে? কারণ ইমাম গাজ্জালী (রহিমাহুল্লাহ) অনেক বই লিখেছেন।

ইমাম গাজ্জালী (রহিমাহুল্লাহ) উত্তর দেন এবং তিনি বলেন, এর কিছুই নয়। বরং একদিন রাতে আমি লিখছিলাম এবং একটি মাছি আমার কালির পাত্রে অবতরণ করল। এবং আমি সেই মাছিটিকে আমার কালি থেকে যতটা ইচ্ছা পান করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তারপর এটি উড়ে গেল। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে এর জন্য ক্ষমা করলেন। এটি একটি মাছির সাথে। তাহলে একজন মানুষের সাথে কী হবে?

তাই আমরা নিয়মিত দান করার মাধ্যমে সম্পদের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করি। কারণ আমরা এখানে (দুনিয়ায়) বর্গফুটের জন্য রিবা (সুদ) ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নই। আমরা বরং সেখানে (আখিরাতে) আমাদের সম্পত্তি বাড়াতে চাই। আর যখন আপনি নিশ্চিত করছেন যে, আরও সম্পদ, একটি সুন্দর গাড়ি বা একটি বড় বাড়ির আকাঙ্ক্ষা আপনাকে অন্যদের ক্ষতি করতে বা সরাসরি ঋণ ও সুদের জালে ঠেলে দিচ্ছে না, তখন আপনার অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাগুলো সম্পর্কেও সতর্ক থাকুন, যা আপনাকে অন্য কোনো অন্ধকার পথে নিয়ে যেতে পারে।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই, রিবার সবচেয়ে খারাপ রূপ হলো অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমের সম্মান লঙ্ঘন করা।" [সুনান আবু দাউদ #৪৮৭৬]

২) মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রাঃ) বলেন: "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বসেছিলাম, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা তুললেন, তারপর তিনি তার হাতের তালু তার কপালে রাখলেন এবং বললেন: "সুবহানাল্লাহ! একটি গুরুতর বিষয় আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে!" আমরা নীরব থাকি এবং ভীত ছিলাম। পরের দিন সকালে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এই গুরুতর বিষয়টি কী যা অবতীর্ণ হয়েছে?" তিনি বললেন, "যার হাতে আমার আত্মা তার শপথ, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত হয়, তারপর তাকে আবার জীবিত করা হয়, তারপর নিহত হয় এবং আবার জীবিত করা হয়, তারপর নিহত হয়, এবং তার উপর ঋণ থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [সুনান আন-নাসায়ী #৪৬৮৪]

৩) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই দিনার ঋণী হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাজ পড়া থেকে বিরত ছিলেন, যতক্ষণ না আবু কাতাদা (রাঃ) তার পক্ষ থেকে এটি পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার নামাজ পড়ালেন। পরের দিন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "দুই দিনারের কী হলো?" আবু কাতাদা উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তিনি তো গতকালই মারা গেছেন।" পরের দিন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার জিজ্ঞাসা করলেন এবং আবু কাতাদা উত্তর দিলেন,

“আমি সেগুলো পরিশোধ করেছি।” এটি শুনে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “এখন তার ত্বক তার জন্য শীতল হয়েছে।” [মুসনাদ আহমদ]

৪) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দোয়ায় বলতেন: “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।” কেউ বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কত ঘন ঘন ঋণ থেকে আশ্রয় চান!” তিনি উত্তর দিলেন, “যখন একজন মানুষ ঋণে থাকে, তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।” [সহীহ বুখারী #২৩৯৭; সহীহ মুসলিম #৫৮৯]

৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “একজন মানুষ ছিল যে লোকদের ঋণ দিত। সে তার ভৃত্যকে বলত, ‘যদি তুমি কোনো কষ্টে পড়া লোকের দেখা পাও, তবে তাদের প্রতি সদয় হও—হয়তো আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হবেন।’ তাই সে আল্লাহর সাথে দেখা করল এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন।” [সহীহ বুখারী #৩২৯৩; সহীহ মুসলিম #১৫৬২]

৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "গত রাতে দুজন লোক আমার কাছে (স্বপ্নে) এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাকে বলেছিল, 'এগিয়ে যান!' ... তাই আমরা চলতে চলতে এমন একটি নদীর কাছে পৌঁছালাম যা রক্তের মতো লাল ছিল। নদীতে একজন মানুষ সাঁতার কাটছিল এবং নদীর তীরে অন্য একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল যার কাছে পাথরের একটি বড় স্তূপ ছিল। সাঁতার কাটতে থাকা লোকটি যখনই পানির মধ্য দিয়ে যেত, সে তীরের লোকটির কাছে আসত, যে তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিত। সাঁতার কাটতে থাকা লোকটি তখন চলতে থাকত, কেবল ফিরে আসার জন্য, যেখানে লোকটি আবার তার মুখ খুলত এবং আরেকটি পাথর ঢুকিয়ে দিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এই দুজন কে?’ ... [তারা উত্তর দিল,] আপনি যাকে নদীতে সাঁতার কাটতে দেখেছেন এবং পাথর গিলতে দেওয়া হয়েছে, সে হলো সেই ব্যক্তি যে সুদ (রিবা) খেত।” [সহীহ বুখারী #৭০৪৭]

৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই, রিবার সবচেয়ে খারাপ রূপ হলো অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমের সম্মান লঙ্ঘন করা।” [সুনান আবু দাউদ #৪৮৭৬]

৮) মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রাঃ) বলেন: “আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বসেছিলাম, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা তুললেন, তারপর তিনি তার হাতের তালু তার কপালে রাখলেন এবং বললেন: “সুবহানাল্লাহ! একটি গুরুতর বিষয় আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে!” আমরা নীরব থাকি এবং ভীত ছিলাম। পরের দিন সকালে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “হে আল্লাহর রাসূল, এই গুরুতর বিষয়টি কী যা অবতীর্ণ হয়েছে?” তিনি বললেন, “যার হাতে আমার আত্মা তার শপথ, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত হয়, তারপর তাকে আবার জীবিত করা হয়, তারপর নিহত হয় এবং

আবার জীবিত করা হয়, তারপর নিহত হয়, এবং তার উপর ঋণ থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [সুনান আন-নাসায়ী #৪৬৮৪]

৯) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই দিনার ঋণী হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাজ পড়া থেকে বিরত ছিলেন, যতক্ষণ না আবু কাতাদা (রাঃ) তার পক্ষ থেকে এটি পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার নামাজ পড়ালেন। পরের দিন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "দুই দিনারের কী হলো?" আবু কাতাদা উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তিনি তো গতকালই মারা গেছেন।" পরের দিন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার জিজ্ঞাসা করলেন এবং আবু কাতাদা উত্তর দিলেন, "আমি সেগুলো পরিশোধ করেছি।" এটি শুনে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "এখন তার ত্বক তার জন্য শীতল হয়েছে।" [মুসনাদ আহমদ]

১০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দোয়ায় বলতেন: "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।" কেউ বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কত ঘন ঘন ঋণ থেকে আশ্রয় চান!" তিনি উত্তর দিলেন, "যখন একজন মানুষ ঋণে থাকে, তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।" [সহীহ বুখারী #২৩৯৭; সহীহ মুসলিম #৫৮৯]

১১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "একজন মানুষ ছিল যে লোকদের ঋণ দিত। সে তার ভৃত্যকে বলত, 'যদি তুমি কোনো কষ্টে পড়া লোকের দেখা পাও, তবে তাদের প্রতি সদয় হও—হয়তো আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হবেন।' তাই সে আল্লাহর সাথে দেখা করল এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন।" [সহীহ বুখারী #৩২৯৩; সহীহ মুসলিম #১৫৬২]

১২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "গত রাতে দুজন লোক আমার কাছে (স্বপ্নে) এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাকে বলেছিল, 'এগিয়ে যান!' ... তাই আমরা চলতে চলতে এমন একটি নদীর কাছে পৌঁছালাম যা রক্তের মতো লাল ছিল। নদীতে একজন মানুষ সাঁতার কাটছিল এবং নদীর তীরে অন্য একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল যার কাছে পাথরের একটি বড় স্তূপ ছিল। সাঁতার কাটতে থাকা লোকটি যখনই পানির মধ্য দিয়ে যেত, সে তীরের লোকটির কাছে আসত, যে তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিত। সাঁতার কাটতে থাকা লোকটি তখন চলতে থাকত, কেবল ফিরে আসার জন্য, যেখানে লোকটি আবার তার মুখ খুলত এবং আরেকটি পাথর ঢুকিয়ে দিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই দুজন কে?' ... [তারা উত্তর দিল,] আপনি যাকে নদীতে সাঁতার কাটতে দেখেছেন এবং পাথর গিলতে দেওয়া হয়েছে, সে হলো সেই ব্যক্তি যে সুদ (রিবা) খেত।" [সহীহ বুখারী #৭০৪৭]

# যিনার বহু রূপ | পর্ব ১৯

যিনা ধ্বংসের পথ। এটি একটি দৃষ্টি, একটি কথোপকথন, একটি মুহূর্তের প্রশ্রয় দিয়ে শুরু হয় এবং আপনি জানার আগেই, আপনি একটি নিরলস আগুনে আটকা পড়েন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন যারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাস করতে দেয়—বারযাখের একটি জ্বলন্ত চুলা, যেখানে অনুশোচনা শিখার মতোই তীব্রভাবে জ্বলে।

কিন্তু প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুরস্কারবিহীন নয়। যারা তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং আকাঙ্ক্ষায় ভরা এই পৃথিবীতে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করে, তাদের জন্য বিচারের দিনে আল্লাহর ছায়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আজ আপনার সংযমই আলো আর অন্ধকারের মধ্যে, একটি কবর যা বাগানের মতো মনে হয় অথবা যা জাহান্নামের মতো মনে হয়, তার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

আপনার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা আপনার আত্মাকে ঝলসে দিতে পারে। যিনা শুধু একটি পাপ নয়, এটি এমন একটি পথ যা আপনাকে অন্ধকারের গভীরে নিয়ে যায়, একটি আগুন যা একটি দৃষ্টি দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর এর পথে সবকিছু গ্রাস করে। প্রতিটি কামুক দৃষ্টি এবং প্রতিটি গোপন প্রশ্রয় আপনাকে শিখার কাছাকাছি টানে। তাহলে আপনি কি শান্তির বাগান নাকি অনুশোচনার চুল্লি বেছে নেবেন?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি একটি বড় চুল্লি বা তান্নুরের মতো কিছু দেখেছি। এটি উপরে সরু এবং নীচে প্রশস্ত ছিল, এর নীচে আগুন জ্বলছিল। এর ভিতরে পুরুষ এবং মহিলা ছিল যারা তাদের নীচ থেকে ওঠা শিখা দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল এবং তাদের ঢেকে রাখার জন্য কোনো পোশাক ছিল না। যখনই শিখা তাদের কাছে পৌঁছাত, তারা ব্যথায় চিৎকার করত। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকেরা কারা? তারা বলল, এরা ব্যভিচারী, পুরুষ ও মহিলা, যারা তাদের যিনার জন্য শাস্তি পাচ্ছে।

এখন এই হাদিসটি এমন লোকদের কথা বলছে যারা প্রকৃতপক্ষে যিনার কাজ করে। তবে এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা ছোট পাপ করে, বারযাখে তাদের শাস্তির মাত্রা সামান্য হতে পারে। কিন্তু যিনার মতো ভয়ংকর পথে একবার পা বাড়ালে, নিজেকে এর নিকৃষ্টতম রূপে পতিত হতে দেখা খুবই সহজ। যিনা এবং সতীত্বের ক্ষেত্রে তাপ ও আগুনের এক সুস্পষ্ট যোগসূত্র আছে। এর শুরুটা হয় আকাঙ্ক্ষার উষ্ণতা দিয়ে। সেই উষ্ণতা হয় যিনার পাখা দিয়ে আরও বেড়ে যেতে পারে, অথবা সতীত্বের শীতলতা দিয়ে তা নিভিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বিখ্যাত হাদিসে সতীত্বকে ছায়া এবং শীতলতার সাথে সংযুক্ত করেছেন, যেখানে সাতজনকে আল্লাহ ছায়া দেবেন যখন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি সময়ের কথাও বর্ণনা করেছেন যেখানে এই ঈমানকে ধরে রাখা জ্বলন্ত গরম কয়লা ধরে রাখার মতো হবে। এবং শাহওয়া এবং আবেগের শিখা যখন হৃদয়কে ভেঙে দেয় তখন ধৈর্য ধরে থাকা একটি বাস্তব সংগ্রাম যার কথা হাদিসে বলা হয়েছে।

আমাদের চারপাশে অশ্লীলতা এবং যিনায় জড়িত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এটি এখন আমাদের কম্পিউটার, আমাদের ফোনে মাত্র কয়েকটি ট্যাপের দূরত্বে। এবং মনে রাখবেন কবরের বেশিরভাগ বিষয় প্রধান পাপের হালকা প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু রিবার ধূলিকণার মতো, যিনার একটি ক্রমবর্ধমান অনিবার্য অংশ রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেকের দুর্ভাগ্যবশত সম্মুখীন হতে হয়। আমি বলতে চাচ্ছি আপনার বিজ্ঞাপনগুলি, বা আপনার সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি, বা আপনার বিলবোর্ডগুলি, বা আপনার ম্যাগাজিনের কভারগুলি, বা আপনার স্ক্রিনে ক্রমাগত আসা থাম্বনেইল এবং ভিডিওগুলি। তাদের আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে দেওয়া খুব সহজ যেখানে আপনি সেই জগতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ ব্যভিচারের সেই অংশটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা একজন মানুষ লিপ্ত হবে। এটি থেকে পালানোর কোনো উপায় থাকবে না। চোখের ব্যভিচার আছে, কানের ব্যভিচার আছে, জিহ্বার ব্যভিচার আছে, হাতের ব্যভিচার আছে এবং এমনকি পায়ের ব্যভিচারও আছে, যখন আপনি সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করার জন্য একটি জায়গায় যান। এই যুগে এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি অঙ্গের যিনা এখনও যিনা যদিও এটি একটি ভার্চুয়াল জগতে করা হয়। অশ্লীল ভিডিও দেখে বা ভার্চুয়ালি কারো সাথে অশ্লীল কাজে জড়িত হয়ে, যিনা একটি জীবনধারা। এটি শুধু একটি কাজ নয়।

এ কারণেই কুরআন এটিকে একটি পথ হিসাবে বর্ণনা করে। যিনার কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। এটি এমন একটি জীবনধারা যা আত্মার কবর দিয়ে এবং আমাদের সবচেয়ে পশুসুলভ অংশগুলিকে উন্নীত করে পুরুষ ও মহিলাদের সম্মান এবং মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে কুরআন একাধিক জায়গায় হত্যার নিষেধাজ্ঞার পাশে যিনার নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে। কিছু আলেম বলেছেন যে এর জ্ঞানের মধ্যে একটি হলো, হত্যা হলো শরীরের হত্যা, আর যিনা হলো আত্মার হত্যা। যিনার পথে আটকে থাকা একজন ব্যক্তি বারযাখে পৌঁছানোর আগেই মারা যেতে পারে, তাদের আবেগের আগুনে জর্জরিত হয়ে, যা তাদের সম্পর্ক, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পুড়িয়ে দেয়, যেন তারা ইতিমধ্যে বারযাখের সেই চুল্লিতে রয়েছে যার কথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন।

আল-ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম যিনার পথের শেষ পর্যায়টিকে একটি আসক্তির মতো বর্ণনা করেছেন যা একজন ব্যক্তিকে বন্দী পাখিতে পরিণত করে। কিন্তু এটা কিভাবে ঘটল? যিনার পথ একটি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে শুরু হয় যা শয়তানের বিষাক্ত তীরের মতো হতে পারে যা চোখ দিয়ে সরাসরি হৃদয়ে নিক্ষেপ করা হয়। এই কারণেই কুরআন আমাদের দৃষ্টি নত করার আদেশ দেয়, পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আমাদের হৃদয়, আমাদের মুখ এবং আমাদের শরীরে আলো বাড়ানোর জন্য দৃষ্টি নত করাকে সংযুক্ত করেন। তিনি বলেন, এটি সেই কারণ হতে পারে যার জন্য আল্লাহ দৃষ্টি নত করার আদেশের ঠিক পরে নূরের আয়াত, আলোর উপর আলো উল্লেখ করেছেন। কারণ একজন ব্যক্তি যেমন যিনার পথের অন্ধকার এড়িয়ে চলে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেন, তিনি তাদের মনকে আলোকিত করেন এবং তারপর তারা সেই আলো তাদের সাথে বারযাখে এবং অবশেষে বিচারের দিনে বহন করতে পারে।

কল্পনা করুন সেই অন্ধকার এবং একটি কবরের তাপ যা একটি চুল্লিতে পরিণত হয়েছে এবং তারপর কল্পনা করুন একটি কবরের উজ্জ্বলতা এবং শীতলতা যা একটি বাগানে পরিণত হয়েছে। যিনা এবং সতীত্বের মধ্যে এটিই পার্থক্য।

যারা যিনার এই পথের অন্ধকারে আটকা পড়েছেন, তাদের পিছনে একটি আলো রয়েছে। আপনি যত বেশি প্রতিরোধ এবং জয় করবেন, সেই আলো তত উজ্জ্বল হতে থাকবে। এবং আমি সত্যিই সরাসরি এই বিষয়ে কথা বলতে চাই। এগুলি এমন আসক্তি যা খুব গভীর এবং প্রচলিত, তবে আপনাকে জানতে হবে যে আপনি একা নন। এমন অন্যান্য লোকও রয়েছে যারা সংগ্রাম করছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে পরিত্যাগ করেননি বা আপনার উপর হাল ছাড়েননি। যখন আপনি এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে ইচ্ছুক হন, তখন আপনি আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে নিজেকে নম্র করছেন এবং বলছেন যে আমি এই আসক্তি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করার জন্য এখানে লজ্জায় মাথা নত করতে চাই, বরং অন্য পাশে এর তাপের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে।

আপনার ঘর আপনার কবরের মতো অন্ধকার হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন যখন আপনি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রাম করছেন এবং আপনার কাছে অবাধ্যতার অবস্থা থেকে ইহসানের অবস্থায় যাওয়ার একটি যাত্রা তৈরি করার সুযোগ রয়েছে, যা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত শুরু করা যেন আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন। একটি আসক্তি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে অনেক কিছু লাগে, তবে সেই প্রক্রিয়ায় আপনি যে শক্তি অর্জন করেন তা জান্নাতের এমন একটি স্তর আনলক করতে পারে যা অন্যথায় আপনার কাছে অপ্রাপ্য থাকত।

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জ্বলন্ত গরম কয়লার কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি আরও বলেছিলেন যে আপনি যখন শক্ত করে ধরে রাখবেন তখন আপনার ৫০ জন সাহাবীর পুরস্কার থাকবে। এবং এই যুগে, সেই জ্বলন্ত গরম কয়লাটি আপনার ফোন বলে মনে হয় যা আপনাকে আপনার আকাঙ্ক্ষায় তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস দেয়। কিন্তু যদি আল্লাহর ভয় আপনাকে গুনাহ করা থেকে আটকে রাখে, তবে এটি একটি আশ্চর্যজনক জিনিস হতে পারে।

ইবনে আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) সময়ে একজন যুবক মসজিদে ইবাদত করত। এবং প্রতিদিন যখন সে মসজিদে যেত, তখন একজন মহিলা তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই সে তাকে তার বাড়িতে আসার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে আমন্ত্রণ জানাত। সে দিন দিন প্রতিরোধ করে এবং সে দিন দিন চেষ্টা করতে থাকে। একদিন, সে এতে পড়ে যায়। তাই যখন সে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, তখন সে এই আয়াতটি স্মরণ করে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, যখন শয়তান তাদের একটি প্ররোচনা দিয়ে স্পর্শ করে, তারা হঠাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তারা অবিলম্বে আবার দেখতে পায়। এবং তাই যখন সে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে, তখন সে তার দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে যায়। এবং যখন তার চেতনা ফিরে আসে, তখন সে এই আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে যতক্ষণ না সে মারা যায়।

যখন খবরটি উমর (রাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি গভীরভাবে দুঃখিত হন। এবং তিনি এই যুবকের বাবাকে সান্ত্বনা দিতে যান। তারপর তিনি সেই যুবকের কবরে যান তার জন্য নামাজ পড়তে এবং দোয়া করতে। এবং উমর (রাঃ) যখন তার কবরের কাছে যান এবং তার উপরে দাঁড়ান, তখন তিনি বলেন, হে যুবক, যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য জান্নাতে দুটি বাগান থাকবে। প্রলোভনের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের সেই মুহূর্তে সে যা আনলক করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাকে জান্নাতের একাধিক বাগান দিয়েছিল।

তবে আপনাকে জানতে হবে যে আল্লাহর সেই ভয় সেই কয়েক মুহূর্তে তৈরি হয়নি। এটি সঠিক সময়ে শুরু হয়েছিল। এটি ছিল মসজিদে এবং কুরআনের সাথে সেই সমস্ত সময় যা সে সেই মুহূর্তে নিজেকে ধরে রাখার জন্য আধ্যাত্মিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করেছিল। আপনার জন্য একটি মুসহাফ খোলা এবং একটি মসজিদের কোণে বসা কেমন লাগে? অথবা আপনার আত্মার খারাপ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর বাণী পড়ার জন্য আপনার ঘরের গোপনীয়তায় আপনার ফোন ব্যবহার করা?

কুরআন কি আপনাকে নিরাময় এবং সুরক্ষা করতে দেবে? নাকি এর প্রতি আপনার অবহেলা আপনাকে আরও শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে?

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "গত রাতে দুজন ব্যক্তি আমার কাছে (স্বপ্নে) এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাকে বলেছিল, 'এগিয়ে যান!' ... তাই আমরা চলতে চলতে তান্নুরের (একটি বড় চুল্লি) মতো কিছুর কাছে পৌঁছালাম। এর ভিতরে পুরুষ এবং মহিলা ছিল যারা তাদের নীচ থেকে ওঠা শিখা দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল এবং তাদের ঢেকে রাখার জন্য কোনো পোশাক ছিল না। যখনই শিখা তাদের কাছে পৌঁছাত, তারা ব্যথায় চিৎকার করত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লোকেরা কারা?' ... [তারা উত্তর দিল,] তারা ব্যভিচারী, পুরুষ এবং মহিলা, [যিনার জন্য শাস্তি পাচ্ছে]।" [সহীহ বুখারী #৭০৪৭]

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সাত (প্রকার মানুষ) কে কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া দ্বারা ছায়া দেওয়া হবে যখন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।" তাদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন: "একজন পুরুষ যে সৌন্দর্য এবং মর্যাদার একজন মহিলা দ্বারা প্রলুব্ধ হয় কিন্তু উত্তর দেয়, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'" [সহীহ বুখারী #৬৮০৬; সহীহ মুসলিম #১০৩১]

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন যে ব্যক্তি তার ধর্মের উপর অবিচল থাকবে সে জ্বলন্ত গরম কয়লা ধরে রাখার মতো হবে।" [জামি' আত-তিরমিযী #২২৬০]

৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আদম সন্তানের জন্য যিনার অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা সে অনিবার্যভাবে করবে। চোখের যিনা হলো দেখা, কানের যিনা হলো শোনা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, হাতের যিনা হলো স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হলো (পাপের দিকে) হাঁটা এবং হৃদয় কামনা করে এবং আকাঙ্ক্ষা করে। পরিশেষে, ব্যক্তিগত অঙ্গগুলি হয় নিশ্চিত করবে বা অস্বীকার করবে।" [সহীহ বুখারী #৬৬১২; সহীহ মুসলিম #২৬৫৭]

৫) ইবনুল কাইয়্যিম হৃদয়, মুখ এবং শরীরে আলো বাড়ানোর জন্য দৃষ্টি নত করাকে সংযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "দৃষ্টি নত করা হৃদয়ে আলো আনে, যেমন এটিকে অবাধে বিচরণ করতে দেওয়া অন্ধকার আনে। এই কারণে, আল্লাহ দৃষ্টি নত করার আদেশের ঠিক পরে আলোর আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের

দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের সতীত্ব রক্ষা করে। এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধতর।" [সূরা আন-নূর (২৪): ৩০]

তারপর অবিলম্বে, তিনি বলেন: "আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত একটি কুলুঙ্গির মতো যার মধ্যে একটি প্রদীপ রয়েছে..." [সূরা আন-নূর (২৪): ৩৫]।" [ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াব আল-কাফি]

# কুরআন যখন আপনার কবরে উপস্থিত হবে | পর্ব ২০

কুরআন আপনার অন্ধকারতম মুহূর্তে আলো, এমন এক কন্ঠস্বর যা আপনাকে রক্ষা করবে যখন আর কেউ পারবে না, এবং এমন এক সঙ্গী যে কখনো আপনাকে পরিত্যাগ করবে না। কিন্তু আপনি যখন একে পরিত্যাগ করেন, তখন কী ঘটে?

নবী ﷺ কুরআন অবহেলারকারীদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী আপনার হৃদয় পূর্ণ করার জন্য, তাকের উপর ধুলো জমানোর জন্য নয়। জীবনে কুরআন আপনার আশ্রয়। মৃত্যুতে, এটিই আপনার একমাত্র প্রতিরক্ষা।

এটি কি কবরে আপনার পরিত্রাণ হবে, নাকি আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে?

কুরআন হয় আপনার আত্মাকে রক্ষা করবে, অথবা আপনার খুলি চূর্ণ করবে। আপনি আপনার মনকে কী দিয়ে পূর্ণ করতে দেন? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিদিনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন কাজ, ঘরের দায়িত্ব, সন্তান সামলানো এবং বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আবার কেউ কেউ গুজব, সামাজিক মাধ্যম এবং সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ফাঁদে আটকা পড়ি। আপনি যদি সতর্ক না হন, তবে এই চিন্তাগুলো শুধু আপনার জীবনকেই নয়, কুরআনের মুখস্থকেও গ্রাস করতে পারে। আর সেই মুহূর্তে এটি একটি ছোট পাপ মনে হতে পারে, কিন্তু পরিণতিগুলো মোটেও ছোট নয়। কুরআনের সাথে আপনার সংযোগ হারিয়ে ফেলা মানে, যখন আপনি ছয় ফুট নিচে এবং তারও বাইরে থাকবেন তখন আপনার সবচেয়ে বড় মিত্রকে হারানো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, যদি আমরা এই কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তা আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।

তবুও আল্লাহ একজন মানুষের হৃদয়কে, নবী (ﷺ)-এর হৃদয়কে, এই কুরআন ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের বাকিদের জন্য, এটির সেই সম্ভাবনা রয়েছে যা নবী (ﷺ) বলেছেন, رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا, আমাদের হৃদয়ের বসন্ত এবং আমাদের বুকের আলো। অন্যদিকে, নবী (ﷺ) বলেছেন, যার বুকে কুরআন নেই, সে যেন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি। এই কারণেই কুরআনের বিষয়ে নবী (ﷺ) যা দেখেছিলেন, সেই শাস্তি এত বেশি অর্থবহ মনে হয়।

নবী (ﷺ) বলেন, যখন আমি সেই দুই ফেরেশতার সাথে যাত্রা করলাম, তখন আমরা এমন একজন লোকের কাছে পৌঁছালাম যে শুয়ে ছিল। আর দেখুন, অন্য একজন লোক তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, এবং তার হাতে একটি পাথর ছিল। সে পাথর দিয়ে লোকটির মাথা চূর্ণ করছিল, আহত করছিল, এবং তারপর পাথরটি গড়িয়ে দূরে চলে যেত। আর নবী (ﷺ) বলেন, যে তার মাথা চূর্ণ করছিল, সে পাথরটির পেছনে ছুটে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনত। আর ততক্ষণে লোকটির মাথা আগের মতো হয়ে যেত, এবং সে বারবার একই কাজ করত। আর নবী (ﷺ) বললেন, ইয়া জিবরীল, এটা কী? আর তাঁকে বলা হলো, এটি সেই ব্যক্তির

প্রতীক যে কুরআন ভুলে গেছে। সে না এটি তিলাওয়াত করে, না এর উপর আমল করে, এবং সে রাতে নামাজ অবহেলা করে ঘুমিয়ে যায়। এখন, এটি কি এমন কাউকে বোঝাচ্ছে যে দুর্বল স্মৃতির কারণে কুরআনের কিছু সূরা ভুলে গেছে? না, এটি ইচ্ছাকৃত অবহেলাকে বোঝাচ্ছে।

মূল কথা হলো, এটি এমন একজন ব্যক্তি যে কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে, যে কুরআনের উপর আমল করে না, যে কুরআনের দিকনির্দেশনার দিকে তাকায় না। আর এই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে নবী (ﷺ) বিচার দিবসে অভিযোগ করবেন। ও আমার প্রভু, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। সুবহানাল্লাহ, মাহজুরা শব্দটি হিজরা থেকে এসেছে, যেমন একজন ব্যক্তি কুরআন থেকে দূরে সরে গেছে। আপনি কি এমন একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা কল্পনা করতে পারেন যে কুরআন থেকে হিজরা করেছে? আর তাই তাদের জীবনের সাথে এর আর কোনো সংযোগ নেই। আর কুরআন অবতীর্ণ হয়, যেমন আল্লাহ বলেন, বৃষ্টির মতো, আর এটি কখনও কখনও শক্ত মাটিতে আঘাত করে। যদি সেই শক্ত মাটি আপনার শক্ত মাথা বা আপনার শক্ত হৃদয় হয় যা এর প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে?

যদি আপনি নিজেকে কুরআনের প্রেমে পড়তে দেখেন, বিশেষ করে রমজানে, বছরের বাকি সময় আপনি কোথায় ছিলেন? নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি কোথায় ছিলেন? কারণ সেই কুরআন আপনার তাকের উপর বসে ছিল, আপনার সেরা বন্ধু হওয়ার জন্য প্রস্তুত, আপনার অন্ধকারতম মুহূর্তে আলো হওয়ার জন্য প্রস্তুত, এমনকি যখন আপনি আপনার কবরে যান তখনও। আপনি যখন এটি পড়তেন, তখন এটি আপনার সাথে কথা বলছে, আপনার বাকি যাত্রায় আপনাকে ধরে রাখছে। আল্লাহর সেই কিতাব কতটা সুন্দর, যা আপনার হৃদয়ে আলোর মতো নেমে আসে। আর এখন আপনি যখন আপনার কবরে, আপনি উপরে তাকান এবং দেখেন আপনার উপরে উপর থেকে আলো নেমে আসছে।

উবাদাহ ইবনে সামিত (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, যখন কোনো মুমিন যে কুরআনের প্রতি নিবেদিত ছিল, তার মৃত্যুশয্যায় থাকে, তখন কুরআন এসে তার মাথার পাশে দাঁড়ায় যখন তাকে গোসল করানো হয়। আর যখন গোসল শেষ হয়, তখন এটি তার বুক ও কাফনের মধ্যে প্রবেশ করে। আর যখন তাকে কবরে রাখা হয় এবং মুনকার ও নাকির তাকে প্রশ্ন করতে আসে, তখন কুরআন তার ও ফেরেশতাদের মধ্যে চলে আসে। ফেরেশতারা কুরআনকে বলে, সরে যাও, যাতে আমরা তাকে প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু কুরআন উত্তর দেয়, আল্লাহর কসম, আমি তাকে কখনো ছেড়ে যাব না। যদি আপনাকে তাকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে যান এবং আপনার ইচ্ছা মতো করুন। কুরআন তখন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? লোকটি বলে, না।

কুরআন বলে, আমি আপনার সঙ্গী, কুরআন, যা আপনাকে রাতে জাগিয়ে রাখত এবং যা আপনাকে দিনে তৃষ্ণার্ত করত এবং আপনাকে কামনা-বাসনা এবং নিষিদ্ধ জিনিস শোনা থেকে বিরত রাখত। আর আজ আপনি আমাকে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে পাবেন।

কুরআন তারপর বলতে থাকে, আনন্দ করুন! কারণ মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের পর আপনার আর কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না।

ফেরেশতারা তাকে ছেড়ে চলে যায়, এবং কুরআন উপরে উঠে, তার জন্য জান্নাত থেকে একটি বিছানা এবং একটি আচ্ছাদন চায়। মুমিনকে জান্নাত থেকে একটি বিছানা, একটি আচ্ছাদন এবং একটি প্রদীপ দেওয়া হয়, সাথে কিছু সুগন্ধী গাছপালা, যা নিকটতম আসমান থেকে এক হাজার ফেরেশতা বহন করে আনে। কুরআন তাদের কবরের দিকে নিয়ে যায় এবং লোকটিকে বলে, আমি চলে যাওয়ার পর কি আপনি আমাকে মিস করেছেন? আমি আমার প্রভুর সাথে ছিলাম যতক্ষণ না তিনি আপনার জন্য জান্নাত থেকে একটি বিছানা এবং আচ্ছাদনের নির্দেশ দেন।

ফেরেশতারা কবরে প্রবেশ করে। তারা লোকটির পায়ের নিচে বিছানা রাখে, তার মাথার নিচে আচ্ছাদন রাখে এবং তার বুকের পাশে সুগন্ধী গাছপালা রাখে। তারা তাকে তার ডান দিকে রাখে এবং তারা চলে যায়। আর লোকটি ফেরেশতাদের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না তারা আসমানে উঠে যায়। অবশেষে, কুরআনকে লোকটির মাথার কাছে কিবলার দিকে রাখা হবে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার কবরের স্থান প্রসারিত করতে থাকবে।

আপনার কুরআন তিলাওয়াত এবং আপনার হৃদয়ে এর উপস্থিতি হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যা আপনি বারজাখে নিয়ে যান। যখন আপনি আপনার ঘরে একা থাকেন, তখন এটি আপনার সঙ্গী, এবং এখন যখন আপনি আপনার কবরে একা থাকেন, তখনও এটি আপনার সঙ্গী। এখন, এটি পুরো কুরআন, কিন্তু এর কিছু অংশ রয়েছে যা কবরের শাস্তি থেকে সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। আর আমি চাই আপনি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা আল-মুলক পড়ার কথা ভাবুন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) নিশ্চিত করেন যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু উকবা ইবনে আমির (রাদিআল্লাহু আনহু) দ্বারা বর্ণিত এই কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনাটি রয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, যদি কুরআন কোনো চামড়ার উপর লেখা হয় এবং তারপর আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবে এটি পুড়বে না। সুবহানাল্লাহ, গাজা থেকে কত ছবি বেরিয়ে এসেছে যেখানে মসজিদ এবং বাড়িঘর পুড়ে গেছে, এবং মুসহাফ বেঁচে আছে। এখন কিছু আলেম বলেন, নবী (ﷺ) যা বোঝাচ্ছেন তা হলো, তারা কুরআন লেখার জন্য যে জিনিসগুলো ব্যবহার করত, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের হাড় এবং পশুর চামড়া, যাতে তীব্র গরমে কালি পুড়ে না যায়।

ইমাম ইবনে কুতায়বা (রহিমাহুল্লাহ) এই বর্ণনার অর্থের একটি আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই আত্মাকে আগুন স্পর্শ করতে দেবেন না যা কুরআন দ্বারা পূর্ণ।

আবু উমামা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন মুখস্থ করুন বা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং কুরআনের এই শারীরিক অনুলিপি দ্বারা প্রতারিত হবেন না, কারণ আল্লাহ সেই হৃদয়কে আগুন দিয়ে শাস্তি দেন না যা কুরআন ধারণ করেছে। আর তাই আগুন আপনাকে গ্রাস করবে না যদি আপনি কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকেন।

তারপর আপনি এটিকে বিচার দিবসে আবার খুঁজে পাবেন, যখন আপনি সেই পরবর্তী স্থানান্তর দ্বারা হতবাক হবেন, যা নবী (ﷺ) মহা আতংক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তখন এটি আপনাকে আপনার কবর থেকে পরিত্রাণের দিকে টেনে আনবে। তিনি (ﷺ) বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন তার সঙ্গীর সাথে বিচার দিবসে সাক্ষাৎ করবে যখন তার কবর খোলা হবে। এটি তার কাছে একটি ফ্যাকাশে মানুষের মতো দেখা দেবে এবং বলবে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আর লোকটি বলবে, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। কিছু আলেম বলেন, এটি সেই সময় যখন একজন ব্যক্তি তার নিজের সন্তান এবং তার নিজের পিতামাতাকেও ভুলে যাবে। আর কুরআন আপনাকে বলবে, আমি আপনার সঙ্গী কুরআন, যা আপনাকে প্রচণ্ড গরমের দিনে তৃষ্ণার্ত করত এবং রাতে জাগিয়ে রাখত এবং প্রতিটি ব্যবসায়ী তার ব্যবসা থেকে উপকৃত হবে। আর আজ আপনি আপনার সমস্ত ব্যবসা থেকে উপকৃত হবেন। আল্লাহর বাণীর জন্য আপনি যে সময় দেন তার চেয়ে বেশি উপকারী ব্যবসা কি আর কিছু আছে?

এটি এখানে আপনার আত্মাকে উন্নত করে এবং এর প্রতিটি অক্ষরের মাধ্যমে আপনাকে জান্নাতে উন্নত করবে। আপনি যখন আপনার কবরে পৌঁছাবেন, তখন এর সঙ্গী হতে না পারার জন্য কতটা আফসোস করবেন? এমনকি যদি এটি আপনার সঙ্গী হয়েও থাকে, তবে আপনি এই প্রিয় বন্ধুর সাথে আরও কতটা সময় কাটাতে চেয়েছিলেন? আর মৃতরা যদি কথা বলতে পারত, তবে তারা আপনাকে কী বলত যা তারা আরও বেশি করতে চেয়েছিল?

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১)নবী ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই, যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই, সে যেন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি।” [জামি আত-তিরমিযী #২৯১৩]

২)নবী ﷺ বলেছেন: "গত রাতে দুজন লোক আমার কাছে (স্বপ্নে) এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাকে বলেছিল, 'চলুন!' … তাই আমরা চলতে থাকলাম যতক্ষণ না আমরা এমন একজন লোকের কাছে পৌঁছালাম যে শুয়ে ছিল, এবং অন্য একজন পাথর নিয়ে তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়ানো লোকটি অন্যজনের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারত, চূর্ণ করত, এবং পাথরটি গড়িয়ে দূরে চলে যেত। তারপর সে পাথরটির পিছনে যেত, এটি উদ্ধার করত, এবং ফিরে আসার আগে, লোকটির মাথা আগের মতো হয়ে যেতো। তারপর সে তাকে আবার আঘাত করত, একই কাজ পুনরাবৃত্তি করত। আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা উত্তর দিল, 'আপনি যাকে পাথর দিয়ে মাথা চূর্ণ করতে দেখেছেন, সে সেই ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করেছিল কিন্তু তারপর তা পরিত্যাগ করেছিল এবং বাধ্যতামূলক নামাজ অবহেলা করেছিল।'" [সহীহ আল-বুখারী #৭০৪৭]

৩) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন: "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে, আমরা এটিকে আল-মানিয়া, রক্ষাকারী হিসেবে ডাকতাম। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে প্রতি রাতে এই সূরা তিলাওয়াত করে, সে অনেক ভালো কাজ করেছে।" [আন-নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা]

৪) নবী ﷺ বলেছেন: "যদি কুরআন কোনো চামড়ার উপর লেখা হয় এবং তারপর আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবে এটি পুড়বে না।" [সুনান আদ-দারিমি]

# আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা | পর্ব ২১

অনুশোচনায় মৃতদের এই দুনিয়ার বিষয়ে একটি ইচ্ছা থাকে: এখানে ফিরে আসা এবং মাত্র দুই রাকাত নামাজ পড়া।

মৃতরা, যারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তারা বারবার একই আনন্দের উৎসের সাক্ষ্য দেন: সালাত। রাতের গভীরতায় আল্লাহর ইবাদত করা, সিজদা করা। এই জীবনে প্রায়শই উপেক্ষিত, প্রার্থনা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলোকে আমরা যেভাবে গুরুত্ব দেই, সালাতকেও যদি সেভাবে অগ্রাধিকার দিই, তবে এর প্রতিদান কেবল প্রচুর হবে না, বরং অসীম হবে, ইনশাআল্লাহ।

মৃত্যুর পরেও প্রার্থনা জীবন। অতিরিক্ত নামাজ পড়ার সুযোগ আপনি কতবার এড়িয়ে গেছেন? আপনি ফজর থেকে ১০ মিনিট আগে জেগে উঠতে পারেন, কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত তাহাজ্জুদ না পড়ে আবার ঘুমাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আপনার হয়তো কাজে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট সময় আছে, কিন্তু দুই রাকাত দুহা নামাজ পড়ার পরিবর্তে, আপনি ভাবেন এটি আসলে মূল্যবান নয়। যখন আমরা ফরজ নামাজের পর সুন্নাত আদায় না করে দ্রুত চলে যাই, তখন প্রায়শই এমন কোনো জরুরি কাজ থাকে না যার জন্য এত তাড়াহুড়ো করতে হয়। মনে হয়, এই দুনিয়াতে নামাজ প্রায়শই আমাদের অগ্রাধিকারের একদম নিচের দিকে থাকে। আমরা এমনটা ভাবি, যতক্ষণ আমার অন্য কোনো কাজ না থাকে, ততক্ষণ নামাজ পড়ে নেব।

কিন্তু বারযাখে, এটি সবচেয়ে মূল্যবান। মৃতরা যদি কথা বলতে পারত, তারা কী বলত বলে আপনি মনে করেন? আমরা আসলে উত্তর জানি এবং এটি আশ্চর্যজনকভাবে খুব নির্দিষ্ট একটি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি সাহাবীদের বললেন, এই কবরের বাসিন্দা কে? তারা বললেন, অমুক। তিনি বললেন, আপনি কি এই লোকটিকে দেখেন? আপনার পার্থিব জীবনের যা অবশিষ্ট আছে তার সবকিছু থেকে দুই রাকাত তার কাছে বেশি প্রিয়।

অন্য বর্ণনায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মাত্র দুই রাকাত সালাত, যাকে আপনি তুচ্ছ মনে করেন, কিন্তু যা এই ব্যক্তি তার আমলে যোগ করতে পারত, আপনার পার্থিব জীবনের যা অবশিষ্ট আছে তার সবকিছু থেকে তার কাছে বেশি প্রিয়।

আপনি যদি সালাফের বেশিরভাগ স্বপ্ন দেখেন যেখানে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা এখন মারা যাওয়ার পরে কী করতে চান, তবে তা হলো দুই রাকাত নামাজ পড়া। হালকা রাকাতের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘ কিয়াম রাতের কথা বলছেন না। এটি সেই দুই রাকাত যা কয়েক মিনিট সময় নেয় এবং এটি সত্যিই এতটুকুই লাগে।

ফজরের আগে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নতের কথা ভাবুন। এটি এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে সাহাবী বলেছিলেন যে তিনি উভয় রাকাতে কেবল আল-ফাতিহা পাঠ করছেন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই দুই রাকাত সম্পর্কে বলেছেন যে, সেগুলি আমার কাছে বেশি প্রিয় এবং এই পুরো পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।

আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ঐচ্ছিক নামাজগুলিকে একবারের সুযোগের মতো মনে করতেন। এবং আপনি যদি আপনার নামাজকে সেভাবে দেখেন, তবে আপনিও একই রকম অনুভব করতে পারেন। এবং ইমাম আল-মুযানী বলেছেন, আপনি যদি চান আপনার সালাত আপনাকে উপকৃত করুক, তবে প্রতিটি নামাজের আগে নিজেকে বলুন, সম্ভবত আমি আমার জীবনে আর কখনও হয়ত নামাজ পড়ার সুযোগ পাবো না।

আমি চাই আপনি ভাবুন গাজার লোকেরা কীভাবে আক্ষরিক অর্থে বোমার মধ্যে নামাজ পড়ে, তারা পরবর্তী সালাত দেখার জন্য বেঁচে থাকবে কিনা তা জানে না। কল্পনা করুন শরণার্থী শিবিরের তাঁবুতে আপনার কতটা খুশু হবে যখন আপনার মৃত্যু এত কাছে। এবং কল্পনা করুন এটি সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কতটা শান্তি দেয় যার আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই এবং কেউ নেই। আপনি যদি নামাজের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে অন্য সব ব্যস্ততা সত্ত্বেও সালাতই আপনার হৃদয় ও আত্মার মূল আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কীভাবে বলতেন, হে বিলাল, নামাজের মাধ্যমে আমাদের স্বস্তি দিন। কবরেও যদি নামাজ স্বস্তি হয় তবে কী হবে?

স্কলাররা বলেন, নামাজ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। তাই যদিও তিনি এবং অন্যান্য নবীদের বারযাখে আর নামাজ পড়তে হয় না, তবুও তারা তা চান। তাই যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল-ইসরা ওয়াল-মিরাজের যাত্রায় ছিলেন, তখন তিনি মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কবরের পাশ দিয়ে যান এবং তিনি বলেন, আমি তাকে তার কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছি। সেই সালাত কী ছিল? স্কলাররা বলেন, সেই সালাত আপনার আমলনামা বাড়ানোর জন্য নয়, কারণ মৃত্যুর পরে আপনি আর তা করতে পারবেন না।

তবে এটি প্রকৃতপক্ষে কিছু ধার্মিকদের পুরস্কারের অংশ যে আল্লাহ তাদের কবরেও নামাজ পড়ার অনুমতি দেন। উদাহরণস্বরূপ, সাবেত আল-বুনানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে স্বপ্নে তার কবরে নামাজ পড়তে দেখা গিয়েছিল। এবং উল্লেখ করা হয়েছিল যে তিনি তার কবরে সালাত আদায় করতে সক্ষম হওয়ার জন্য দোয়া করতেন। আমরা হয়তো পুরস্কার হিসেবে

কবরে নামাজ পড়ার কথা ভাবি না, কিন্তু যদি আমরা নিয়মিত নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে কবরে জেগে ওঠার পর নামাজই হবে আমাদের প্রথম চিন্তা। ইনশাআল্লাহ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে যখন মৃত বিশ্বাসীকে তার কবরে বসানো হবে, তখন সে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখবে। তাই সে প্রথমে বলবে, আমাকে নামাজ পড়তে দাও। এবং ফেরেশতারা বলবেন, আপনি নামাজ পড়বেন, তবে প্রথমে আমাদের আপনাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখন এই দুনিয়ায় জেগে ওঠা বিভ্রান্ত বিশ্বাসীর কথা ভাবুন এবং ভাবুন, আমি কি ফজর মিস করেছি নাকি মাগরিব মিস করেছি? নামাজ না পড়া পর্যন্ত তার কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং এই ক্ষেত্রে, সে ভাবছেও না যে আমার সামনে এই দুটি প্রাণী কারা। শুধু আমাকে নামাজ মিস করতে দেবেন না। তবে এই বিশ্বাসী বুঝতে পারলেও যে তিনি কোনও ফরজ নামাজ মিস করেননি, তবুও তিনি এই দুনিয়ায় আরও বেশি নামাজ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন, বিশেষ করে রাতের ঐচ্ছিক নামাজ।

সালাফদের একজন বলেছেন, আমি স্বপ্নে সালামা ইবনে কুহাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখেছি। এবং আমি বললাম, আপনি কোন আমলকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? তিনি বললেন, আমার কিয়াম (রাতের নামাজ)। যখন মুসা আল-হামদানি (রাহিমাহুল্লাহ) মারা যান, তখন তার এক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং তার কপাল একটি উজ্জ্বল তারার মতো দেখাচ্ছিল। তাই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনার কপালে যা দেখি তা কী? তিনি বললেন, এটি পৃথিবীতে আমার সিজদার ধুলোর আলো। তাই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পরকালে আপনার অবস্থান কী? তিনি বললেন, এটি সর্বোত্তম। আমি একটি বাগানে আছি যেখানে আমরা কখনই মারা যাব না বা চলে যেতে বাধ্য হব না। এবং আপনি যখন আল্লাহর ঘরগুলিতে ভিড় করা বিশ্বাসীদের দলের কথা ভাবছেন, বিশেষ করে এই শেষ ১০ রাতে, কাছির ইবনে মুররা বলেছেন, স্বপ্নে দেখা গেল যে আমি জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরে প্রবেশ করেছি। তাই আমি বিস্ময়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এবং হাঁটতে হাঁটতে আমি একদল মহিলার কাছে পৌঁছলাম যারা একটি মসজিদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয়েছিল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এখানে কীভাবে এলেন? তারা বললেন, আমাদের সিজদা এবং আমাদের তাকবীরের মাধ্যমে, আমাদের সিজদা এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে। তাই আমরা সেই মুহূর্তগুলি খুঁজে পাই যা বারযাখের লোকেরা তাদের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে, তা ছিল রাতের গভীরতায় তাদের মাথা মাটিতে রাখা।

মনে রাখবেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কীভাবে বলেছেন যে কোরআনের ত্বক আগুন স্পর্শ করবে না? আপনার কপালে সিজদার জায়গার জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ আগুনকে এটি গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন। এটি আপনার আত্মার ঊর্ধ্বগতির প্রবেশদ্বার ছিল, গর্বের চিহ্ন নয়, নম্রতার চিহ্ন। আপনার প্রার্থনায় আপনি সবচেয়ে কাছে থাকেন আপনার সিজদার মাধ্যমে এবং আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সবচেয়ে বড় ইবাদত হল আপনার নামাজ। তবে কখনও কখনও আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে বড় উপায় হল কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: "এই কবরের বাসিন্দা কে?" তারা বললেন: "অমুক।" তিনি বললেন: "আপনার পার্থিব জীবনের যা অবশিষ্ট আছে তার সবকিছু থেকে দুই রাকাত তার কাছে বেশি প্রিয়।" [আত-তাবারানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত]

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির আমলে দুটি হালকা রাকাত যোগ করা, যা আপনি স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেন এবং তুচ্ছ মনে করেন, আপনার পুরো পার্থিব জীবনের চেয়ে তার কাছে বেশি প্রিয়।" [ইবনে আল-মুবারক, আজ-জুহদ]

৩) আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফজরের নামাজের [আগে] দুই রাকাত এই পুরো পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।" [সহীহ মুসলিম #৭২৫]

৪) ইমাম আল-মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আপনি যদি চান আপনার সালাত আপনাকে উপকৃত করুক, তবে (নিজেকে) বলুন: সম্ভবত আমি আর কখনও নামাজ পড়ার সুযোগ পাবো না।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, কাসর আল-আমাল]

৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে বিলাল, নামাজের জন্য ইকামত দাও; এর মাধ্যমে আমাদের স্বস্তি দাও।" [সুনান আবি দাউদ #৪৯৮৫]

৬) আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার ঊর্ধ্বগতির রাতে (ইসরা), আমি মুসার পাশ দিয়ে লাল বালির টিলায় যাচ্ছিলাম, এবং তিনি তার কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন।" [সহীহ মুসলিম #২৩৭৫]

৭) সাবেত আল-বুনানী (রাহিমাহুল্লাহ) কে স্বপ্নে তার কবরে নামাজ পড়তে দেখা গিয়েছিল। এবং উল্লেখ করা হয়েছিল যে তিনি কবরে নামাজ পড়ার ক্ষমতা চেয়ে দোয়া করতেন। [মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ; আদ-দাহাবী, সিয়ার আলম আন-নুবলা']

৮) জাবির বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যখন মৃত ব্যক্তি কবরে প্রবেশ করে, তখন সূর্যকে অস্ত যাওয়ার মতো করে দেখানো হয়। সে উঠে বসে, চোখ মোছে এবং বলে: 'আমাকে নামাজ পড়তে দাও।' ফেরেশতারা বলেন, 'আপনি পড়বেন, তবে প্রথমে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।” [সুনান ইবনে মাজাহ #৪২৭২; সহীহ ইবনে হিব্বান]

৯) সালাফদের একজন বলেছেন: "আমি স্বপ্নে সালামা ইবনে কুহাইলকে দেখেছি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'মৃত্যুর পরে আপনি কোন আমলকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'রাতের নামাজে দাঁড়ানো (কিয়াম আল-লাইল)।'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামত]

১০) কাছির ইবনে মুররা বলেছেন: "আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরে প্রবেশ করেছি, এবং আমি বিস্ময়ে এর চারপাশে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর, আমি এর এক অংশে মসজিদের একদল মহিলাকে দেখলাম। তাই আমি তাদের কাছে গেলাম এবং সালাম দিলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কীভাবে এই উঁচু স্থানে পৌঁছলেন?' তারা উত্তর দিলেন, 'সিজদা এবং ছোট দান-খয়রাতের মাধ্যমে।'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামত]

১১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ফেরেশতারা তাদের সিজদার চিহ্ন দ্বারা আগুনে চিনতে পারবে। আগুন আদম সন্তানদের গ্রাস করবে, সিজদার চিহ্ন ছাড়া, কারণ আল্লাহ আগুনকে সিজদার চিহ্ন গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন।" [সহীহ বুখারী #৭৪৩৭; সহীহ মুসলিম #১৮২]

১২) আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "একজন বান্দা তার রবের সবচেয়ে কাছে আসে যখন সে সিজদায় থাকে, তাই আপনার দোয়া বাড়ান।" [সহীহ মুসলিম #৪৮২]

# কষ্টের মাঝে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা: জান্নাতের উচ্চ স্তরের চাবিকাঠি | পর্ব ২২

মানুষের জীবন দুঃখ-কষ্টের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন প্রতিকূলতা, বিপদ-আপদ এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আমাদের হতাশ করে তোলে। তবে একজন মুমিনের জন্য এই কষ্টগুলো নিছক কোনো ভোগান্তি নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাঝে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং তাঁর রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে মূলত জান্নাতের উচ্চ স্তরের দিকে এক কদম এগিয়ে যায়।

আপনি কষ্ট থেকে বাঁচতে পারবেন না। তবে আপনি একে আপনার জীবনে একটি জান্নাতে রূপান্তরিত করতে পারেন। এই জীবনে আপনি দুঃখ, ক্ষতি এবং যন্ত্রণা অনুভব করবেন। মাঝে মাঝে আপনি এত বেশি ব্যথা অনুভব করবেন যে আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে শুরু করবেন যে আপনি আর এটি সহ্য করতে পারবেন না। তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ আপনাকে সেই ব্যথার মাধ্যমে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন, যেখানে আপনার আমল আপনাকে কখনোই পৌঁছাতে পারত না।

কখনো কখনো আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করেন যাতে তিনি আপনাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেন যা আপনি অন্যভাবে অর্জন করতে পারতেন না। যখন আপনি মারা যাবেন, তখন তিনি আপনাকে দেখাবেন কিভাবে তিনি আপনার সাথে করা ওয়াদা পূরণ করেছেন।

একজন ব্যক্তি একটি জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন। এরপর তিনি দ্রুত আরও দুটি নামাজ আদায় করেন। ঘুমানোর পর তিনি স্বপ্নে সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখেন, যার জানাজা তিনি পড়েছিলেন। মৃত ব্যক্তি তাকে বলেন যে, তিনি এমন কাজ করেছেন যার গুরুত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু মৃত ব্যক্তিরা সেই গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত। মৃত ব্যক্তি জানান যে, তার মতো একটি নামাজ আদায় করা মৃত ব্যক্তির কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল।

সেই মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কবরস্থানে কে সর্বশ্রেষ্ঠ। মৃত ব্যক্তি একটি কবরের দিকে ইশারা করেন এবং সেই ব্যক্তি স্বপ্নে সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তখন কবর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে আসেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কি এখানকার সকলের চেয়ে বেশি পুণ্যবান। যুবক উত্তর দেন যে, লোকেরা তাই বলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কীভাবে এই মর্যাদা লাভ করেছেন, এটি কি হজ বা জিহাদের মাধ্যমে? যুবক উত্তর দেন যে, এর কোনটিই নয়। তিনি বলেন, তাকে কঠিন

পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল এবং আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেছেন। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, যিনি মিশরের আলিশে টহল দেওয়ার সময় এক ব্যক্তির দেখা পান। সেই ব্যক্তির হাত-পা ছিল না এবং তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল ছিল। আবদুল্লাহ লক্ষ্য করেন যে, তার কেবল জিহ্বা সচল ছিল এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন। লোকটি বলছিল, "হে আল্লাহ, আমাকে এমনভাবে আপনার প্রশংসা করার ক্ষমতা দিন যা আপনার সকল অনুগ্রহের জন্য যথেষ্টভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানায় এবং আপনি আমাকে আপনার অনেক সৃষ্টির উপর যে মহান শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানায়।"

আবদুল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছেন, কারণ তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে তিনি খুব বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। লোকটি উত্তর দেয় যে, কিছু মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু সে শুনতে পায়; কিছু মানুষ চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু সে চিন্তা করতে পারে; এবং কিছু মানুষ কথা বলতে পারে না, কিন্তু সে কথা বলতে পারে। এই কারণে সে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকবে, কেবল সেই জিহ্বার জন্য যা তাকে প্রশংসা করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

লোকটি আবদুল্লাহর কাছে একটি উপকার চেয়েছিল। তার একটি ছোট ছেলে ছিল যে তাকে ওযু করতে, খাবার খেতে এবং পানি পান করতে সাহায্য করত, কিন্তু গত ৩ দিন ধরে সে তাকে দেখতে পায়নি। আবদুল্লাহ ছেলেটির খোঁজে বের হন এবং একটি উপত্যকায় তার মৃতদেহ দেখতে পান যা কাকেরা খাচ্ছিল।

আবদুল্লাহ লোকটির কাছে ফিরে আসেন এবং তাকে আইয়ুবের (আ) কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাকে তার সম্পদ, স্বাস্থ্য, পরিবার এবং সন্তানদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন। আবদুল্লাহ লোকটিকে জানান যে, আল্লাহ তার সন্তানকে নিয়ে গেছেন। বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করেন এই বলে যে, "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এমন কোনো বংশধর দেননি যে তার অবাধ্য হবে।" এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে মারা যান।

আবদুল্লাহ লোকটিকে একটি চাদরে ঢেকে দেন এবং তার মাথার কাছে বসে কাঁদতে থাকেন। চারজন লোক এসে তাকে এবং লোকটির কথা জিজ্ঞাসা করে। তারা লোকটির মুখ উন্মোচন করতে বলে এবং যখন তারা তা করে, তখন তারা তার চোখ ও হাতে চুম্বন করে কাঁদতে শুরু করে। তারা জানায় যে, ইনি ইবনে আব্বাসের সঙ্গী আলী ছিলেন।

তারা আলী এবং তার ছেলের মৃতদেহ নিয়ে যায়, তাদের গোসল করায় এবং তাদের দাফন করে। এরপর আবদুল্লাহ তার ঘাঁটিতে ফিরে যান। রাতে তিনি স্বপ্নে আলী (রা.) কে জান্নাতের

বাগানে হাঁটতে দেখেন, জান্নাতের পোশাক পরিহিত অবস্থায়। আলী (রা.) কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করছিলেন: "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেহেতু তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে। আর আখিরাতের এই পরিণতি কতই না উত্তম!"

আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কীভাবে এই সব পেয়েছেন। আলী (রা.) উত্তর দেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে এমন কিছু স্তর রয়েছে যা পরীক্ষা ও বিপদের সময় ধৈর্য এবং সমৃদ্ধির সময় কৃতজ্ঞতা ছাড়া অর্জন করা যায় না।" কষ্টের সময় ধৈর্যই জান্নাতের সেই উচ্চ স্তরের চাবিকাঠি যা স্বাচ্ছন্দ্যে অর্জন করা যেত না। প্রতিটি পরীক্ষা এবং কষ্ট আপনাকে এমন এক পুরস্কারের কাছাকাছি নিয়ে আসে যা আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে অর্জন করতে পারতেন না।

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা এই জীবন এবং পরকালের সন্তুষ্টির চাবিকাঠি। প্রতিটি কষ্টের জন্য, ধৈর্য শান্তি নিয়ে আসে এবং পুরস্কারের বাগান তৈরি করে। আর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ আপনাকে যে উপহার দিয়েছেন, কুরআন শোনার ক্ষমতা থেকে শুরু করে এক কামড় খাবার উপভোগ করার সুযোগ পর্যন্ত, গভীর আন্তরিকতার সাথে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার এবং আপনার কৃতজ্ঞতাকে বিকশিত করার সুযোগ।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন কারণে তিক্ত ঔষধ দেন। এটি মূলত মানুষের পরীক্ষা, পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই কারণগুলো এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

১. পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধি:

* আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যেমন- অসুস্থতা, দারিদ্র্য, প্রিয়জনের মৃত্যু ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের ঈমান ও ধৈর্য পরীক্ষা করেন।

* কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা বাকারা: ১৫৫)

* হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি দুনিয়াতে তার জন্য শাস্তি দ্রুত করে দেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তিনি তার পাপের শাস্তি আটকে রাখেন, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেন।" (তিরমিযী)

* ঘটনা: হযরত আইয়ুব (আ.) এর কঠিন রোগ ও ধৈর্য। আল্লাহ তায়ালা তার ধৈর্য ও কষ্টের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করেছেন। হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন একজন নবী যিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তার সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শারীরিক সুস্থতা সবই হারিয়েছিলেন। অনেক বছর ধরে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত

ছিলেন, যা তাকে অসহনীয় কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। তবুও, তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাননি এবং ধৈর্য ধরেছিলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি আল্লাহর কাছে কখনও অভিযোগ করেননি, বরং সর্বদা তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা অবশ্যই কল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা তার ধৈর্য ও আনুগত্যের জন্য তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি তার রোগ নিরাময় করেছিলেন এবং তার হারানো সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

২. পাপের প্রায়শ্চিত্ত:
 * মানুষের পাপের কারণেও আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন কষ্টের সম্মুখীন করেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন।

 * হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের ওপর কোনো কষ্ট, রোগ, উদ্বেগ, দুঃখ বা আঘাত আপতিত হলে, এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও, আল্লাহ এর মাধ্যমে তার পাপ ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:
 * আল্লাহ তাআলা মানুষকে কষ্টের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার সুযোগ দেন। কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা ঈমানের অন্যতম অংশ।

 * হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের বিষয়টি কতই না আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার কোনো সুখ হয়, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার কোনো কষ্ট হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসলিম)

৪. মর্যাদা বৃদ্ধি:
 * কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যারা কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

 * হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন যখন বিপদগ্রস্তদের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন সুস্থ মানুষেরা কামনা করবে, যদি দুনিয়াতে তাদের শরীর কাঁচি দিয়ে কাটা হতো!" (তিরমিযী)

 * ঘটনা: নবী-রাসূলদের জীবনে কঠিন পরীক্ষা। তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। নবী-রাসূলদের জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষা এসেছিল। তারা তাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং এমনকি তাদের জীবনও বিপন্ন হয়েছিল।

যেমন, নবী নূহ (আ.) কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে উপহাস ও নির্যাতন করেছিল।

নবী ইব্রাহিম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

নবী মুসা (আ.) কে ফেরাউনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

নবী ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তবুও, তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস হারাননি এবং তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তারা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের আল্লাহর পথে ডাকার কাজ চালিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের জন্য তাদের পুরস্কৃত করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। এই ঘটনাগুলো আমাদের শেখায় যে, কষ্টের সময় আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকা এবং তার পথে অবিচল থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৫. আত্মশুদ্ধির জন্য:
 * কষ্টের মাধ্যমে মানুষ নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

* সূরা আর-রুমের ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কাজের স্বাদ আস্বাদন করান, যেন তারা ফিরে আসে।"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় মদীনায় একবার ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের পর খলিফা উমর একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন — “ হে লোকজন! এই ভূমিকম্পের কারণ হলো তোমাদের পাপ। তোমরা এমন কিছু পাপ করছো, যার ফলে ভূমি কেঁপে উঠেছে। আল্লাহর কসম করে বলছি,আবার যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। ”[ তথ্যসূত্রঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, আদ-দাওয়া ওয়াদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা, ৫৩ ]

 * ঘটনা: হযরত ইউনুস (আ.) এর মাছের পেটে থাকার ঘটনা। এই কষ্টের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) ছিলেন একজন নবী যাকে আল্লাহ তাআলা নিনেভে শহরের লোকদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি তাদের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসার কথা জানিয়ে শহর ছেড়ে চলে যান। এরপর, তিনি একটি জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। কিন্তু হঠাৎ ঝড় শুরু হলে জাহাজের যাত্রীরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এরপর, তিনি একটি মাছের পেটে আটকা পড়েন। মাছের পেটে থাকার

সময়, তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তার ভুল স্বীকার করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যলিমিন" (অর্থাৎ, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম)। আল্লাহ তাআলা তার ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এবং তাকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, কষ্টের সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তার দিকে ফিরে আসা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৬. পরকালের পুরস্কারের জন্য:
* দুনিয়ার কষ্ট পরকালে বিরাট পুরস্কারের কারণ হতে পারে।

* হাদিসে আছে, "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।" (মুসলিম)

* ঘটনা: সাহাবিদের জীবনে কঠিন পরীক্ষা। তারা দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করে পরকালের অনন্ত সুখের আশা করেছিলেন। সাহাবিরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা তাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্পদ হারিয়েছিলেন। তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। যেমন, হযরত বেলাল (রা.) কে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়ানো হয়েছিল। তবুও, তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস হারাননি এবং ইসলামের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তারা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ত্যাগ ও আনুগত্যের জন্য তাদের পুরস্কৃত করেছিলেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই ঘটনাগুলো আমাদের শেখায় যে, কষ্টের সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পরকালের জন্য কাজ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৭. ঈমানের পরীক্ষা:
* কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ দেখেন, বান্দা তার প্রতি কতটা অবিচল থাকে।

* সূরা আল-আনকাবুতের ২-৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।"

* ঘটনা: হযরত ইউসুফ (আ.) এর জীবনের কঠিন পরীক্ষা। ভাইদের ষড়যন্ত্র, দাসত্ব ও কারাগারের মাধ্যমে আল্লাহ তার ঈমান ও ধৈর্য পরীক্ষা করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন নবী ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র। তিনি তার ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন এবং দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছিলেন। এরপর, তিনি মিশরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় পান, কিন্তু সেখানেও তিনি মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে

থাকা অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাননি এবং ধৈর্য ধরেছিলেন। তিনি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে কারাগারের অন্যান্য বন্দীদের সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার ধৈর্য ও আনুগত্যের জন্য তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি মিশরের শাসক হয়েছিলেন এবং তার পরিবারকে পুনরায় একত্রিত করেছিলেন। এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, কষ্টের সময় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং ধৈর্য ধারণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৮. গাজাবাসীর ঘটনা:
 * গাজাবাসী বর্তমানে যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, তা তাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। তাদের ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভরসা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

 * এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি ধৈর্য রাখা, এবং বিপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

 * গাজাবাসীর এই ঘটনা বিশ্ব মুসলিমদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" (সূরা আল-ইনশিরাহ: ৫) তাই, কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা জরুরি।

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি। এখানে উল্লেখিত কিছু অংশ শায়েখের লেকচার থেকে নেয়া হয়েছে।

# আপনার প্রিয়জনেরা কখনোই আপনাকে ছেড়ে যায়নি | পর্ব ২৩

আপনার প্রিয়জনরা আপনাকে ছেড়ে চলে যায়নি, তারা কেবল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রিয়জনকে হারানোটা চূড়ান্ত মনে হতে পারে, কিন্তু যদি বন্ধনটি সত্যিই ছিন্ন না হয়? যদি আপনি এখনও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, এমনকি এই জগতের বাইরেও? সংযুক্ত থাকার একটি উপায় আছে, একটি যোগসূত্র যা মৃত্যু কখনও ছিন্ন করতে পারেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে বনু সাল থেকে বিশর নামের এক যুবক ছিলেন। তিনি মারা যান এবং তার মাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলেন, "যারা মারা যাচ্ছে, তাদের মাধ্যমে কি আমি আমার ছেলে বিশরকে সালাম পাঠাতে পারি?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম, মৃতরা একে অপরকে পাখির মতো চেনে।" এরপর বনু সাল থেকে কেউ মারা গেলে বিশরের মা দ্রুত তাদের ধরে ফেলত এবং বলত, "আমার ছেলে বিশরকে আমার সালাম পৌঁছে দিও।"

আমি সবসময় যারা তাদের প্রিয়জনকে হারায়, তাদের বলি, নিজেদেরকে কেবল একটি স্টেশনে ভাবুন এবং আপনার প্রিয়জন এক স্টেশন এগিয়ে গেছে। তাদের কাছে কেবল ফোন সার্ভিস নেই, তাই আপনি তাদের ফোন করতে পারবেন না, কিন্তু তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইনশাআল্লাহ। এবং আপনার তাদের সাথে এখনও কিছু ধরণের সংযোগ আছে। তারা এখনও আপনার অর্জনগুলো উদযাপন করে, যখন তা তাদের কাছে পৌঁছায়, বিশেষ করে যখন সেগুলো দ্বীনের অর্জন। এবং হ্যাঁ, তারা এখনও ভাবছে, কে বিয়ে করেছে। বলা হয়েছে যে, যখন একজন বিশ্বাসীর আত্মা গ্রহণ করা হয়, তখন অন্য বিশ্বাসীরা তার কাছে ছুটে আসে জিজ্ঞাসা করতে যে, "অমুকের কি হয়েছে? অমুকের কি হয়েছে? অমুক কি এখনও বিয়ে করেনি?" এবং তারা কেবল আপনার খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করছে না, তারা এখনও আপনার দর্শন উপভোগ করছে।

এখানে একজনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন আমার বাবা মারা যান, তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়ি এবং আমি প্রতিদিন তার কবর দেখতে যেতাম। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমি কম যেতে শুরু করি। তারপর একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার বাবার কবর খুলে গেছে এবং মনে হচ্ছিল তিনি তার কবরে একা বসে আছেন, তার কাফনে মোড়ানো, মৃতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে দেখে কাঁদতে শুরু করলাম এবং তিনি বললেন, "আমার ছেলে, কেন তুমি আমাকে দেখতে আসা বন্ধ করে দিয়েছ?" আমি উত্তর দিলাম, "আপনি জানেন যখন আমি আপনাকে দেখতে আসি?" এবং তিনি বললেন, "আমি প্রতিবার যখন তুমি আমাকে দেখতে আসো, তখন আমি জানতে পারি এবং যখন তুমি ঘন ঘন আমাকে দেখতে আসতে, তখন আমি তোমার উপস্থিতিতে সুকুন পেতাম এবং এতে আনন্দিত হতাম।" এবং তিনি বললেন, "এমনকি কবরস্থানের আমার প্রতিবেশীরাও তোমার দুআর কারণে আনন্দিত হতেন।"

আপনার প্রিয়জনদের জন্য আপনার দুআ এবং আপনার কাজগুলো এই জীবনে তাদের দেওয়া যেকোনো উপহারের চেয়ে অনেক বেশি। আপনার মায়ের গর্ভে আপনাকে জীবন দেওয়া হয়েছিল, এখন আপনি আপনার দুআ দ্বারা তার কবরকে জীবন দিতে পারেন। হতে পারে আপনার বাবা একবার এখানে আপনার দুনিয়ার ঘর সজ্জিত করেছিলেন, এখন আপনি তার আখিরাতের ঘর সজ্জিত করতে পারেন তার পক্ষ থেকে কাজ করে। ঠিক যেমন আপনার বাবা-মা আপনার জন্য সবকিছু ব্যয় করতেন, এখন আপনিও তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন। যদি তারা আপনার সাথে কথা বলতে পারত, তাহলে তারা কেবল এটুকুই চাইত।

আনাস ইবনে মালিক বলেন যে একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, "আমার মা মারা গেছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে যদি তিনি এখনও কথা বলতে পারতেন, তাহলে তিনি দান করতেন। তাই আমি কি তার পক্ষ থেকে তা করতে পারি?" এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "অবশ্যই।"

এটি কেবল আপনার বাবা-মায়ের জন্য নয়, আপনার সমস্ত প্রিয়জনদের জন্য। যখন আমরা ভাবি যে কী পরের স্টেশনকে আরামদায়ক করে তোলে, তখন কেবল এটি জানা নয় যে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, বরং আশা করা যায় যে তারা আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমরা যে উপহার পাঠিয়েছি, তা পেয়ে গেছে।

যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য পরকালে অপেক্ষা করার মতো কোনো বিশ্বাসী পরিবারের সদস্য না থাকে, তবুও সে একা থাকবে না। আল্লাহ তাকে এমন এক পরিবার দেবেন যা তার পছন্দের এবং সর্বোত্তম। এই নতুন পরিবার হতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবাগণ, যারা মুমিনদের জন্য নতুন পরিবার হিসেবে থাকবেন। অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য পরকালে একাকীত্বের কোনো স্থান নেই; তাদের জন্য সর্বদা এক উত্তম পরিবার অপেক্ষা করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবারা যারা এখন আপনার নতুন পরিবার। যার দ্বারা, আমরা নতুন পরিবার পাই বারযাখে। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

একটি দুআ যা আমরা মৃতের জন্য করি, তা হলো: "তাকে তার বাড়ির চেয়ে ভালো বাড়ি দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন, তার পরিবারের চেয়ে ভালো পরিবার দিয়ে এবং তার সাথীর চেয়ে ভালো সাথী দিয়ে।"

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, এখানে পরিবার বলতে বারযাখের অনন্য সঙ্গীদের বোঝায়। অন্য আলেমগণ বলেছেন যে এটি ব্যক্তিদের প্রতিস্থাপন নয়, বরং এই দুনিয়াতে অবশিষ্ট যেকোনো উত্তেজনা বা খারাপ চরিত্রের প্রতিস্থাপন।

পরকালে মূলত এক পারিবারিক পুনর্মিলন ঘটবে, যেখানে এই জীবনের পারিবারিক নাটক ছাড়াই আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করব। অন্য আলেমগণ বলেন যে, এটি আমাদের সেই সমস্ত পুরাতন এবং নতুন পরিবারকে বোঝায়, যাদের আমরা জান্নাতে আমাদের নতুন বাড়িতে ফিরে পাওয়ার আশা করি। আপনার প্রিয়জনদের সাথে আপনার সম্পর্ক তাদের এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না।

প্রতিটি দুআ, প্রতিটি দান, এবং তাদের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা প্রতিটি মুহূর্ত হলো একটি জীবনরেখা যা কবরকেও অতিক্রম করে। আপনার এই নেক আমলগুলোই তাদের জন্য আলো, সমর্থন, এবং পরকালের সাথে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে।

আপনি আপনার বাবা-মা, পূর্বপুরুষ, সন্তান, ভাইবোন অথবা বন্ধুদের—এই দুনিয়াতে যাদের ভালোবাসতেন—তাদের সাথে পুনর্মিলনের অপেক্ষায় আছেন, এমনকি যদি এই জীবনে তাদের সঙ্গে না ও থাকতে পারেন। এই আশা এবং নেক আমলই মৃতদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে জীবিত রাখে।

আপনার প্রিয়জন যারা মারা গেছেন, তারা আপনাকে ছেড়ে যাননি। তারা কেবল জীবনের পরবর্তী স্টেশনে চলে গেছেন—এবং সেখানে ফোনের পরিষেবা খুব ভালো নয়। তারা আপনাকে আবার দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন, তারা যখন অপেক্ষা করেন, তখন তাদের কবরে আপনার সফরগুলোতে তারা আনন্দিত হন। দুনিয়ায় আপনার ইবাদত এবং অর্জনে তারা উদযাপন করেন। তারা আপনার পক্ষ থেকে তাদের জন্য সম্ভাব্য সেরা উপহারটি পেয়ে আনন্দিত হন: তাদের জন্য আপনার দু'আ।

যখন বিশর ইবনে আল-বারা ইবনে মা'রুর মারা যান, তখন তার মা, উম্মে বিশর, তার জন্য গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, বানু সালিমার লোকেরা মারা যেতেই থাকে। মৃতরা কি একে অপরকে চেনে যাতে আমি বিশরকে শান্তির শুভেচ্ছা পাঠাতে পারি?" আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার আত্মা, হে উম্মে বিশর, তারা নিশ্চয়ই একে অপরকে চেনে যেমন পাখিরা গাছের চূড়ায় একে অপরকে চেনে।" (তথ্যসূত্র: মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং- ২৩৬৫৭)

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি। কিছু অংশ শায়েখ এর লেকচার থেকে উল্লেখ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

# বারযাখে আপনার সঙ্গী নির্বাচন | পর্ব ২৪

আপনি ইতিমধ্যে বারযাখে আপনার সঙ্গী বেছে নিয়েছেন। এখন আপনি কার সাথে হাঁটছেন? কারণ যখন মাটি আপনাকে নিজের দিকে টেনে নেবে এবং মাটি আপনাকে ঢেকে দেবে, তখন শুধু আপনার পরিবারই নয় যারা আপনাকে অতিক্রম করে চলে গেছেন, তারাই আপনার জন্য অন্য দিকে অপেক্ষা করছেন। এই জীবনে আপনি যাদেরকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তারাই আপনার পরবর্তী জীবনে আপনার সঙ্গী হবে। প্রতিদিন আপনি যে মুখগুলো দেখেন, আপনার কানে যে কন্ঠস্বর শোনেন এবং আপনার ফোনে যে চ্যাটগুলো আলোকিত হয়, সেগুলোর কথা ভাবুন। বারযাখের কোন অংশে তারা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে এবং বারযাখের কোন অংশে আপনি তাদের নিয়ে যাচ্ছেন? কারণ বারযাখে আপনি বেছে নেওয়া সঙ্গ থেকে পালাতে পারবেন না। আপনি এখানে যে সঙ্গ বেছে নিয়েছেন, তাদের সাথেই থাকবেন।

জাবির (রা.) বলেন, "তিনি দুনিয়াতে আমার সেরা বন্ধুদের একজন ছিলেন এবং তিনি আমার ভাইয়ের মতো ছিলেন।" একদিন আমি তাকে বললাম, 'আমাদের মধ্যে যে প্রথমে মারা যাবে, সে যেন অন্যজনের স্বপ্নে আসে এবং মৃত্যুর পর কী ঘটছে তা জানায়।' তিনি বলেন, 'মাইমুন মারা গেলেন এবং তারপর আমার স্ত্রী একটি স্বপ্ন দেখলেন যেখানে তিনি দরজায় কড়া নাড়ছেন দেখা করার জন্য।' তাই তিনি বলেন, 'আমি দরজা খুললাম এবং তাকে জামিরের সাথে দেখা করতে বললাম।' আর তিনি বললেন, 'আমি কিভাবে প্রবেশ করতে পারি যখন আমি ইতিমধ্যেই মারা গেছি? আমি শুধু জামিরকে বলতে এসেছি আল্লাহ আমার জন্য কী করেছেন, যেমনটি আমরা একে অপরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই তাকে বলুন যে তিনি আমাকে তার এত কাছাকাছি করে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন হিসেবে যারা তার এত ঘনিষ্ঠ।

যখন মানুষের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা আসে, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো সেগুলো, যা আল্লাহর জন্য গঠিত হয়। বারযাখ হলো এমন জায়গা যেখানে আপনি আপনার দুনিয়াতে নির্ধারিত পরিবারের সাথে এবং এই দুনিয়াতে আপনি যে বন্ধুদের বেছে নিয়েছেন, তাদের সাথে পুনরায় মিলিত হবেন। এবং যদিও এই দুনিয়াতে আপনাকে যে পরিবার দেওয়া হয়েছিল, তাতে আপনার কোনো পছন্দ ছিল না, আপনি আপনার বারযাখে আপনার বন্ধু কারা হবে তা বেছে নেন। আপনি আপনার বারযাখের লেখক, মনে রাখবেন। তাই হয়তো আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আপনার দেওয়া পরিবারের জন্য দোষ দিতেন, কিন্তু আপনি আপনার বেছে নেওয়া বন্ধুদের জন্য কাকে দোষ দিচ্ছেন? তাই এখন আপনার চারপাশে তাকান এবং তারপর আপনার ফোনের দিকে তাকান। আপনি যাদের সাথে সময় কাটাতে বেছে নিয়েছেন, তারাই আপনার বারযাখে এবং এর পরের সবকিছুর সঙ্গী হবে।

"একজন ব্যক্তি তার ভালোবাসার মানুষদের সাথেই থাকবে।" এর অর্থ হলো, আমরা আমাদের সবচেয়ে কাছের সঙ্গীদের থেকে শুরু করে অনলাইনে যাদের অনুসরণ করি, সেই সেলিব্রিটি পর্যন্ত যাদেরকে আমরা প্রশংসা করতে বা সঙ্গ দিতে বেছে নিয়েছি, তাদের সাথে

থাকার আশা করতে পারি। কিন্তু কবরের সমস্ত শাস্তির কথা ভাবুন এবং তাদের কথা ভাবুন যারা তাদের দ্বারা সৃষ্ট পাপের জন্য পরিচিত অথবা যারা আপনাকে সেদিকে আহ্বান করে। তারপর সেই লোকদেরকে এখন আপনার জীবন থেকে সরিয়ে দিন, যাতে তারা আপনার জীবনের অংশ না হয়। তাহলে আপনি আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর দীনের উপর থাকবেন। তাই আপনি কার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে বেছে নিচ্ছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এবং আপনার বন্ধু যদি একজন মুসলিমও হয়, তবে কি তারা সেই স্তরে আছে যেখানে আপনি থাকতে চান? আপনি তাদের দ্বারা উপরে উঠতে পারেন অথবা তাদের দ্বারা নিচে নামতে পারেন।

আর যারা অন্ধকারের উপর একত্রিত হয়, তা গীবত বা লোভের উপরই হোক না কেন, তারা তাদের কবরে সেই অন্ধকার খুঁজে পাবে। কিন্তু যারা আল্লাহর জন্য একত্রিত হতে বেছে নিয়েছিল, যেমন দাওয়াত প্রকল্পে কাজ করা, বা গৃহহীনদের খাওয়ানো, বা একসাথে ন্যায়ের জন্য দাঁড়ানো, অথবা হয়তো একসাথে দ্বীন অধ্যয়ন করা, অথবা তাদের ব্যক্তিগত ইবাদতে একে অপরকে উন্নত করতে সাহায্য করা, তাহলে এখানে তারা যে আলো সংগ্রহ করেছিল, তা তাদের কবরগুলোকে একসাথে আলোকিত করবে।

সেই বন্ধুত্ব ধরে রাখা ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি মারা যাচ্ছেন তখন অন্য কিছু ধরে রাখা। আর সে কারণেই আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি মজলিসে বসেছিলাম এবং তিনি বললেন, "তোমরা কি জানো ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতল কোনটি?" তিনি বললেন, "সালাত।" তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নামাজ অনেক বড়, কিন্তু আমি সে সম্পর্কে কথা বলছি না।" সাহাবীরা বিভিন্ন ইবাদতের কথা বলতে শুরু করলেন যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে তারা সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। এবং তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতল হলো যে তুমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে।"

ঠিক যেমন একজন ভালো বন্ধু আপনার কঠিন সময়ে আপনার পাশে থাকবে, তারা আপনার কবরের কঠিন সময়েও আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবে, যদি তারা আপনার পরে বেঁচে থাকে। এবং যখন আমরা সবাই অন্য জগতে পৌঁছাবো, তখন আশা করি আপনি তাদের আবার আপনার পাশেই পাবেন। যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের কিয়ামতের দিনে আলোর মিম্বর থাকে, তাদের কবর কেমন দেখতে হবে বলে আপনি মনে করেন? তাহলে কি তারা এখন একে অপরের সাথে দেখা করে এবং মেলামেশা করে?

একজন বিদ্বান, তার নাম আল-হাকিম, তার এক সঙ্গী বলেন যে আমি তার মৃত্যুর দুই বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখলাম। তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি মারা গেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি মারা গেছি।" আমি বললাম, "আচ্ছা, আপনি কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমি জান্নাতের একটি বাগানে আছি, যেখানে

আমি এবং আমার কিছু সঙ্গী প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় মহান ইমাম আল-শাফি'র কাছে যাই।" এবং আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, আপনারা কি শরীর নাকি আত্মার মাধ্যমে একে অপরের সাথে মিলিত হন?" এবং তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বরং আমরা আত্মার মাধ্যমে একত্রিত হই।"

আপনি সবচেয়ে বেশি কার সাথে একত্রিত হতে চান? যদি আপনি একজন সেরা বন্ধুকে এমন কেউ মনে করেন যিনি কঠিন সময়ে আপনার পাশে থাকেন, যিনি আপনার জন্য দোয়া করেন এবং যিনি আপনাকে কখনো ভুলে যান না, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে ভালো আর কে হতে পারে, যদিও আপনি এই দুনিয়াতে তার সাথে বসবাস করতে পারেননি?

আর সে কারণেই উসমান (রা.), যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসবাস করতে পেরেছিলেন, যখন তিনি তার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার বাড়িতে অবরোধের মধ্যে, তিনি রোজা রেখে এবং কুরআন পড়ে ঘুমাতে গেলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু বকর এবং উমর (রা.) সহ স্বপ্নে দেখলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাকে সমর্থন করলেন, এবং তারপর তিনি বললেন, "আজ রাতে আমাদের সাথে ইফতার করো।" এবং তিনি ঘুম থেকে উঠলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।

আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলছি: গত রমজানে গাজায় ১২,০০০ এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কতজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইফতার করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন? যদি আপনি জানতেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাহলে বিশ্বের অন্য কেউ তার চেয়ে ভালো সঙ্গী নয়। আর সে কারণেই যখন উসমান (রা.) মারা যাচ্ছিলেন, তার স্ত্রী তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, "কী কষ্ট, কী কষ্ট!" আর তিনি বললেন, "বরং বলো, কী আনন্দ! আগামীকাল আমি আমার প্রিয়জনদের সাথে আবার থাকব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ।"

তাহলে আপনিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য কামনা করেন, কিন্তু এখন আপনার পাশে যারা আছেন তারা কি আপনাকে তার দিকে সাহায্য করছে নাকি তার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? এবং তারপর কল্পনা করুন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যারা আপনাকে আল্লাহর কাছাকাছি ডেকেছে, আল্লাহর সৃষ্টির সেরা দ্বারা অভ্যর্থনা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত, কারণ আপনি আপনার সঙ্গীদেরকে বিজ্ঞতার সাথে বেছে নিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাবেন যে হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে চিনবেন এবং ভালোবাসবেন, কিন্তু আপনি কি তার চারপাশে সবাইকে চিনবেন?

বারযাখে আপনি কার সাথে থাকবেন? শুধু আপনার পরিবার নয়, আপনি তাদের সাথেও মিলিত হবেন যারা এই জীবনে আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। কিন্তু থামুন: এটি কি ভালো নাকি খারাপ? আপনার বন্ধুরা কি ধার্মিক, যারা আপনাকে ভালোর দিকে উৎসাহিত করে, নাকি আপনি গভীরভাবে জানেন যে তারা আপনাকে আপনার বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়? আপনি যাদের সাথে মেলামেশা করেন, তা আপনার অনন্তকালের একটি প্রধান উপাদান হবে, তাই বিজ্ঞতার সাথে বেছে নিন।

১) জামিল ইবনে মুররাহ বলেন, "মুওয়াররিক আপনি আমার সেরা বন্ধুদের একজন ছিলেন, এবং আমার ভাইয়ের মতো ছিলেন। একদিন, আমি তাকে বললাম, 'আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে, সে যেন অন্যজনের কাছে এসে তার কী হয়েছে তা জানায়।' মুওয়াররিক মারা গেলেন, এবং পরে আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন যে মুওয়াররিক আমাদের বাড়িতে এসেছেন, যেমন তিনি আগে আসতেন। তিনি দরজায় সেইভাবে ধাক্কা দিলেন, যেভাবে তিনি সবসময় দিতেন। তিনি বলেন, 'আমি উঠে তার জন্য দরজা খুললাম, যেমন আমি সবসময় করতাম। আমি বললাম, 'আসুন, আবু আল-মু'তামির; জামিল শীঘ্রই এখানে আসবেন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কীভাবে প্রবেশ করব যখন আমি ইতিমধ্যেই মারা গেছি? আমি কেবল জামিলকে জানাতে এসেছি যে আল্লাহ আমার সাথে কী করেছেন। তাকে জানতে দিন যে আল্লাহ আমাকে তার নিকটবর্তী (আল-মুকাররাবীন) দের মধ্যে রেখেছেন।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

২) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একজন লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি?" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "একজন ব্যক্তি তাদের সাথেই থাকবে যাদের সে ভালোবাসে।" [সহীহ আল-বুখারী #৬১৬৯; সহীহ মুসলিম #২৬৪০]

৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একজন ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পথ (দ্বীন) অনুসরণ করবে, তাই তোমাদের প্রত্যেকে যেন সাবধানে বিবেচনা করে যে সে কাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে।" [সুনান আবু দাউদ #৪৮৩৩; জামি' আত-তিরমিযী #২৩৭৮]

৪) আল-বারা ইবনে আজিজ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইসলামের কোন বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী?" তারা সালাত, যাকাত, রোজা, হজ এবং জিহাদ সহ বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু প্রতিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, "এটা ভালো, কিন্তু এটা সবচেয়ে শক্তিশালী নয়।" তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।" [মুসনাদ আহমদ]

৫) আসিম আল-জাহদারি পরিবারের একজন লোক বর্ণনা করেন যে, তিনি আসিমকে তার মৃত্যুর দুই বছর পর স্বপ্নে দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি মারা যাননি?" আসিম উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আমি মারা গেছি।" লোকটি জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এখন কোথায়?" আসিম উত্তর দেন, "আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগানে আছি, আমার সঙ্গীদের একটি দলের সাথে। প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার সকালে, আমরা বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুজানির সাথে মিলিত হই।" লোকটি জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি আপনাদের শরীর নাকি শুধু আত্মা?" আসিম উত্তর দেন, "না, আমাদের শরীর পচে গেছে, কিন্তু আমাদের আত্মা এখনও মিলিত হয়।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত; আল-বায়হাকী, শুয়াব আল-ঈমান]

৬) ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকদের সম্বোধন করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমি গত রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছি, এবং তিনি বলেছেন: 'হে উসমান, আজ রাতে আমাদের সাথে ইফতার করো।' তাই, উসমান সেই দিন রোজা রাখেন এবং সেই দিনই নিহত হন।" [মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা]

৭) সাঈদ ইবনে আবদ আল-আজিজ বলেন: যখন বিলাল (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি বলেন, "আগামীকাল, আমরা প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হব: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সমর্থকদের সাথে।" তাঁর স্ত্রী বলেন, "ওহ, কত দুঃখজনক!" বিলাল উত্তর দেন, "বরং, কত আনন্দদায়ক!" [আয-যাহাবী, সিয়ার আলাম আন-নুবালা']

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি।

# বারযাখ: মানুষের সাথে অদৃশ্য সংযোগ | পর্ব ২৫

আপনি এমন সব আত্মার সাথে সংযুক্ত, যাদের কথা আপনি কখনো শোনেননি, এমনকি এমন ভূমিতেও যাদের কথা আপনার জানা নেই। আমরা কতবার অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি? রমজানের কত দু'আ অসুস্থ, মৃত বা নিহতদের জন্য আল্লাহর কাছে করা হয়? আপনার অজান্তেই কত মানুষ আপনার জন্য দু'আ করছেন বলে আপনার মনে হয়? দু'আ হলো আল্লাহর সাথে আপনার সরাসরি সংযোগের মাধ্যম, কিন্তু এটি এমন এক বন্ধন যা মানব আত্মাকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে, এমনকি যদি তারা কখনো একে অপরের সাথে মিলিত নাও হয়ে থাকে। বারযাখে আপনি এমন মানুষের সাথে দেখা করতে পারেন যাদেরকে আপনি এই জীবনে কখনো দেখেননি, কিন্তু তাদের সাথে আপনার এমন এক সংযোগ থাকবে যা এই পৃথিবীতেই তৈরি হয়েছে।

ইমাম ফাতিহ ইন্তেকাল করেন এবং তিনি ইমাম আহমদের পাশেই দাফন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এর চেয়েও উত্তম, আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই দাফন হয়েছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাশ দিয়ে যান এবং তাদের সবাইকে সালাম জানান। যেহেতু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা ইমাম আহমদের পাশে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য নেই, আমরা অন্তত নেককার মুসলমানদের মধ্যে দাফন হতে চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, মদিনায় এক ব্যক্তি মারা গেলে তার এক সাথী তাকে স্বপ্নে দেখেন যে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি তাকে আরেক স্বপ্নে দেখলেন, যেখানে তাকে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত দেখাচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জাহান্নামীদের মধ্যে ছিলে না?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তবে আমাদের সাথে এক নেককার লোককে দাফন করা হয়েছিল এবং সে তার ৪০ জন প্রতিবেশীর জন্য সুপারিশ করেছিল, আর আমি তাদের মধ্যে ছিলাম।"

সুতরাং, মুসলমানদের মধ্যে দাফন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি সবসময় শারীরিক নৈকট্য সম্পর্কে নয়। মুসলমান হিসাবে আমাদের যে বন্ধন রয়েছে তা সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে।

এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে, একদিন তিনি অন্য শহরে যাচ্ছিলেন এবং একটি মসজিদে ঘুমানোর জন্য থামলেন। যখন তিনি মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ শুনলেন যে একটি জানাযা এসেছে। তাই তিনি ঘুম থেকে উঠে সেই ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, "আমি এই ব্যক্তিকে চিনতাম না, কিন্তু যখন আমি এই ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করছিলাম, তখন আমি ভাবলাম, 'আচ্ছা, আমি সওয়াব অর্জন করি এবং জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাই'।"

তিনি তাদের সাথে কবরস্থানে গেলেন এবং যখন তারা লোকটির লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে তিনি তার লাশের পাশে একা দাঁড়িয়ে আছেন, অর্থাৎ সাধারণত পরিবার থাকে কিন্তু এই ব্যক্তির সাথে কেউ ছিল না। তাই তিনি কবরের পাশে বসলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ, এই একজন মেহমান আপনার কাছে এসেছেন। আমি তাকে চিনি না, কিন্তু যদি কোনো মেহমান আমার কাছে আসত, এমনকি যদি আমি তাকে নাও চিনতাম, আমি তার প্রতি উদার হতাম।" এরপর তিনি দু'আ করলেন, "তাহলে আপনি কেমন হবেন, হে আল্লাহ, আর আপনি তো সবচেয়ে উদার।"

তিনি বলেন, এই দু'আ করার পর আমি চলে গেলাম এবং আমার ভ্রমণের বাকি অংশের জন্য ঘুমানোর জন্য মসজিদে ফিরে গেলাম। এরপর আমার স্বপ্নে আমি সাদা পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে দেখলাম এবং সে আমাকে বলল, "তুমি কি সেই যে আমার জন্য দু'আ করেছিলে?" আমি বললাম, "তুমি কে?" সে বলল, "আমি সেই যাকে তুমি মাত্র দাফন করেছ। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমার দু'আর কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

আল্লাহর রহমতের অংশ হলো যে তিনি সকল রাজ্যে মুমিনদের কাছে রহমত পৌঁছানোর পথগুলো বৃদ্ধি করেন। মুসলিম জানাযার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি হলো যে কখনও কখনও উপস্থিত বেশিরভাগ লোকই মৃত ব্যক্তিকে চিনেন না, বিশেষ করে যখন আপনি মক্কা বা মদিনার মতো জায়গায় থাকেন যেখানে হাজার হাজার লোক অজ্ঞাত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করে। আল্লাহ আপনাকে লোকদের জন্য সালাত আদায় করতে আমন্ত্রণ জানান এবং কীরাত পরিমাণ সওয়াব ও নেকী অর্জন করতে বলেন, আর যদি আপনি জানাযার অনুসরণ করেন তাহলে আরও বেশি সওয়াব। এটি আপনার জন্য একটি রহমত কারণ এটি এত সহজ সওয়াব এবং একই সাথে এটি মৃত ব্যক্তির জন্য একটি রহমত কারণ এটি তাদের জানাযায় আরও লোক নিয়ে আসে, এমনকি যদি কেউ তাদের না ও চিনে।

তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন যে জানাযার দু'আতে কেবল আপনার সামনে থাকা মৃত ব্যক্তিই নয়, বরং সকল মুমিনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়? কারণ আপনি বলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের জীবিতদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের মৃতদের ক্ষমা করুন।" সুতরাং, যখনই কোনো জানাযা হয়, তখনই এমন দু'আ করা হয় যা মৃত সকল মুমিনের কবরকে আলোকিত, সমৃদ্ধ এবং বরকতময় করে তোলে।

আর প্রতিটি জুম'আতে ইমাম দাঁড়িয়ে দু'আ করেন, "হে আল্লাহ, মুমিন পুরুষদের এবং মুমিন নারীদের ক্ষমা করুন, যারা মারা গেছেন এবং যারা জীবিত আছেন।" আমরা আমাদের দু'আতে এমন লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না, যারা হাজার হাজার বছর আগে বেঁচে ছিলেন। আর যখন আপনি চলে যাবেন এবং ১০০ বছর কেটে যাবে, যদি আল্লাহ এই দুনিয়াকে তখনও বিদ্যমান রাখেন, তাহলে হয়তো লোকেরা আপনার নাম ভুলে যাবে, কিন্তু আপনার বিশ্বাস তাদের কাছে আপনাকে প্রাসঙ্গিক করে

তুলবে কারণ তারা সেই একই দু'আ করতে থাকবে যা আপনি তাদের জন্য করতেন যারা আপনার আগে এসেছিলেন।

আর আল্লাহর উদারতার সৌন্দর্য হলো যে, যেমন আপনি এখানে তাদের জন্য দু'আ করছেন, তেমনি আপনি প্রতিটি দু'আর থেকে নিজেও উপকৃত হচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা চায়, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর বিনিময়ে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন।" সুতরাং, শত বিলিয়নেরও বেশি আত্মা যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে কতজন মুমিন ছিলেন এবং তাদের জন্য শুধু ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে কত নেকী দিয়ে পুরস্কৃত করবেন? কিন্তু এটি কখনোই শুধু আপনার সম্পর্কে হওয়ার কথা ছিল না।

সহানুভূতির একটি সম্পূর্ণ মাত্রা রয়েছে যা আমরা প্রায়শই বিবেচনা করি না। যখন আমরা বিশ্বের চারপাশে বসবাসকারী আমাদের ভাই ও বোনদের কষ্ট দেখি, আমরা তাদের জন্য দু'আ করতে অনুপ্রাণিত হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, "মুমিনদের একে অপরের প্রতি স্নেহ, দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মতো। যখন একটি অঙ্গ ব্যথা করে, তখন পুরো শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাড়া দেয়।"

শুধু কল্পনা করুন, যদি আপনি একটি মুসলিম কবরস্থানের কাছে হেঁটে যেতেন এবং দেখতেন যে লোকেরা তাদের কবরে নির্যাতিত হচ্ছে, আর তা আপনার পর্দায় যা দেখছেন তার চেয়েও অনেক খারাপ হবে। আপনি তাদের জন্য কী ধরনের দু'আ করতেন?

বিশর ইবনে আল-হারিসের একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নিয়মিত কবরস্থানে যেতেন এবং জানাযায় অংশ নিতেন এবং সন্ধ্যায় তিনি কবরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে এই সুন্দর দু'আটি করতেন। তিনি বলতেন: "আল্লাহ আপনাদের একাকীত্ব দূর করুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি এবং আপনাদের বিচ্ছিন্নতার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ আপনাদের গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ আপনাদের নেক আমল কবুল করুন।"

লোকটি বলল যে, একদিন সন্ধ্যায় আমার দেরি হয়ে গেল এবং তাই আমি সেই কবরগুলো পরিদর্শন না করেই আমার পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম। এরপর যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, তখন আমি একদল লোককে আমার দিকে আসতে দেখলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কারা? তোমরা কী চাও?" আর তারা উত্তর দিল, "আমরা কবরের বাসিন্দা।" আমি বললাম, "তোমরা এখানে কী কারনে এসেছো?" তারা বলল, "তুমি বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের একটি উপহার দিতে।" আর আমি বললাম, "সে উপহার কী?" তারা বলল, "সেই দু'আ যা তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের জন্য করতে।" আমি তাদের উত্তর দিলাম এবং বললাম, "আমি আবার তা করা শুরু করব।" আর তিনি বললেন, "সেই স্বপ্নের পর আমি তাদের আর কখনো ভুলিনি।"

কল্পনা করতে পারেন, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর বারজাখে সেই সমস্ত মানুষের সাথে দেখা হওয়া কেমন লেগেছিল? কল্পনা করুন, আপনার সেই সমস্ত মানুষের সাথে দেখা হওয়া যাদের জন্য আপনি দু'আ করতেন— গাজার লোকেরা, সিরিয়ার লোকেরা, সুদানের লোকেরা, সারা বিশ্বের লোকেরা। তারা কি আপনার দু'আর উষ্ণতা অনুভব করেছিল? কী হতো যদি আপনি সত্যিই দেখতে পেতেন আপনার দু'আ তাদের জন্য অন্য প্রান্তে কী করেছিল? কী হতো যদি আপনি দেখতে পেতেন আপনার হৃদয়ের সেই আন্তরিক কথাগুলো দিয়ে আপনি তাদের উপর কী প্রভাব ফেলছিলেন?

অন্যের জন্য করা আন্তরিক দু'আর প্রভাব কী? আমাদের জীবন ছোট-বড় মিথস্ক্রিয়ার একটি জটিল জাল। যারা একে অপরের জন্য দু'আ করেন, এমনকি শুধু মুমিন পুরুষ ও নারীদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেও, সময় ও স্থান জুড়ে একটি অকল্পনীয় বড় প্রভাব রয়েছে। একদিন, আপনি যাদের জন্য দু'আ করেছিলেন তাদের সাথে দেখা করবেন, এবং যারা আপনার জন্য দু'আ করেছিলেন তাদের সাথেও। এমনকি যদি এই জীবনে আপনার দেখা নাও হয়, তবুও একই উম্মাহর সদস্য হিসাবে আপনাদের মধ্যে যে বন্ধন রয়েছে তা অবিচ্ছেদ্য।

১) আবদুল্লাহ ইবনে নাফি বলেন, "মদিনার একজন লোক মারা যান এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। অন্য একজন লোক স্বপ্নে তাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের একজন হিসাবে দেখেন, যা তাকে গভীরভাবে দুঃখিত করে। তবে, সাত বা আট দিন পর, তিনি তাকে আবার স্বপ্নে দেখেন, এবার জান্নাতের অধিবাসীদের একজন হিসাবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি বলেননি যে আপনি জাহান্নামের লোকদের মধ্যে ছিলেন?' মৃত ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'এটা সত্য ছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছিল যিনি তার চল্লিশ জন প্রতিবেশীর জন্য সুপারিশ করেছিলেন, এবং আমি তাদের মধ্যে ছিলাম।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-কুবুর]

২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং পুরষ্কারের প্রত্যাশায় কোনো মুসলমানের জানাজার অনুসরণ করে, সালাত আদায় করা এবং দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত থাকে, সে দুই কিরাত পুরষ্কার নিয়ে ফিরে আসবে, প্রতিটি কিরাত উহুদ পর্বতের আকারের মতো। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উপর সালাত আদায় করে এবং দাফনের আগে চলে যায়, সে এক কিরাত নিয়ে ফিরে আসবে।" [সহীহ আল-বুখারী #৪৭; সহীহ মুসলিম #৯৪৫]

৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার সালাতের শুরুতে সমস্ত মুমিনদের জন্য দু'আ করতেন, বলতেন, "হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন, আমাদের মধ্যে উপস্থিত এবং অনুপস্থিতদের, আমাদের যুবক ও বৃদ্ধদের, আমাদের পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন।" [সুনান আবু দাউদ #৩২০১]

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন।" [আত-তাবারানী, মুসনাদ আশ-শামিয়্যীন]

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনরা তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহানুভূতিতে একটি দেহের মতো: যখন একটি অংশ ব্যথা করে, তখন বাকি শরীর নিদ্রাহীনতা এবং জ্বর দিয়ে সাড়া দেয়।" [সহীহ আল-বুখারী #৬০১১; সহীহ মুসলিম #২৫৮৬]

৫) বিশর ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন যে, প্লেগের সময়, একজন লোক নিয়মিত কবরস্থানে জানাজার সালাতে অংশ নিতেন। প্রতি সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার আগে, তিনি কবরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বলতেন: "আল্লাহ আপনাদের একাকিত্বে আরাম দিন, আপনাদের বিচ্ছিন্নতায় রহম করুন, আপনাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আপনাদের ভালো কাজগুলো কবুল করুন।" তিনি এই কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই বলতেন না। একদিন সন্ধ্যায়, তিনি কবরস্থানে না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। সেই রাতে, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একদল লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কারা এবং আপনারা কী চান?" তারা উত্তর দেয়, "আমরা কবরের বাসিন্দা।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কী আপনাদের এখানে এনেছে?" তারা বলে, "আপনি প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় আমাদের জন্য একটি উপহার নিয়ে আসতেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কী উপহার?" তারা উত্তর দেয়, "আপনি যে দু'আ করতেন।" তিনি বলেন, "আমি তাদের বললাম, 'আমি আবার তা করা শুরু করব।' এবং এরপর থেকে, আমি আর থামিনি।" [আল-বায়হাকী, শুয়াব আল-ঈমান]

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি।

# দোয়া ও ভালো কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব | পর্ব ২৬

আপনার কাজ এবং দোয়া অনুভব করা যায়, যদিও সেগুলো দেখা না যায়। আপনি কতবার পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং হাল ছেড়ে দিয়েছেন কারণ আপনি তা দেখতে পারেননি? কিন্তু যদি আপনার দোয়া এমন কিছুর জন্য মঞ্চ তৈরি করে যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি? যদি গাজার জন্য আপনার দোয়া সেখানকার মানুষের পা আরও শক্ত করে বসিয়ে দেয় বা তাদের বিজয়কে কয়েক বছর এগিয়ে নিয়ে আসে? যদি আপনার প্রিয়জনের জন্য আপনার দোয়া তাদের জীবনকে এখানে এবং সেখানে পরিবর্তন করে দেয়? শুধু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনার দোয়া কিভাবে বিশ্বকে রূপ দিচ্ছে, তার মানে এই নয় যে এটি তার অক্ষ পরিবর্তন করছে না। আপনি বিশ্ব জগতের রবের কাছে প্রার্থনা করছেন এবং আপনার দোয়া শুধু এই দুনিয়াকেই পরিবর্তন করছে না, এটি জগৎগুলোকেও পরিবর্তন করতে পারে।

কেউ হয়তো আপনার দুনিয়া পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু তারা তা দেখার আগেই চলে গেছেন। সুমাইয়্যা (রাঃ) ইতিমধ্যেই শাহাদাতের পুরস্কার পেয়ে গেছেন এবং আল্লাহর আরশ থেকে জান্নাতের গাছে গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এই দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তার ত্যাগের কী ফলাফল দেবেন, সে ব্যাপারে তার কোনো প্রত্যাশা ছিল না। অধ্যাবসায় দিয়ে দুনিয়া পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ত্যাগের পরেই মক্কা মুসলিম হয়েছে, এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের কোরবানির উপর ভর করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।"

গাজার যে মানুষগুলো এই দুনিয়া ছেড়ে গেছেন, তারা চূড়ান্ত মুক্তির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। যখন আমরা তাদের কাছে যাব, ইনশাআল্লাহ, এবং তাদের বলব, "হে গাজার মানুষেরা, আপনারা জানেন না আপনারা কী শুরু করে দিয়ে এসেছিলেন!"

এটিই ইসলামের সাদাকায়ে জারিয়ার পুরো ধারণা, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, একজন বিশ্বাসীর মৃত্যুর পর যে সৎকর্মগুলো তাকে উপকার দিতে থাকে, সেগুলো হলো:

* তিনি যে জ্ঞান শিখিয়েছেন ও প্রচার করেছেন।
* তার মৃত্যুর পর জীবিত থাকা নেককার সন্তান।
* উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়া একটি মুসহাফ (কুরআন)।
* তিনি যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।
* পথচারীদের জন্য যে ঘর তৈরি করেছেন।
* অথবা হয়তো তিনি যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন।
* অথবা তিনি সুস্থ ও জীবিত থাকাকালীন নিজের সম্পদ থেকে যে দান করেছেন।

ইমাম মুনজিরী বলেন, "কিছু বিদ্বান বলেছেন যে, মানুষের আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তবে যেহেতু তিনি এই জিনিসগুলোর কারণ ছিলেন, তাই যতদিন সেগুলো বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তার কাছে সওয়াব পৌঁছাতে থাকবে।" কেন? কারণ আল্লাহ তাঁর রহমতে বলেন যে, তিনি একটি অণুর ওজনের পরিমাণও আমলকে অবহেলা করবেন না। এবং যেহেতু এগুলো এখনও তার আমলের ফল, আল্লাহ একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও এই অবদানগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

কত এমন আমল আছে যা মানুষের উপকার করেছে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে উৎসাহিত করেছে যারা এটি সম্ভব করেছে, এমনকি তারা তাদের নাম না জানলেও? চিন্তা করুন, আমাদের মধ্যে কতজন এখন তওবা করেছেন বা আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছেন, তারা আসলে গাজার মানুষের (সাদাকায়ে জারিয়াহর) ফল? কেমন লাগে যখন গাজার কবর থেকে একজন ব্যক্তি, যিনি আমেরিকান বোমার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন, অন্য প্রান্তে একটি দোয়া গ্রহণ করেন এবং বলেন, "এটি কার কাছ থেকে?" আর ফেরেশতারা বলেন, "এটি আসলে জন বা জেসিকা নামের একজন আমেরিকান থেকে, যে আপনার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছে।"

আমাদের জগৎগুলো সংযুক্ত। দোয়া এবং আমল প্রবাহিত হয় এবং খবরের সংক্রমণ, যদিও মাঝে মাঝে কিছুটা অস্পষ্ট হয়, তার মানে এই নয় যে আমরা সেই বাধা পেরিয়ে একে অপরের উপর গভীর প্রভাব ফেলছি না। যখন আপনি দোয়া করেন, আপনি সমস্ত জগতের প্রভুকে আহ্বান করেন, তাই আপনার দোয়ার প্রভাব এই দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি পরকালে অন্য কারো জগৎকে পরিবর্তন করতে পারে।

সেই প্রভাব কতটা গভীর? বর্ণনায় আছে যে, একজন নেককার ব্যক্তি স্বপ্নে তার বাবাকে দেখলেন এবং তিনি বললেন, "ওহ আমার ছেলে, তুমি কেন আমাদের কাছে তোমার উপহার পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছো?" তখন তিনি জবাব দিলেন, "ওহ আমার বাবা, মৃতরা কি জীবিতদের উপহার চিনতে পারে?" আর তিনি বললেন, "ওহ আমার ছেলে, যদি জীবিতরা না থাকত, তাহলে মৃতরা ধ্বংস হয়ে যেত।" সুবহানাল্লাহ, কী শক্তিশালী বাক্য! তাই বলা হয়েছে: "মৃতদের দোয়ার প্রয়োজন জীবিতদের খাবারের চেয়েও বেশি।"

আর যদি এমন হয়, তাহলে আপনি আপনার বাবা-মা বা প্রিয়জনদের জন্য কতবার দোয়া করেন? দিনে একবার? সপ্তাহে একবার? বছরে একবার? ঠিক যেমন মনে হতে পারে আমরা কেবল রমজানে আমাদের দোয়া বৃদ্ধি করি, তেমনি অন্য জগতেও এমন মনে হতে পারে। কবরে দোয়ার অভাব কেমন লাগে এবং সেই জগতে কারো জন্য আপনার দোয়ার প্রভাব কতটা গভীর?

একটি বর্ণনায় আছে যে, দোয়া মুমিনের অস্ত্র। এবং আমরা প্রায়শই এটিকে শুধুমাত্র এই দুনিয়ার ক্ষেত্রেই চিন্তা করি। কিন্তু যদি আপনার দোয়া কবরে থাকা মানুষের জন্য একটি অস্ত্র

হতে পারে? যদি এটি এমন একটি ঢাল হয় যা কাউকে দেওয়া হয় ঠিক যখন শাস্তি তাদের কাছে পৌঁছাতে চলেছে?

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, "আমার এক সাথী আমাকে বলেছেন, 'আমার ভাই মারা গেছেন এবং আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, যেখানে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যখন আমরা আপনাকে আপনার কবরে রাখলাম, তখন আপনি কোন অবস্থায় ছিলেন?'" আর তিনি আমাকে বললেন, "কেউ একজন আমার কাছে একটি মশাল নিয়ে এসেছিল এবং যদি তোমাদের কারো দোয়া না থাকত, তাহলে সে আমাকে জ্বালিয়ে দিতেই যাচ্ছিল।"

ইবনে আল-মুবারক বলেছেন, "যখন কেউ তার মৃত ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, তখন একজন ফেরেশতা সেই দোয়া নিয়ে তার কবরে আসেন এবং বলেন, 'ওহ, কবরের বাসিন্দা, এটি একজন ভাইয়ের কাছ থেকে একটি উপহার, যে আপনাকে ভালোবাসে।'

আবু নুয়া'ইমের আরেকটি বর্ণনায় তিনি বলেন যে, একজন সালাফ বলেছেন, "আমি মৃত্যুর পর আমার একজন ভাইকে স্বপ্নে দেখলাম, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জীবিতদের দোয়া কি আপনার কাছে পৌঁছায়?" আর তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, এটি আলোর মতো ঝলমল করে এবং তারপর আমরা এটি দিয়ে আমাদের কবর সাজাই।"

সুতরাং, বাস্তবিকভাবে বলতে গেলে, যখন কোনো জীবিত ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে, তখন তার শাস্তি বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব, যদিও তা অল্প সময়ের জন্য হয়। আর যখন সে একজন নেককার ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে, যিনি ইতিমধ্যেই তার কবর উপভোগ করছেন, তখন সেই ব্যক্তির মর্যাদা আরও এক ধাপ উন্নীত হয়।

এই দৃশ্যটি কল্পনা করুন: একজন ব্যক্তি বলেছেন, "আমি মহান ইবাদতকারীকে স্বপ্নে দেখেছি।" আর তিনি বলেছেন, "আমি সবসময় তার জন্য দোয়া করতাম।" তাই আমি তাকে আমার স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার দোয়া কি আপনার কাছে পৌঁছাচ্ছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনার দোয়াগুলো আমাদের কাছে আলোর থালার উপর উপহারের মতো আসে এবং সেগুলো রেশমী রুমাল দিয়ে ঢাকা থাকে যখন আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কিভাবে?" তিনি বললেন, "এভাবেই জীবিত মুমিনদের দোয়া মৃতদের জন্য কাজ করে।"

এবং সেই উপহার এমন কিছুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান যা আপনি জীবিত থাকাকালীন কাউকে দিতে পারতেন। কবরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং তাকে প্রশস্ত করার জন্য একটি দোয়ার চেয়ে আর কী সুন্দর, কী মূল্যবান, কী বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে?

আর যখন আপনি রমজানে আপনার সবচেয়ে মূল্যবান রাতের জন্য অপেক্ষা করেন নিজের জন্য বিশেষ দোয়া করার জন্য, তখন সেই মূল্যবান আত্মাদের ভুলে যাবেন না যারা আশা করছে আপনি সেই রাতে তাদেরও স্মরণ করবেন।

শুধু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না বলেই এর মানে এই নয় যে দুআ কাজ করছে না। আপনার দু'আ নিপীড়িতদের পা শক্তিশালী করতে পারে, কবরে একটি আত্মাকে প্রশমিত করতে পারে, বা এমনকি ইতিহাস নিজেই পরিবর্তন করতে পারে। গাজার শহীদরা হয়তো তাদের শুরু করা বিজয় দেখতে পাননি, যেমন সুমাইয়া (রাঃ) কখনও মক্কাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখেননি। কিন্তু বারযাখে, তারা তাদের প্রভাবের খবর দিয়ে অভ্যর্থিত হতে পারে।

আপনার সাথে মৃত প্রিয়জনদের সম্পর্ক কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'আ তাদের কাছে আলোর উপহারের মতো পৌঁছায়, বোঝা কমায় এবং মর্যাদা বাড়ায়। যদি আপনি জানতেন আপনার দু'আ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তবে আপনি কি কখনও এটি করা বন্ধ করতেন?

১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মৃত্যুর পরে একজন মুমিনের উপকার অব্যাহত রাখে এমন কাজ এবং ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে তিনি যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি যে ধার্মিক সন্তান রেখে গেছেন, তিনি যে মুসহাফ (কুরআনের অনুলিপি) দান করেছেন, তিনি যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তিনি বিপদে পড়া ভ্রমণকারীদের জন্য যে বাড়ি তৈরি করেছেন, তিনি যে পানির উৎস সরবরাহ করেছেন, অথবা তিনি সুস্থ অবস্থায় তার জীবদ্দশায় তার সম্পদ থেকে যে দান করেছেন। এগুলো তার মৃত্যুর পরেও তার কাছে পৌঁছাতে থাকবে।" [সুনান ইবনে মাজাহ #২৪২]

২) আল-মুনযিরী (রাঃ) বলেছেন, "কিছু আলেম বলেছেন যে, একজন ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তবে, এই বিশেষ কাজগুলো অব্যাহত থাকে কারণ মৃত ব্যক্তি তাদের অস্তিত্বের সরাসরি কারণ।" [আবাদী, 'আউন আল-মা'বুদ]

৩) ইয়াকুব ইবনে সালেহ আল-আবিয়ারি বর্ণনা করেছেন যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তি স্বপ্নে তার মৃত পিতাকে দেখেন এবং তার পিতা বলেন, "আমার ছেলে, কেন তুমি আমাদের কাছে তোমার উপহার পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছ?" ছেলেটি উত্তর দেয়, "বাবা, মৃতরা কি জীবিতদের উপহার চেনে?" পিতা বলেন, "আমার ছেলে, জীবিতদের জন্য না হলে, মৃতরা ধ্বংস হয়ে যেত।" [ইবনে রজব, আহওয়াল আল-কুবুর]

এর মাধ্যমে পিতা বোঝাতে চেয়েছেন যে, জীবিতদের পক্ষ থেকে প্রেরিত দোয়া, ইসালে সওয়াব, দান-খয়রাত ইত্যাদি মৃতদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। এই সওয়াব বা উপহারগুলো না পেলে মৃতদের অবস্থা আরও খারাপ হতো, বা তারা বিভিন্ন কষ্ট থেকে মুক্তি পেত না।

৪) সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না বলেছেন, "বলা হতো, 'জীবিতদের খাবারের চেয়ে মৃতদের প্রার্থনার (দু'আ) বেশি প্রয়োজন।" [ইবনে রজব, আহওয়াল আল-কুবুর]

৫) আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া বর্ণনা করেছেন যে, তার একজন সঙ্গী তাকে বলেন, "আমার ভাই মারা যান, এবং তারপর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'যখন আপনাকে আপনার কবরে রাখা হয়েছিল তখন আপনার অবস্থা কেমন ছিল?' তিনি উত্তর দেন, 'একজন ব্যক্তি আমার কাছে একটি মশাল নিয়ে এসেছিল, এবং আপনাদের একজনের দু'আ না হলে, সে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে দিত।" [ইবনে আল-কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৬) আমর ইবনে জারির বলেছেন, "যখন কেউ তার মৃত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে, তখন একজন ফেরেশতা তার কবরে দু'আ নিয়ে আসেন এবং বলেন, 'হে কবরের বাসিন্দা, এটি এমন একজন ভাইয়ের উপহার যিনি আপনার যত্ন নেন।" [ইবনে আল-কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৭) ইবনে আবি দুনিয়া বর্ণনা করেছেন যে, সালাফদের একজন বলেছেন, "আমি মৃত্যুর পরে আমার ভাইকে স্বপ্নে দেখি এবং আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'জীবিতদের দু'আ কি আপনাদের কাছে পৌঁছায়?' তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি আলোর মতো ঝলমল করে আসে, এবং তারপর আমরা এটি পরিধান করি।" [ইবনে আল-কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৮) বাশার ইবনে গালিব বলেছেন, "আমি স্বপ্নে রাবিয়াকে দেখি, এবং আমি তার জন্য অনেক দু'আ করতাম। তিনি আমাকে বলেন, 'হে বাশার ইবনে গালিব, আপনার উপহারগুলো আলোর ট্রেতে রেশমি রুমাল দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আমাদের কাছে আসে।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কীভাবে?' তিনি উত্তর দেন, 'জীবিত মুমিনরা যখন মৃতদের জন্য দু'আ করে এবং তাদের দু'আ কবুল হয়, তখন এভাবে তাদের দু'আ মৃতদের কাছে পৌঁছায়। প্রার্থনা আলোর ট্রেতে রাখা হয়, রেশমি রুমাল দিয়ে মোড়ানো হয়, এবং তারপর এটি মৃতদের মধ্যে যার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল তার কাছে নিয়ে আসা হয়, এবং বলা হয়, 'এটি আপনার জন্য অমুকের উপহার।" [আল-বায়হাকী, শুয়াব আল-ঈমান]

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি।

# লাইলাতুল কদর: আকাশমণ্ডল এবং কবরে | পর্ব ২৭

🔶সূরা কদরঃ আয়াত ১-৫

মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রমযান মাসের দশ দিন বাকী থাকতো তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তহবন্দ বেঁধে নিতেন এবং স্ত্রীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদরকে সমান গুরুত্বের সাথে তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাতের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই তো দুআর আধিক্য মুসতাহাব, তবে রমযান মাসে দু'আ আরো বেশী করে করতে হবে, বিশেষ করে রমযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাত্রে।

🔸 নিম্নের দু'আটি খুব বেশী পাঠ করতে হবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!"

ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এতো ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই। ঐ বৃক্ষের মধ্যভাগে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল (আঃ) কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও।"

এই ফেরেশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাঁদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে নেমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তাঁরা সকল ঈমানদার নারী পুরুষের জন্যে দু'আ করেন।

কিন্তু তারা গীর্জায় মন্দিরে, অগ্নি পূজার জায়গায়, মূর্তি পূজার জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশা খোরের অবস্থান স্থলে,নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান বাজনার সাজ সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রস্রাব পায়খানার জায়গায় গমন করেন না।

বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা ঈমানদার নারীপুরুষদের জন্য দু'আ করে থাকেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সকল ঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তাঁর কর মর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়, মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রু ধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর হাতের মধ্যে রয়েছে।

◆ হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ঐ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তার প্রথমবারের পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বারের পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেনঃ হে আবু ইসহাক (রঃ) যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেনঃ সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালেমা উচ্চারিত হবে।

যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! লায়লাতুল কাদর কাফির ও মুনাফিকদের উপর এতো ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে। ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দুটি সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না।

এর ফলে সূর্যের কিরণ মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল (আঃ)-এর পালকের নুর মিলিত হয়ে সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সে দিন আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

তারা ঐ সব লোকের জন্যেও দু'আ করেন যারা সৎ নিয়তে রোযা রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রমযান মাসেও আল্লাহর ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে। সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যান। সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী

ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক, বলে বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেনঃ তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখে ছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদআতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি।

প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দুআ করেন। ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে আরো জানান যে, তারা অমুক অমুককে আল্লাহর যিকির করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে রুকূ'তে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন। এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছেন।

একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তাঁরা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছেন।

- সিদরাতুল মুনতাহা তাদেরকে বলেঃ আমার মধ্যে অবস্থানকারী হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ ফেরেশতারা তখন আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলেঃ তোমার মধ্যে অবস্থানকারীরা তোমাকে যে সব খবর শুনিয়েছে সে সব আমাকেও একটু শোনাও।

- তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলেঃ অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! অতি শীঘ্রই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌঁছে যান। তাঁর উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী পুরুষের উপর আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে।

তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ গত বছর আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসেবে দেখেছি কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে।

তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তাওবা করে নেয় তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিবো। হযরত জিবরাঈল। (আঃ) তখন হঠাৎ করে বলেনঃ হে আল্লাহ আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার সৃষ্ট জীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক।

ঐ সময় আরশ এবং ওর চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও ওর মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ "করুণাময় আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা" হযরত কাব (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করে রমযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

লাইলাতুল কদরের রাতে আকাশমণ্ডল এবং কবরে কী ঘটে? ফেরেশতারা আকাশ পূর্ণ করে, এবং ভাগ্য নির্ধারিত হয়। জীবিতরা দয়ার জন্য প্রার্থনা করে, আর মৃতরা আরেকটি সুযোগের জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু এই রাত শুধু আমাদের জন্য নয়—এর বরকত আরও দূরেও পৌঁছায়। আপনার দু'আ মৃতদের আত্মাকেও উন্নীত করতে পারে, ঠিক যেমন এটি আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু 'আন্না—"আমাদের" মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।

আজ রাতে হয়তো ফেরেশতারা শান্তি নিয়ে নেমে আসবেন, এবং আপনার প্রার্থনা শক্তি নিয়ে উপরে উঠবে। লাইলাতুল কদর, ক্ষমতার রাত, নির্দেশের রাত, আল্লাহ্‌র দয়া আপনার ও আমার উপর বর্ষিত হওয়ার রাত।

এটি এমন একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, পুরো জীবনের চেয়েও উত্তম। আর মৃতরা যদি সাধারণ দিনে দ্রুত দুই রাকাত নামাজ পড়ার জন্য আরও এক মিনিট পেত, তবে তারা লাইলাতুল কদরের আরেকটি সুযোগ পাওয়ার জন্য কতটা আকাঙ্ক্ষা করত? কিন্তু আপনি এখনও এখানে আছেন, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের জন্য আপনার দু'আর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতার অন্য পাশে কেমন দেখায়? লাইলাতুল কদর নামের অন্যতম কারণ হল, আকাশমণ্ডল তাদের পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছে যায়। ফেরেশতাদের আনাগোনায় আকাশমণ্ডলে এমন ভিড় হয় যে, সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে যেতে পারে। যখন তাঁরা মসজিদ ও ঘরগুলোতে নেমে আসেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে

রিপোর্ট করেন, তখন ফজর পর্যন্ত সবখানে শান্তি ও সালাম বিরাজ করে। আমরা যদি ক্ষমার তালিকায় নিজেদের নাম শুনতে পেতাম, তবে কতটা চাইতাম যে আমরাও তাঁদের মাঝে থাকতাম।

ইয়াহইয়া বিন মু'আদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হে উদাসীন, হে অজ্ঞ, যদি আপনি আপনার প্রভুকে স্মরণ করার সময় সংরক্ষিত ফলকে কলমের শব্দ শুনতে পেতেন, যা আপনার নাম লিখে রাখে, তবে আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষায় মারা যেতেন। আল্লাহ আমাদের সেখানে পৌঁছানোর পর আমাদের নাম লেখা দেখার এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের তৌফিক দান করুন। কল্পনা করুন, অতীতে যারা চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে কতজন এখন হাজার বছর আগের কবর থেকে লাইলাতুল কদর দেখছে এবং এটি এখনও তাদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি কবরবাসীদের বলা হত, কোনো ইচ্ছা প্রকাশ কর, তবে তারা রমজানের আরেকটি দিনের ইচ্ছা করত। যদি তাই হয়, তবে তারা শেষ দশ রাতের জন্য কতটা ইচ্ছা করত, তা আপনি কী চিন্তা করতে পারেন? কিন্তু এটি লাইলাতুল কদরের তাদের অতীতের আমল। এখন কেমন? কবরবাসীরা কি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানে? আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে বারযাখে সময়ের ধারণা রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে ফির'আউনের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে আনা হয়। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেককে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জান্নাত ও জাহান্নামে তার সম্ভাব্য স্থান দেখানো হয়। আমরা আরও জানি যে তাদের দুনিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, কারণ তাদের প্রিয়জনদের আমল তাদের কাছে পেশ করা হয় এবং তারা সেই জগতে প্রবেশকারী নতুন আত্মা থেকে দুনিয়া সম্পর্কে জানতে পারে। এবং আমাদের কাছে সেই বর্ণনা রয়েছে, যা বলে যে তারা এখনও দুনিয়ায় থাকা লোকদের সম্পর্কে জানতে কতটা আগ্রহী। তবে তারা কি আমাদের মতো বরকতময় সময় অনুভব করে?

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতো অনেক আলেম নিশ্চিত করেন যে, মুমিনদের আত্মা প্রতি জুম'আর দিনে আমাদের মতো একত্রিত হয়। এটি অনেক স্বপ্নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি যে জুম'আ জান্নাতেও একটি বরকতময় সময়। তাই কিতাব আর-রুহের প্রথম অধ্যায়গুলির মধ্যে একটির শিরোনাম, জুম'আর দিনে পাখিরা কী বলে? একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মুতাররিফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর অভ্যাস ছিল প্রতি জুম'আর সকালে কবরস্থানে যাওয়া। সেই পরিদর্শনগুলির মধ্যে একটিতে, তিনি তার ঘোড়ায় চড়ে কবরস্থানের গেটে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে, সমস্ত আত্মা তাদের কবরের উপরে বসে বলছে, হে মুতাররিফ, যিনি প্রতি জুম'আয় আমাদের কাছে আসেন। তারপর তিনি উপরে তাকিয়ে দেখলেন যে, পাখিগুলি চারপাশে উড়ছে এবং সুন্দরভাবে কিচিরমিচির করছে। তাই তিনি আত্মাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পাখিরা কী বলছে? এবং

আত্মাগুলি বলল, তারা বলছে, সালাম, সালাম, একটি বরকতময় দিন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এই রাতে যখন ফেরেশতারা সালাম, সালাম বলছে, তখন নিশ্চয়ই কিছু আছে, তাই না?

আল-ইমাম আদ-দাহহাক (রাহিমাহুল্লাহ) আয়াত, সালামুন হিয়া হাত্তা মাত লা'ইল ফজর, এর উপর মন্তব্য করে বলেন, আল্লাহ এই রাতে সালাম, প্রশান্তি এবং ক্ষতিমুক্ত সবকিছু ছাড়া আর কিছুই নির্ধারণ করেন না।

এমনকি ফজর পর্যন্ত কোনো ধূমকেতু এবং উল্কা শয়তানদের আঘাত করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সমস্ত জগৎ একটি বিরতি, শয়তানের পরীক্ষা এবং মন্দ থেকে মুক্তির মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করে। এমনকি স্বপ্নগুলিও সেই রাতে বিশুদ্ধ হতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর স্বপ্ন, যেখানে তিনি সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রদের তাকে সিজদা করতে দেখেছিলেন, তা লাইলাতুল কদরের রাতে ঘটেছিল। সুতরাং অন্যান্য জগতে, এটি অবশ্যই বরকত এবং মুক্তির রাত হতে হবে, এমনকি এমন উপায়ে যা আমরা সম্ভবত বুঝতে পারি না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন রমজান আসে, তখন জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এর অর্থ কী তাদের জন্য যারা ইতিমধ্যেই জাহান্নামের কক্ষে বা জান্নাতের বাগানে বাস করছে? অথবা যাদের অন্য গন্তব্যের জানালা রয়েছে? আমরা আশা করি সেই রাতে আরও আত্মা মুক্তির দিকে স্থানান্তরিত হবে। এবং সম্ভবত আমাদের মুক্তিও সেই রাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লাইলাতুল কদর নামকরণের অন্যতম একটি কারণ হলো, যারা এর আগে মূল্যহীন ছিল, এ রাতের ইবাদতের মাধ্যমে তারা মর্যাদাবান ও উচ্চ মূল্যের অধিকারী হয়ে যায়।

অর্থাৎ, এই রাতে ইবাদত-বন্দেগি করার ফলে সাধারণ মানুষরাও আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে ওঠে। এভাবেই তারা 'কদরের মানুষ' বা মর্যাদাবান মানুষে পরিণত হয়।

তাই সম্ভবত সেই রাতে আল্লাহর চোখে আমাদের মূল্য পরিবর্তিত হয় এবং আমরা দুষ্টদের তালিকা থেকে ধার্মিকদের তালিকায় স্থানান্তরিত হই। এবং সেই প্রক্রিয়ায় আমরা যা করি, বিশেষ করে আমাদের দু'আ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমি চাই আপনি লাইলাতুল কদরের এই উপমাটি নিয়ে বসুন। মনে রাখবেন, লাইলাতুল ইসরা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাত্রিকালীন যাত্রা তার জন্য সবকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এই দুটি বিশেষ রাতকে একসাথে সংযুক্ত করেন। তিনি বলেন, ইসরার রাত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সেই রাতে যা দেখেছিলেন এবং পেয়েছিলেন। আর উম্মতের জন্য কদরের রাত শ্রেষ্ঠ, কারণ তারা সেই রাতে অপরিসীম বরকত লাভ করে। তাই লাইলাতুল

ইসরা ছিল যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারযাখের জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং যোগাযোগ করেছিলেন। আল আকসায় নবীদের সাথে থাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ফেরেশতাদের সাথে থাকা, আজকের দিনে আমরা যে পুরস্কার এবং শাস্তির দৃশ্যগুলি নিয়ে কথা বলি, তা প্রত্যক্ষ করা, তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়া। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য কী এক অসাধারণ সুযোগের রাত ছিল। লাইলাতুল কদর হল উম্মতের লাইলাতুল ইসরা, যেখানে আমরা আল্লাহর দিকে রাত্রিকালীন যাত্রা করি, যেখানে আমরা সারারাত আল্লাহর বাণী তেলাওয়াত করি এবং ফেরেশতারা আমাদের চারদিকে থাকে, যা আমাদের আমলকে আরশের দিকে উন্নীত করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ইসরার রাতে যাদের ভালোবাসেন তাদের সবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি আমরাও লাইলাতুল কদরের রাতে আমাদের প্রিয়জনদের জীবিত বা মৃত সবার জন্য সুপারিশ করি। সেই পিতার কথা মনে রাখবেন, যিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন, দু'আর মাধ্যমে আমাদের কাছে তোমার উপহার পাঠানো বন্ধ করো না। তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন, হে আমার পুত্র, আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য তাঁর ক্ষমা এবং তাঁর মার্জনা প্রার্থনা করো। তাই যখন আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্না, হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, তাই আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চিত করুন যে আপনি তাদেরও "আমাদের" অংশে অন্তর্ভুক্ত করছেন। আর যদি এই পৃথিবী একটি মঞ্চ হয় এবং আমরা সবাই অদৃশ্য পুরস্কারের জন্য অদৃশ্য সত্তার সামনে নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে উত্তম আমল করার চেষ্টা করি, তবে লাইলাতুল কদর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাত।

আপনি যখন বারযাখে আপনার এবং আপনার প্রিয়জনদের জন্য এর প্রভাব দেখতে পাবেন, তখন কতই না বরকতময় হবে।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ◆

যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ। (সূরা মুমিনুন: আয়াত ১০০)

## তথ্যসূত্র

১) ইয়াহইয়া ইবনে মু'আদ (রাঃ) বলেছেনঃ "হে গাফেল! হে অজ্ঞ! যদি তুমি লাওহে মাহফুজে কলমের আওয়াজ শুনতে পেতে, যা তোমার প্রভুকে স্মরণ করার সময় তোমার নাম লিখে

রাখে, তবে তুমি তোমার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষায় মারা যেতে।" [আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া]

২) ইবনুল জাওযী বলেছেনঃ "আল্লাহর কসম, যদি কবরবাসীদের একটি ইচ্ছা করতে বলা হতো, তবে তারা রমজানের আর একটি দিনের ইচ্ছা করত।" [ইবনুল জাওযী, আত-তাবসিরাহ]

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তাকে সকাল-সন্ধ্যা তার স্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়, আর যদি সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাকে জাহান্নামে তার স্থান দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত না করা পর্যন্ত এটি তোমার আসন।'" [সহীহ বুখারী #১৩৭৯; সহীহ মুসলিম #২৮৬৬]

৪) আবু আত-তাইয়াহ [ইয়াযীদ ইবনে হুমাইদ আল-বাসরী] বর্ণনা করেছেনঃ "মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ উন্মুক্ত ভূমিতে সময় কাটাতেন, কিন্তু যখন জুম'আ আসত, তখন তিনি খুব ভোরে বের হতেন। একদিন রাতে, যখন তিনি ফিরছিলেন এবং কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার ঘোড়ায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং একটি স্বপ্ন দেখেনঃ কবরবাসীরা তাদের কবরের উপর বসে আছে। তারা বলল, 'এই মুতাররিফ, যে জুম'আর দিনে আসে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি এখানে জুম'আর দিন চিনতে পার?' তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমরা এমনকি জানি যে পাখিরা সেই দিনে কী বলে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারা কী বলে?' তারা উত্তর দিল, 'তারা বলেঃ সালাম, সালাম, এক বরকতময় দিনে।'" [আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান]

৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) উল্লেখ করেন, ইউসুফ (আঃ) এর স্বপ্ন, যেখানে তিনি সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রদের তাকে সিজদা করতে দেখেছিলেন, তা লাইলাতুল কদরের রাতে ঘটেছিল। [তাফসীর আল-মাওয়ারদী]

৬) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যখন রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।" [সহীহ বুখারী #৩২৭৭; সহীহ মুসলিম #১০৭৯]

৭) ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, আলেমরা লাইলাতুল কদর নামকরণের পাঁচটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আবু বকর আল-ওয়াররাকের মতামত হলঃ "এই রাতে, যারা পূর্বে তুচ্ছ ছিল, তারা তাদের ভক্তির মাধ্যমে কদর (অর্থাৎ, মহান মূল্য ও মর্যাদা) অর্জন করে।" [ইবনুল জাওযী, আত-তাবসিরাহ]

৮) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) লাইলাতুল কদর এবং লাইলাতুল ইসরার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য ইসরার রাত শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং পেয়েছিলেন, আর উম্মতের জন্য কদরের রাত শ্রেষ্ঠ, কারণ তারা সেই রাতে অপরিসীম বরকত লাভ করে।" [ইবনে তাইমিয়া, মাজমু' আল-ফাতাওয়া]

(বি:দ্র: এখানে তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে সূরা কদর এর ১-৫ আয়াতের তাফসীর যুক্ত করা হয়েছে)

# আপনার তাহাজ্জুদ আপনাকে জান্নাত এনে দিয়েছে | পর্ব ২৮

গভীর রাতের নিস্তব্ধতা, যখন সমগ্র পৃথিবী ঘুমে বিভোর, তখন আপনার জেগে ওঠা এবং আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে নীরবে কথোপকথন—এই মুহূর্তটি একজন মুমিনের জন্য এক অসাধারণ প্রাপ্তি। এই ফিসফিসানি কেবল কিছু শব্দের সমষ্টি নয়, বরং এটি আপনার হৃদয় থেকে উৎসারিত এক গভীর যোগাযোগ এবং আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। এই সময়টুকু আপনার জন্য যথেষ্ট। রাত হয়ে ওঠে আপনার সঙ্গী, আর আপনার তাহাজ্জুদ হয়ে ওঠে আপনার আত্মা আর আল্লাহর মধ্যে এক গোপন সেতুবন্ধন, যা দুনিয়ার চোখ থেকে লুকানো থাকে, কিন্তু মহাবিশ্বের স্রষ্টার কাছে তা স্পষ্ট।

ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক একবার তার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ও আল্লাহ, তারকারা নিভে গেছে, চোখ ঘুমিয়ে পড়েছে, রাজারা তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আপনার দরজা খোলা রয়েছে। আর প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে নির্জনতা খুঁজে পেয়েছে, আর আমি এখানে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।" ভাবুন তো, আত্মা কতটা সুন্দর হতে পারে, যখন শরীর সম্পূর্ণ স্থির থাকা সত্ত্বেও তা মহাবিশ্বের প্রভুর কাছে এভাবে আরোহণ করে!

একবার মানসুর তার বাড়ির ছাদে নামাজ পড়তেন। তার মৃত্যুর পর, তার এক প্রতিবেশী শিশু তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "মানসুরের বাড়ির ছাদে খুঁটিটা কী হলো?" মা উত্তর দিলেন, "ওহ, খোকা, ওটা খুঁটি ছিল না, ওটা ছিল মানসুর নিজেই, যখন সে রাতে নামাজ পড়ত। সে তো গতকালই মারা গেছে।" একটা শিশু যে অনুপস্থিত একজন মানুষকে এভাবে লক্ষ্য করেছিল, ভাবুন তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতটা লক্ষ্য করেন!

এখন ধরুন, গত রাতে আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করেছেন। তারপর আপনার ঘুমটা কেমন লেগেছে? অন্য সময়ে তো এমন ঘুম হয় না, তাই না? আমি সব সময় বলি, আপনার সেরা ঘুম হবে সেই ঘুম, যা আপনি ইবাদত করার পর করেন, আর তারপর আপনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যান, এমনকি তাঁবুর মাঝখানেও। এখন ভাবুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা—যিনি কবরের প্রথম রাতে সমস্ত ক্লান্তি পেরিয়েও এমন ঘুমানোর কথা বলা হয়েছে যেন তিনি নববধূর মতো ঘুমাবেন। আলেমরা এর দুটি অর্থ বলেছেন: প্রথমত, এটা হবে এক গভীর ঘুম। দ্বিতীয়ত, আপনাকে জাগানো হবে সেই জিনিসের জন্য, যা আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আপনি জেগে উঠবেন আর সেই বাগান দেখবেন, যা আপনার তাহাজ্জুদ গত রাতে রোপণ করেছিল। আর আপনি হয়তো জানেনও না, কিছু মুমিন যারা মৃত, তারা জীবিত কারো দয়ায় ক্ষমা পেয়েছে আর এখন শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারছে সেই দোয়ার কারণে।

কিন্তু গত রাতে এত নামাজের পর আপনার শরীর ক্লান্ত হলেও, আপনার আত্মা কেমন অনুভব করছে? এটাই তো এই দুনিয়াতে মুমিনদের আনন্দ! আর এটা শুধু রমজানের শেষ

দশ রাতে নয়, বরং এর ফলেই হৃদয়ে জান্নাত তৈরি হয়, আখিরাতের জান্নাত পাওয়ারও আগে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) বলেছেন, "যদি রাতের সালাত না থাকত, তবে আমি এই দুনিয়াতে আর বেশি দিন বাঁচতে চাইতাম না।" এর মানে এই নয় যে আপনি কাঁদেননি, আপনার অশ্রু আপনার কবরের বাগানকে সিক্ত করে।

আবু বকর (রা.) বলেছেন, "আমি তার মৃত্যুর পরে তাকে দেখেছি, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কী পেয়েছেন?' আর তিনি বললেন, 'আমি খুব দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করার পরে রক্ষা পেয়েছি।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন কাজটি আপনার কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভয়ে আমার কান্না।" আল্লাহ আপনার ভয়কে পুরস্কৃত করেন, আপনাকে তাঁর আরও কাছে এনে। আবু ইয়াজিদের স্বপ্নে আল্লাহ কি বলেননি, "আমার সেই বান্দাকে সুসংবাদ দাও, যে রাতে আমার ইবাদতে দাঁড়িয়েছিল। তার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে সে এখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, যেখানে আমি তার কাছে আমার মহিমান্বিত চেহারা প্রকাশ করব।"

সূরা আলাকের শেষ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "সিজদা করুন এবং আমার নিকটবর্তী হন।" আলেমরা বলেন, এর চেয়ে বেশি নিকটবর্তী হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। সিজদা মানেই হলো আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া, তাঁর সামনে বিনয়ের সাথে মাথা নত করা। আর এই বিনয়ের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে কাছে চলে যেতে পারি।

শুধু এই আয়াতেই নয়, বছরের অন্য রাতেও আপনার কাছে এই বিশেষ সুযোগ থাকে যে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের আরও নিকটবর্তী হতে পারেন। এই সময়টা এতটাই বরকতময় যে, আল্লাহ আমাদের আরও কাছে টেনে আনেন। তিনি আপনার দোয়া শোনেন, আপনার ফরিয়াদ কবুল করেন।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-কে তার মৃত্যুর পরে স্বপ্নে দেখা যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে?" তিনি বললেন, "আমি নিজের চোখে আমার প্রভুকে দেখেছি।" তখন আল্লাহ তাকে বললেন, "হে সাওরী! শান্ত থাকো। নিশ্চয়ই আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। যখন রাত আসত, তখন তুমি অশ্রুভেজা নয়নে আর আগ্রহ ভরা হৃদয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে। এখন তুমি যে প্রাসাদ চাও, তা পছন্দ করতে পারো, আর তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো, কারণ তুমি বেশি দূরে নও।"

তাহাজ্জুদ এমন একটি জীবনধারা, যা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি আসক্তিকর আর বিশ্বের অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। আর এটি করা হয় গোপনে, এর গোপন বিষয় আত্মার মধ্যেও রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য সেরা উপহার হলো সেই গোপন উপহার, যার জন্য আপনি এখনো কোনো প্রশংসা পাননি।

তাই ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন, “দিনের নামাজের উপর রাতের নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব হল গোপনে দান করার উপর প্রকাশ্যে দান করার শ্রেষ্ঠত্বের মতো।” ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, "দিনের সালাতের চেয়ে রাতের সালাত উত্তম। কেননা, রাতের সালাত গোপনে আদায় করা হয় আর তা ইখলাসের নিকটবর্তী।"

যেখানে অনেকে কবরের গোপনীয় বিষয় নিয়ে চিন্তিত, সেখানে আপনার জন্য আল্লাহর সাথে একটি গোপন বাগান রয়েছে। এক সাহাবী স্বপ্নে এক মহিলাকে দেখে বললেন, "আমাকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দিন, যা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে।" তখন মহিলাটি বললেন, "বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। অতি শীঘ্রই আপনি আপনার কবরে এর ফল দেখতে পাবেন।" ধার্মিকদের একজন বলেন, আমি স্বপ্নে আবু বকর আশ-শিবলীকে মজবুতভাবে বসে থাকতে দেখি। এরপর তিনি সুন্দর পোশাক পরে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়ালাম আর তার সামনে বসলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কারা?" তিনি বললেন, "যারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে, যারা আল্লাহর অধিকারের প্রতি সম্মান জানায় আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে দ্বিধা করে না।"

তারা তাদের বিছানা ত্যাগ করে ভয় আর আশা নিয়ে তাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। সুতরাং কোনো প্রাণী জানে না তাদের জন্য কী আনন্দের উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দেখাবেন, আপনার ইবাদতের প্রতিদানে তিনি আপনার জন্য কী অসাধারণ প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তখন আপনার একমাত্র আফসোস হবে, "আহ্, যদি আরও বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারতাম যা তিনি আমার সামনে রেখেছিলেন!"

আপনার তাহাজ্জুদ আপনার জন্য কী রোপণ করেছে? যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে ছিল, আপনি রাতের নীরবতায় আপনার প্রভুর সাথে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। গোপনে আপনার ঝরানো অশ্রু একটি অদৃশ্য বাগানে পানিসিঞ্চন করেছে—যা এখন আপনার কবরে বেড়ে উঠছে, শান্তিতে আলোকিত করছে। অন্যরা তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা নিয়ে ভয় পায়, আপনার জন্য একটি গোপন উপহার অপেক্ষা করছে, যা উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়।

তাহাজ্জুদ শুধু একটি নামাজ নয়—এটি নৈকট্যের আমন্ত্রণ। বারযাখে, যে রাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে অনন্তকালে তাঁর সবচেয়ে কাছে দাঁড়াবে।

১) হাবিবা আল-আদাবিয়া ইশার পর তার ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বলতেন: “হে আল্লাহ, নক্ষত্ররা অদৃশ্য হয়ে গেছে, চোখ ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং রাজারা তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আপনার দরজা খোলা রয়েছে। প্রত্যেক প্রেমিক তাদের প্রিয়জনের সাথে নির্জনে মিলিত হয়েছে, আর আমি এখানে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।” [আল-গাজালী, ইহয়া উলুম আদ-দীন]

২) মানসুর ইবনুল মু'তামির তার বাড়ির ছাদে নামাজ পড়তেন। মানসুর মারা যাওয়ার পর, তার এক তরুণ প্রতিবেশী তার মাকে বলল, “মানসুরের ছাদের উপর যে কাঠের বিমটি ছিল, তার কী হয়েছে?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমার ছেলে, সেটি বিম ছিল না। সেটি ছিল মানসুর, যে রাতে নামাজে দাঁড়াত। আল্লাহ তার উপর রহম করুন, তিনি মারা গেছেন।” [আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা]

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার বিষয়ে বলেছেন: “তার কবর সত্তর বাই সত্তর হাত প্রশস্ত করা হবে এবং তার জন্য আলোকিত করা হবে। তারপর তাকে বলা হবে: ‘ঘুমাও।’ সে জিজ্ঞাসা করবে: ‘আমি কি আমার পরিবারকে জানাতে ফিরে যেতে পারি?’ তারা উত্তর দেবে: ‘নববিবাহিতের মতো ঘুমাও, কেবল তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়জন কর্তৃক জাগরিত হও।’” [জামি' আত-তিরমিযী #১০৭১]

৪) আবু সুলায়মান আদ-দাররানী বলেছেন, “যদি রাতের [ইবাদত] না থাকত, তবে এই পৃথিবীতে থাকার কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার থাকত না।” [আল ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া]

৫) আবু বকর ইবনে আবি মারিয়াম বলেছেন: “আমি ওয়াফা ইবনে বিশরকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি, ‘আপনার কী হয়েছে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর।’ তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘কোন আমলটি আপনি সবচেয়ে উত্তম পেয়েছেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহর ভয়ে কান্না করা।’” [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত; ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৬) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের স্বপ্নে, আল্লাহ তাকে বলেছেন: “আমার বান্দা মিস'আর ইবনে কিদামকে সুসংবাদ দাও, যে রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়ায়। মিস'আরের জন্য এটি সম্মান হিসেবে যথেষ্ট যে, সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, এবং আমি আমার মহিমান্বিত চেহারা তাকে দেখার জন্য উন্মোচন করব।” [ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৭) কাবিসা বিন উকবা বলেছেন: “আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি: ‘আল্লাহ আপনার জন্য কী করেছেন?’ তিনি উত্তর দিলেন: ‘আমি আমার প্রভুকে নিজের চোখে দেখেছি, এবং তিনি আমাকে বলেছেন: “শান্ত হও, হে সাঈদের পুত্র, কারণ আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। যখন রাত আসত, তখন তুমি আকাঙ্ক্ষীর অশ্রু এবং গভীরভাবে সংযুক্ত হৃদয়ের সাথে নামাজে দাঁড়াতে নিজেকে উৎসর্গ করতে। এখন, তুমি তোমার ইচ্ছামতো যেকোনো প্রাসাদ বেছে নিতে পারো এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো, কারণ তুমি দূরে নও।” [আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া]

৮) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: “দিনের নামাজের উপর রাতের নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব হল গোপনে দান করার উপর প্রকাশ্যে দান করার শ্রেষ্ঠত্বের মতো।” [আস-সামারকান্দী, তানবিহ আল-গাফেলীন]

৯) এবং আল-হাফিজ ইবনে রজব (রাঃ) বলেছেন: “দিনের নামাজের চেয়ে রাতের নামাজ উত্তম, কারণ এটি আরও গোপন এবং আন্তরিকতার কাছাকাছি।” [ইবনে রজব, লাতাইফ আল-মা'আরিফ]

১০) রাবিয়া আল আদাবিয়া (রাঃ) এর একজন সঙ্গী তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং বলেন: “আমাকে এমন কিছু বলুন, যার মাধ্যমে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারি।” তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহর ঘন ঘন স্মরণ করুন, কারণ এর কারণে শীঘ্রই আপনি আপনার কবরে আনন্দ এবং সন্তুষ্টি অনুভব করবেন।” [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

১১) একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলেছেন: “আমি আবু বকর আশ-শিবলীকে স্বপ্নে দেখি, এবং তিনি রুসাফা জেলার সেই স্থানে বসে ছিলেন, যেখানে তিনি বসতেন। তিনি সূক্ষ্ম পোশাক পরিহিত অবস্থায় আবির্ভূত হন। আমি তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়াই এবং তার সামনে বসি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি: ‘আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে কাছের?’ তিনি উত্তর দিলেন: ‘যারা আল্লাহর স্মরণে সবচেয়ে বেশি নিবেদিত, যারা আল্লাহর অধিকার পূরণে সবচেয়ে দৃঢ়, এবং যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য দ্রুত কাজ করে।’” [ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি।

# প্রত্যেকেরই আফসোস থাকবে | পর্ব ২৯

আফসোস এক চিরন্তন অনুভূতি, যা প্রতিটি আত্মাই অনুভব করবে—এই দুনিয়াতে এবং মৃত্যুর পর বারজাখে। যখন মানুষ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তাদের সাথে নিয়ে যাওয়া একমাত্র অনুভূতি হবে "যদি শুধু..."। আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউই আফসোস ছাড়া মারা যায় না। এই আফসোস দুই ধরনের হতে পারে: যারা ভালো কাজ করেছে, তাদের আফসোস থাকবে কেন তারা আরও বেশি ভালো কাজ করেনি; আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা অনুতপ্ত হবে কেন তাদের পাপ কাজগুলো বন্ধ করেনি।

মৃত্যুর পর মানুষের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিশ্বাসীরা প্রথমে তাদের পরিবারকে ভালো খবর জানানোর জন্য ফিরে যেতে চায়। পরে, তারা অধীর আগ্রহে পরকালের জন্য অপেক্ষা করে, যেখানে তারা তাদের প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হবে এবং আল্লাহর কাছ থেকে অসীম পুরস্কার লাভ করবে। অন্যদিকে, অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে ফিরে এসে ভালো কাজ করার জন্য আকুতি জানাবে, কারণ তারা জীবনে তা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিচার দিবসের ভয়ে এতটাই ভীত থাকবে যে, আল্লাহর কাছে বিচার দিবসকে বিলম্বিত করার প্রার্থনা করবে, কিন্তু তখন আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

একজন মহান আলেম, যিনি তাঁর গভীর দুঃখের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায়শই আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ, এই দুনিয়ায় আমার একাকীত্বের উপর রহম করুন, আমার মৃত্যুর সময় আমার উপর রহম করুন এবং আপনার সামনে আমার দাঁড়ানোর উপর রহম করুন।" তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ছাত্র স্বপ্নে তাঁকে দেখেন। ছাত্রটি যখন আলেমের দুনিয়াবী জীবনের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন আলেম জবাব দেন যে তাঁর সেই দুঃখই তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ এবং চিরন্তন সুখ এনে দিয়েছে। তিনি আরও জানান যে, তিনি "সেই সব মানুষের সাথে আছেন যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন — নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং আরও অনেকে।" এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করলে আখিরাতে তা অসীম সুখের কারণ হয়।

যারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে, তাদেরও আফসোস থাকতে পারে। তারা আফসোস করবে, কেন তারা আরও বেশি নেক কাজ করতে পারল না, কেন আল্লাহর আরও বেশি শুকরিয়া আদায় করতে পারল না। যেমন, ইমাম আহমদকে স্বপ্নে দেখা গিয়েছিল, যেখানে তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর উচ্চ পদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু সামান্য পিছিয়ে পড়েছিলেন, এবং ছাত্রকে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহর পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আরও বেশি কিছু করার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

গাজার জনগণ, যারা অসীম কষ্ট সহ্য করেছে, তারা কি কখনও চাইবে যে তারা জন্ম না নিত? দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতে, তারা আবারও সেই কষ্ট সহ্য করতে চাইবে! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করার পর কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না, একমাত্র শহীদ ছাড়া। একজন শহীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিসীম উদারতা দেখার কারণে দশবার নিহত হয়েও পৃথিবীতে ফিরে এসে আবার শহীদ হতে চাইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামের উদাহরণ, যিনি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পরেও আবারও শহীদ হতে চেয়েছিলেন, এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা প্রমাণ করে।

মৃত্যু যখন সন্নিকটে আসে, তখন প্রতিটি মানুষ, তাদের মর্যাদা নির্বিশেষে, কামনা করবে যে তারা আরও বেশি ভালো কাজ করতে পারতো, বিশেষ করে দান-সাদকাহ করার ক্ষেত্রে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইবে যদি সে কাফের হয়, তবে মুসলিম হতে; যদি সে পাপী হয়, তবে তওবা করতে; যদি সে ভালো কাজ করে থাকে, তবে আরও ভালো কাজ করতে।

কিন্তু কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একবার মৃত্যু এসে গেলে, এই অনুনয় প্রত্যাখ্যান করা হয়, কারণ তাদের সামনে পুনরুত্থান পর্যন্ত একটি বারজাখ থাকবে এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

বারজাখে মানুষ যে বিষয়গুলোতে আফসোস করবে না, তা হলো: দুনিয়াবী সুযোগ যেমন চাকরি, বাড়ি বা সম্পর্ক হারানো; এবং আল্লাহর জন্য ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করা পরীক্ষা ও কষ্ট। এই কষ্টগুলো আখিরাতে আমাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবে, ইনশাআল্লাহ। তবে, যে বিষয়গুলোতে আফসোস থাকবে, তা হলো: যে মুহূর্তগুলো আল্লাহর জন্য ব্যয় করা হয়নি; যে পাপগুলো থেকে তওবা করা হয়নি; যে ভালো কাজগুলো করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি; এবং যে কাজগুলো আরও ভালোভাবে করা যেত। এই সব আফসোসের জন্য, আমরা কেবল আল্লাহর অসীম রহমত এবং ক্ষমার আশা করতে পারি।

বারযাখের প্রতিটি আত্মা 'যদি শুধু' এর ভার বহন করে। পাপী কামনা করবে যদি তারা তওবা করত। ধার্মিক কামনা করবে যদি তারা আরও বেশি আমল করত। এমনকি শহীদও ফিরে আসতে চাইবে—এই দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য নিজেকে আবার উৎসর্গ করতে।

দুনিয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য কেউ আফসোস করে না। তারা শুধু আল্লাহর জন্য যে আমলগুলো করেনি, সেগুলোর জন্যই আফসোস করে। সময় শেষ হয়ে গেলে আপনি কী কামনা করবেন?

১) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মারা যায়, কিন্তু সে আফসোস অনুভব করবে না।" তারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল, সে কীসের জন্য আফসোস করবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "যদি সে ধার্মিক হতো, তবে সে আরও বেশি আমল না করার জন্য আফসোস করবে। আর যদি সে পাপী হতো, তবে সে পাপ করা থেকে বিরত না হওয়ার জন্য আফসোস করবে।" [জামি' আত-তিরমিযী #২৪০৩]

২) আতা আস-সালিমি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন তাবেঈনের একজন মহান আলেম, যিনি তার ভক্তির জন্য পরিচিত ছিলেন। তার কিছু ছাত্র তার সাথে দেখা করতে গিয়ে তাকে বলতে শুনেছিল, "আতার জন্য আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন!" তিনি প্রায়শই দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ, এই দুনিয়ায় আমার নিঃসঙ্গতার উপর রহম করুন, আমার মৃত্যুর মুহূর্তগুলোর উপর রহম করুন, কবরে আমার একাকীত্বের উপর রহম করুন এবং আপনার সামনে আমার দাঁড়ানোর উপর রহম করুন।" [আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া]

৩) সালিহ ইবনে বিশর বলেছেন, "আমি আতা আস-সালিমিকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি এবং তাকে বলি: 'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি এই দুনিয়ায় আপনার দীর্ঘ দুঃখের জন্য পরিচিত ছিলেন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর কসম, সেই দুঃখ চিরস্থায়ী আনন্দ এবং অবিরাম আনন্দে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি এখন কোন স্থানে আছেন?' তিনি তেলাওয়াত করলেন: 'তাদের সাথে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, নবীদের মধ্য থেকে, সত্যের দৃঢ় সাক্ষ্যদাতাদের মধ্য থেকে, শহীদদের মধ্য থেকে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর তারা কত উত্তম সঙ্গী!'" [কুরআন, ৪:৬৯] [ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাব আর-রুহ]

৪) ইবনুল কাইয়্যিম—যিনি কিতাব আর-রুহ বইটি লিখেছেন—বলেন: আমি আমার শিক্ষক, ইবনে তাইমিয়াকে স্বপ্নে দেখি। তিনি ইবনে তাইমিয়াকে তার (আধ্যাত্মিক) মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, এবং ইবনে তাইমিয়া কিছু মহান ব্যক্তির উপরে তার উচ্চ স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেন। তারপর তিনি তাকে বলেন: "এবং আপনি আমাদের মর্যাদার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি ইবনে খুযাইমার স্তরে আছেন।" [ইবনে রজব, ধাইল তাবাকাত আল-হানাবিলাহ]

৫) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না, এমনকি যদি তাকে পৃথিবীর সবকিছু দেওয়া হয়, শহীদ ব্যতীত। সে যে সম্মান দেখে, তার কারণে সে দশবার ফিরে আসতে এবং নিহত হতে চাইবে।" [সহীহ বুখারী #২৮১৭; সহীহ মুসলিম #১৮৭৭]

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি।

# বারযাখ: জীবনের শেষ নয়, নতুন শুরুর প্রবেশদ্বার | পর্ব ৩০

জীবনের শেষ মানেই সবকিছু শেষ নয়, বরং এটি এক নতুন যাত্রার শুরু। এই সিরিজে আমরা বারযাখের ধারণা, অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন এবং এই দুনিয়ায় আমাদের আমলের সঙ্গে এর গভীর সংযোগ নিয়ে আলোচনা করেছি।

যখন জীবনের শেষ প্রান্তে আমরা পৌঁছাই, যখন দুনিয়ার সব আমল আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমাদের একমাত্র ভরসা থাকে আল্লাহর প্রতি সুধারণা। মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রাখা সম্ভবত সবচেয়ে বড় আমল যা একজন মানুষ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার বান্দার ধারণার কাছেই থাকি যেমনটি সে আমার প্রতি রাখে।" অর্থাৎ, আপনি আল্লাহকে যেমন ভাববেন, তিনি আপনার প্রতি তেমনই আচরণ করবেন। এমনকি বড় বড় নেককার ব্যক্তিরাও ছোটখাটো পাপ নিয়ে বারযাখে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের সুধারণা সেই পাপগুলোকে মুছে দেয় এবং তাঁর ক্ষমা তাদের জন্য শান্তি ও মুক্তি বয়ে আনে। মনে রাখবেন, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে চায়, তাদের জন্য তওবার দরজা কখনো বন্ধ হয় না।

এই দুনিয়াতে আমাদের প্রতিটি আমল, তা ভালো হোক বা মন্দ, অদৃশ্য জগৎ ও বারযাখে আমাদের ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে। আপনার কবর আপনার আমলের সাথে মিশে যায়। আপনি যদি কুরআন ত্যাগ করেন, তবে আপনার কবর সংকীর্ণ হতে পারে, আর যদি সালাতের প্রতি নিবেদিত হন, তবে তা আপনার জন্য এক শান্তিময় উদ্যানে পরিণত হতে পারে। কবরে আপনার সাথে আর কেউ থাকবে না—আপনার আমলই হবে আপনার একমাত্র সঙ্গী। সৎকর্মগুলো আপনার জন্য আলোর মতো কাজ করবে, আর পাপগুলো অন্ধকার নিয়ে আসবে।

মৃত্যু কেবল একটি শেষ নয়, এটি এই দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটি সেতু, আর বারযাখ হলো পরবর্তী জীবনের প্রথম বাসস্থান। মৃত ব্যক্তিরা সময়কে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করে। তাদের কাছে দুনিয়ার দীর্ঘ সময় অতি দ্রুত চলে যেতে পারে, অথবা প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তকাল বলে মনে হতে পারে, যা তাদের আমলের ওপর নির্ভর করে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মৃত আত্মারা জীবিতদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন শহীদরা তাদের পরিবারের খবর জানতে পারে, এবং জীবিতদের দু'আ (প্রার্থনা) মৃতদের জন্য আলোর উপহারের মতো পৌঁছে। এটি তাদের বোঝা হালকা করে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের জন্য শান্তি নিয়ে আসে। আমাদের দু'আ নিপীড়িতদের শক্তি যোগাতে পারে, কবরে থাকা আত্মাকে শান্তি দিতে পারে, এমনকি ইতিহাসকেও পরিবর্তন করতে পারে।

এই জীবনের যাত্রায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তওবা (অনুশোচনা) এবং ইস্তিগফার (ক্ষমা চাওয়া)। এটি মুমিনের জন্য এক জীবনরেখা। তওবা হলো অন্ধকারে আলো, দুঃখে

আশা এবং পাপ দূর করার উপায়। এটি শুধু পাপ মোচনই করে না, বরং আমাদের জীবনে বরকত নিয়ে আসে, সম্পদ বৃদ্ধি করে, স্বাস্থ্য ও সম্পর্ককে সুস্থ রাখে। এটি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়, হৃদয়কে দৃঢ় করে এবং মন্দ লোকদের থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ নিজেই মুমিনদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেন। সত্যিকারের তওবা হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং অতীতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে একই ভুল না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তাই আশা হারাবেন না, কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমাদের উচিত আমাদের শেষ দিনের জন্য, আমাদের কবরের জন্য এবং আমাদের বারযাখের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের জন্য বারযাখকে সহজ করে দেন, এবং আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। এই সিরিজটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন। আমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম। ইয়া আরহামার রাহিমীন রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যখন সবকিছু ম্লান হয়ে যায়, তখন শুধু আল্লাহর প্রতি আশা অবশিষ্ট থাকে।

মৃত্যুর মুহূর্তে, তাঁর দয়ার উপর ভরসা করার চেয়ে আর কোনো আমল বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না। এমনকি সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিও গুনাহ নিয়ে বারযাখে প্রবেশ করেছে—তবুও আল্লাহর প্রতি তাদের ভালো ধারণাই তাদের গুনাহগুলো মুছে দিয়েছে। সেই অদৃশ্য জগতে, তাঁর দয়া ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখে এবং তাঁর ক্ষমা শান্তি প্রদান করে।

যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে খোঁজেন, তাদের জন্য মুক্তির দরজা কখনো বন্ধ হয় না। তাই আপনি যখন এই জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করছেন, তখন এই সত্যটি আপনার সাথে বহন করুন: আল্লাহর প্রতি সুধারনা শুধু একটি অনুভূতি নয়—এটি সবচেয়ে বড় ইবাদত।

১) আবু ইয়াকুব আল-কারি বলেছেন: “আমি স্বপ্নে একজন লম্বা, কালো চামড়ার লোককে দেখেছি, যাকে লোকেরা অনুসরণ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তিনি কে?’ তারা বলল, ‘তিনি উওয়াইস আল-কারনি।’ তাই আমি তাকে অনুসরণ করলাম এবং বললাম, ‘আমাকে উপদেশ দিন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।’ তিনি আমার দিকে ভ্রুকুটি করলেন, তাই আমি বললাম, ‘আমি আন্তরিকভাবে হেদায়েত চাইছি, তাই দয়া করে আমাকে পথ দেখান, আল্লাহ আপনাকে পথ দেখান।’ তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন: ‘যখন আপনি তাঁকে ভালোবাসেন, তখন আল্লাহর দয়া খোঁজেন এবং যখন আপনি তাঁর অবাধ্য হন, তখন তাঁর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে তাঁর প্রতি আশা

কখনো হারাবেন না।' তারপর তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

২) সালাফদের একজন বলেছেন, "আমি মৃত্যুর পর স্বপ্নে মালিক ইবনে দিনারকে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবু ইয়াহিয়া, আপনি আল্লাহর সামনে পৌঁছে কী পেলেন, তা জানতে আমার আগ্রহ হচ্ছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি অনেক গুনাহ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমার ভালো ধারণার (হুসন আদ-ধান্ন) কারণে আল্লাহ সেগুলো মুছে দিয়েছেন।'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

৩) আব্দুল-আজিজ ইবনে উমর ইবনে আব্দুল-আজিজ বলেছেন: "আমি মৃত্যুর পর আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখি, যেন তিনি একটি সবুজ বাগানে আছেন। তিনি আমার দিকে তিনটি আপেল তুলে ধরলেন, যা আমি বংশধর হিসেবে ব্যাখ্যা করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমলটি আপনি সবচেয়ে ভালো পেয়েছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হে আমার পুত্র, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।' [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

৪) আম্মার ইবনে সাইফ বর্ণনা করেছেন: "আমি স্বপ্নে আল-হাসান ইবনে সালিহকে দেখি এবং তাকে বললাম, 'আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। আপনি আমাদের কী বলতে পারেন?' তিনি বললেন, 'আনন্দিত হও! আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা (হুসন আদ-ধান্ন) রাখার চেয়ে ভালো কিছু আমি কখনো দেখিনি।'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

৫) উমর ইবনে সালিহ আস-সা'দি বলেছেন: "আমি স্বপ্নে আব্দুল-আজিজ ইবনে সুলাইমান, ধার্মিক ইবাদতকারীকে দেখি। তিনি সবুজ পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তার মাথায় মুক্তার মুকুট ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবু মুহাম্মদ, আপনার মৃত্যুর পর কেমন ছিল? আপনি মৃত্যুর স্বাদ কেমন পেয়েছেন? এবং আপনি অন্য পাশে কী দেখেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর কথা বলতে গেলে, এর তীব্র কষ্ট এবং দুঃখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। কিন্তু আল্লাহর দয়া আমাদের প্রতিটি ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই পাইনি।'" [ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আল-মানামাত]

বি:দ্র: এই পর্বটি শায়েখ ড. উমার সুলাইমান এর লেকচার অবলম্বনে সম্পূর্ন দেয়া সম্ভব হয় নি। শাইখের লেকচার অবলম্বনে অনুবাদের ক্ষেত্রে, ১-২১ এবং ২৭ নং পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য পর্বগুলোর রিসোর্স উন্মুক্ত না থাকায় সম্পূর্ন অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে সংযোজন বিয়োজন করা হয়েছে, ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

# শেষ কথা

একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক আলহামদুলিল্লাহ এই সিরিজ শুরু করার তৌফিক দিয়েছিলেন।

আমাদের হায়াতের জিন্দেগী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই ছোট জীবনের সফর শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যেন সাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসেবে আমাদের পিছনে কিছু থাকে যা আমাদের কবরের নূর হওয়ার উসিলা হবে, ইনশাআল্লাহ। এই সিরিজ হলো সেই উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি পদক্ষেপ। এটি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের জন্যই রেখে গেলাম। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যেন অন্তত এইটুকু বলতে পারি, "ইয়া রব! কিছুই করতে পারিনি, কোনো কিছুরই হক আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আপনার দেয়া তৌফিক অনুসারে দু'টো লাইন আপনার জন্যই লিখে এসেছিলাম। সেই উসিলায় হলেও আপনি আমাকে, আমাদের মাফ করে দিন, সেই উসিলায় জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিন।"

এটি হলো সেই সিরিজ। কবরে চলে যাওয়ার বহু যুগ পরে একজন বান্দাও যদি এটি পড়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে আসার, একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার অনুপ্রেরণা পায়, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার অনুপ্রেরণা পায়, কারো অন্তরে যদি কুরআনের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, নিজের আখিরাত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তৌফিক পায় সেটাই আলহামদুলিল্লাহ। সেই উসিলায় হলেও আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত যেন আমাদের মাফ করে দেন। আমাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষন করেন। আমাদের জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেন। আমাদের যেন দয়ামায়া করে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আল্লাহ পাক যেন এই ভুলে ভরা ছোট্ট পদক্ষেপকে কবুল করে নেন। আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

এখানে উল্লেখিত যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন।

আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।